উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

COB

সেনসেক্স : ৮২,৭৫৫.৫১ (+৭০০.৪০)
নিফটি : ২৫,২৪৪.৭৫ (+২০০.৪০)

পরমাণু কর্মসূচি টিকেই!
ইজরায়েলের হামলা এবং মার্কিন সেনার বাংকার বাস্টার বোমার আঘাত সহ্য করেও টিকে গিয়েছে ইরানের পরমাণু কর্মসূচি। মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থার রিপোর্টে এমনটাই জানানো হয়েছে। » ৭

৫০-এ আটকানোর হুংকার
আগামী বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির আসন ৫০-এর নীচে নামিয়ে আনার হুঁশিয়ারি দিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। » ৫

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
৩৪° সর্বোচ্চ	২৫° সর্বনিম্ন	৩৩° সর্বোচ্চ	২৬° সর্বনিম্ন	৩৪° সর্বোচ্চ	২৬° সর্বনিম্ন	৩৪° সর্বোচ্চ	২৬° সর্বনিম্ন

‘টেস্টের অনুপযুক্ত ফিল্ডিং’ » ১১

১১ আষাঢ় ১৪৩২ বৃহস্পতিবার ৫.০০ টাকা 26 June 2025 Thursday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 39

অবশেষে ইতিহাস!

মহাকাশে ভারতের শুভাংশু

ফ্লোরিডা, ২৫ জুন : হঠাৎ ভীষণ ভালো লাগছে!

আকাশে ডানা মেলার আগে লতা মঙ্গেশকরের গানের কলি তাঁর মনে পড়েছিল কি না, কে জানে। তবে ৪১ বছর পর দ্বিতীয় ভারতীয় হিসাবে মহাকাশ ছুঁয়ে সেই গানের কথাই যেন শোনা গেল অ্যাক্সিয়ম-৪ মিশনের পাইলট শুভাংশু শুক্লার গলায়। রাকেশ শর্মার পর দ্বিতীয় ভারতীয় হিসাবে পৃথিবীর কক্ষপথে ঢুকে গর্বিত গলায় তিনি বলে উঠলেন, ‘দারুণ লাগছে! আমরা এখন পৃথিবীর কক্ষপথে ঘুরছি। এটা ভারতের মানব মহাকাশ অভিযানের শুভসূচনা। জয় হিন্দ, জয় ভারত!’

টানা সাতবার অভিযান থমকে যাওয়ার পর বুধবার স্পেসএক্সের ড্রাগন মহাকাশে উড়ে গেল শুভাংশু সহ চার অভিযাত্রীকে নিয়ে। অভিযানে শুভাংশুর সঙ্গী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পেগি হুইটসন, পোল্যান্ডের স্লাভোস উজনানস্কি এবং হাঙ্গেরির টিবর কাপু। ভারতীয় সময় বুধবার বেলা ১২টা ১ মিনিটে আমেরিকায় ফ্লোরিডার কেনেডি স্পেস সেন্টার থেকে ফ্যালকন ৯ রকেটের সফল উৎক্ষেপণের মধ্য দিয়ে শুরু হল শুভাংশুদের অভিযান।

১৪ দিনের এই অভিযানে মোট ৬০টি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করার কথা। এর মধ্যে ৭টি পরীক্ষা হবে ইসরোর গগনযান মিশনের লক্ষ্যে। সব ঠিকঠাক চললে এই মহাকাশচারীরা প্রায় ২৮ ঘণ্টা কক্ষপথ যাত্রার পর বৃহস্পতিবার বিকেল সাড়ে ৪টা নাগাদ আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে পৌঁছোবেন। এই অভিযান সরাসরি দেখানো হচ্ছিল টিভির পর্দায়। চোখে জল আর ঠোঁটে প্রার্থনা নিয়ে হাতজোড় করে টিভিতে তাকিয়ে বসেছিলেন শুভাংশুর মা আশা শুক্লা।

স্পেসএক্সের ফ্যালকন ৯ রকেটে অ্যাক্সিয়ম-৪ মিশনের ড্রাগন স্পেসক্রাফট মহাকাশে পাড়ি দিতেই চোখেমুখে স্বস্তির ছাপ ফুটে উঠল তাঁর। আশাবাদী আশা বললেন, ‘ও যেন সফল হয়ে নিরাপদে ফিরে আসে।’ যাত্রার ঘণ্টাখানেক আগে পরিবারের উদ্দেশে এক বার্তায় শুভাংশু লেখেন, ‘আমার জন্য অপেক্ষা করো, আমি আসছি।’ স্ত্রী কামনার উদ্দেশে তাঁর আবেগতাড়িত বার্তা ছিল, ‘তোমাকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ কামনা। তুমি না থাকলে এদিনটা দেখা হত না।’

সমাজমাধ্যম পোস্টে একটি ছবিতে দেখা যায়, কাচের দেওয়ালের দু’পাশে দাঁড়িয়ে পরস্পরকে বিদায় জানাচ্ছেন দুজনে। পরে কামনা বলেন, ‘ছোটবেলা থেকে আমরা হরিহরাত্মা। ভীষণ লাজুক ছেলে। অথচ তার জন্য আজ গোটা দেশ গর্বিত।’ অ্যাক্সিয়ম-৪ মিশনের যাত্রীদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সহ অনেকে।

মুর্মু অভিনন্দনবার্তায় লেখেন, ‘গোটা দেশ উত্তেজিত। নতুন ইতিহাস গড়লেন শুভাংশু। এক যাত্রায় জুড়ে দিলেন বিশ্বকে।’

এরপর দশের পাতায়

মিশন অ্যাক্সিয়ম-৪

যাত্রারম্ভ
২৫ জুন ২০২৫

লঞ্চ সাইট
লঞ্চ কমপ্লেক্স-৩৯এ, কেনেডি স্পেস সেন্টার, ফ্লোরিডা

রকেট
স্পেসএক্স ফ্যালকন-৯

স্পেসক্রাফট
ক্রু ড্রাগন সি২১৩

ডকিং টাইম
উড়ান শুরুর ২৮ ঘণ্টা পর (ভারতীয় সময় বৃহস্পতিবার বিকেল ৪টা নাগাদ)

ফেরা
১৪ দিন পরে

বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা
৩১টি দেশের হয়ে ৬০টি পরীক্ষা যার মধ্যে ভারতের ৭টি। শুভাংশু অতিরিক্ত ৫টি পরীক্ষা করবেন নাসার সহায়তায়

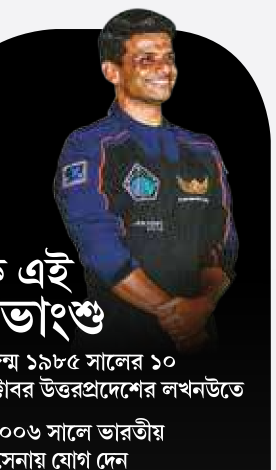

কে এই শুভাংশু
- জন্ম ১৯৮৫ সালের ১০ অক্টোবর উত্তরপ্রদেশের লখনউতে
- ২০০৬ সালে ভারতীয় বায়ুসেনায় যোগ দেন
- সু-৩০ এমকেআই, মিগ-২১ ও জাগুয়ারের মতো যুদ্ধবিমান উড়ানের দক্ষতা অর্জন। মোট উড়ানের সময় ২,০০০ ঘণ্টার বেশি
- ২০১৯ সালে মহাকাশ অভিযানের জন্য নির্বাচিত। রাশিয়ার ইউরি গ্যাগারিন মহাকাশ প্রশিক্ষণকেন্দ্রে কঠোর প্রশিক্ষণ

মিশনের তাৎপর্য
- দ্বিতীয় ভারতীয় কোনও নভশ্চর পা রাখবেন মহাকাশে
- বহু যুগ পরে মহাকাশে ফিরল পোল্যান্ড ও হাঙ্গেরি
- বেসরকারি মহাকাশকেন্দ্র গঠনের মহড়া হবে এই অভিযানে
- ভবিষ্যতে জাতীয় স্তরে মহাকাশ অভিযানের রাস্তা খোলা

একনজরে
- ড্রাগন স্পেসক্রাফট ফ্লোরিডায় নাসার কেনেডি স্পেস সেন্টারের ৩৯এ লঞ্চ কমপ্লেক্স থেকে মহাকাশে পাড়ি দেয় বুধবার ভারতীয় সময় বেলা ১২টা ১ মিনিটে
- মহাকাশযান প্রায় ২০০ কিলোমিটার দূরে প্রতি সেকেন্ডে ৭.৫ কিলোমিটার বেগে পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে
- বুধবারও উৎক্ষেপণের আগে যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দিয়েছিল, যা দ্রুত মেরামত করেন বিজ্ঞানীরা

নভশ্চরদের কার কী ভূমিকা
- মিশনের নেতৃত্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পেগি হুইটসন
- মিশনের পাইলট ভারতের শুভাংশু শুক্লা
- মিশন বিশেষজ্ঞ পোল্যান্ডের স্লাভোস উজনানস্কি
- দ্বিতীয় মিশন বিশেষজ্ঞ হাঙ্গেরির টিবর কাপু

‘যুদ্ধ’ শেষ। এবার চলো যাই... স্বাভাবিক ছন্দে ফিরছে ইজরায়েলের বেন গুরিয়ন বিমানবন্দর। বুধবার।

হেনস্তা, তবু রাজস্থানে ইটাহারের শ্রমিকরা

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায় ও রণবীর দেব অধিকারী

কলকাতা ও ইটাহার, ২৫ জুন : চরম হেনস্তা সত্ত্বেও রাজস্থান থেকে ঘরে ফেরার কথা আপাতত ভাবছেন না ইটাহারের বাসিন্দা পরিযায়ী শ্রমিকরা। রুটিরুজির জন্যই সেখানে পড়ে থাকতে চান তাঁরা। এদিকে, বিজেপি শাসিত রাজস্থানে বাঙালি শ্রমিকদের এই হেনস্তা নিয়ে এখন বঙ্গ রাজনীতি সরগরম। বাংলাভাষী শ্রমিকদের এই হেনস্তাকে ভালো চোখে দেখছে না বাংলায় বসবাসকারী মাড়োয়ারি সমাজ।

মঙ্গলবার ইটাহারের নারী-পুরুষ মিলিয়ে প্রায় ২৫০ শ্রমিককে রাজস্থানে আটকে রাখার খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওই রাজ্যের সরকারের সঙ্গে কথা বলতে মুখ্যসচিব মনোজ পন্থকে নির্দেশ দিয়েছিলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। তারপর ছেড়ে দেওয়া হয় ওই বাঙালিদের। রাজস্থান পুলিশ বুধবার সকালে সে খবর নবান্নে জানিয়েও দেয়। ওই শ্রমিকদের পরিচয়পত্রে কিছু গরমিল থাকায় ভুল বোঝাবুঝি হয়েছিল বলে নবান্নকে জানায় রাজস্থান সরকার।

মঙ্গলবার খবর পেয়ে দিনভর উদ্বেগে কাটিয়েছে ইটাহারের খিসাহার গ্রাম। ওই গ্রামের বাসিন্দারাই রাজস্থান পুলিশের হাতে আটকে ছিলেন। পরে সবাই মুক্তি পাওয়ায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেও গ্রামে তাঁদের পরিজন এখনও চিন্তিত। সবার মনে এখনও কী হয়, কী হয় ভাব! কিন্তু রুটিরুজির কথা ভেবেই কাউকে ঘরে ফেরার কথা বলতে পারছে না পরিজন।

খিসাহারের সলিমুদ্দিন শেখের ছেলে ও বৌমা থাকেন রাজস্থানে। সলিমুদ্দিন বলেন, ‘ওরা ছাড়া পেলেও খুব দুশ্চিন্তা হচ্ছে। কিন্তু কী করব? ওদের ওখানেই থাকতে হবে। ওখানে কাজ করে দুটো পয়সা উপার্জন করছে। নাতি-নাতনিটা স্কুলে পড়ছে।’ রাজস্থান থেকে ফোনে সলিমুদ্দিনের ছেলে সায়েদ আলি বুধবার বলেন, ‘দশ বছর ধরে রাজস্থানে কাজ করছি। কোনওদিন এরকম ঘটেনি। কালকের পর থেকে ভয় হচ্ছে। কিন্তু গ্রামে ফেরার কথা ভাবছি না।’

কেন? সায়েদের জবাব, ‘এখানে অটো চালিয়ে যা উপার্জন হয়, সেটা গ্রামে থেকে পাব না। ছেলে ও মেয়ে এখানে স্কুলে পড়ে। ওদের স্কুলেই মাসে ৭ হাজার টাকা দিই।’

এরপর দশের পাতায়

বেটিং নিয়ে বোমাবাজি

এই গাড়ি নিয়েই এসেছিল অভিযুক্তরা। ছবি : জয়দেব দাস

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ২৫ জুন : কোচবিহার জেলায় বোমাবাজি নতুন কোনও ঘটনা নয়। রাজনৈতিক দিক থেকে উত্তপ্ত এই জেলার বেশ কিছু জায়গায় তো ভোটের আগে-পরে এমন ঘটনা স্থানীয়দের অভ্যাসে পরিণত হয়ে ওঠে। তবে মঙ্গলবার রাতে কোচবিহারের খারিজা ফুলেশ্বরী গ্রামের বাসিন্দা মনোজ মোদকের বাড়িতে যে বোমাবাজির ঘটনা ঘটেছে, তার পিছনে থাকা কারণ কিন্তু ‘অভিনব’। আইপিএল নিয়ে বেটিংয়ের জেরে সেই বোমাবাজি বলে জানাচ্ছে পুলিশ। মানছেন মনোজও। পুলিশ সূত্রে খবর, আইপিএলের বেটিংয়ে হেরে যাওয়া টাকা সময়মতো দিতে না পারায় তাঁর বাড়িতে বোমা মেরেছে পাওনাদাররা।

ঘটনার পর বুধবার দিনভর এলাকা থমথমে ছিল। প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশ জানিয়েছে, মনোজ নিজেই আইপিএলের বেটিং চক্রের এক পান্ডা। রাতেই ঘটনাস্থলে পৌঁছেছিল পুলিশ। কোতোয়ালি থানার পুলিশের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, অভিযুক্তরা বর্তমানে পলাতক। ঘটনাটি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এদিকে, এই ঘটনার পিছনে আবার তৃণমূলের গোষ্ঠীকোন্দল রয়েছে বলে অভিযোগ। দলের কেউ হামলায় যুক্ত থাকলে তাকে বহিষ্কারের হুঁশিয়ারি দিয়েছে তৃণমূল নেতৃত্ব।

অভিযোগ, একটি চার চাকার গাড়িতে চেপে রাতে কোচবিহার-১ ব্লকের পুঁটিমারি-ফুলেশ্বরী গ্রাম পঞ্চায়েতের ওই এলাকায় পৌঁছায় অভিযুক্তরা। প্রথমে মনোজের বাড়ির সামনে বোমাবাজির অভিযোগ ওঠে। পরে তাঁর বাড়িতেও বোমা ছোড়া হয়। হামলার পর মনোজের প্রতিবেশীরা সেই গাড়িটিকে আটকালে অভিযুক্তরা পালিয়ে যায়। বাসিন্দারা ক্ষোভে ফেটে পড়েন। কোতোয়ালি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। দোষীদের শাস্তির দাবিতে সরব হয়েছেন প্রতিবেশীরা।

এরপর দশের পাতায়

চাঞ্চল্য
- মনোজের থেকে পাওনাদাররা আরও ১০ হাজার টাকা পেত, দাবি
- একটি চার চাকার গাড়িতে চেপে এলাকায় যায় অভিযুক্তরা
- প্রথমে মনোজের বাড়ির সামনে বোমা মারা হয়, অভিযোগ
- পরে তাঁর বাড়িতেও বোমা ছোড়া হয়
- মনোজের প্রতিবেশীরা সেই গাড়িটিকে আটকান
- অভিযুক্তরা পালিয়ে যায়

তালাবন্ধ বিজেপি কার্যালয়

সায়নদীপ ভট্টাচার্য

বক্সিরহাট, ২৫ জুন : এক সময়কার বাম দুর্গ তুফানগঞ্জে পদ্ম ফুটেছিল বিধানসভা নির্বাচনে। সেই ধারা বজায় থাকে ২০২৪ সালের লোকসভা ভোটেও। কিন্তু বর্তমানে তুফানগঞ্জ কেন্দ্রে পদ্ম শিবির যেন কিছুটা অগোছাল। তৃণমূল তো এখন থেকেই বিধানসভা ভোট নিয়ে প্রচারে নেমে পড়েছে। কিন্তু বক্সিরহাট বাজারে বিজেপির দলীয় কার্যালয় দিনের পর দিন তালাবন্ধ। তাতে আত্মবিশ্বাসে চিড় ধরছে পদ্ম কর্মীদের মধ্যে। দলেরই একাংশ বিধায়ক মালতী রাভার গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে তৃণমূলের সঙ্গে আপসের অভিযোগ তুলেছে। যদিও সেই অভিযোগ নস্যাৎ করে দিয়েছেন মালতী স্বয়ং। তৃণমূলের সন্ত্রাসকে দায়ী করেছেন তিনি।

কোচবিহার জেলার অন্তর্গত হলেও তুফানগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রটি আলিপুরদুয়ার লোকসভার অধীন। গত ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে তুফানগঞ্জে সাত হাজারের বেশি ভোটে জয়লাভ করে বিজেপি। গত বিধানসভা নির্বাচনে প্রায় ৩৫ হাজার ভোটে জেতেন মালতী। ২০২৩ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূলকে হারিয়ে অন্দরান ফুলবাড়ি-১, শালবাড়ি-১ ও ২, এছাড়া বারকোদালি-১ ও ২ গ্রাম পঞ্চায়েত ও একটি জেলা পরিষদ আসন দখল করে বিজেপি। গত লোকসভা নির্বাচনে এই বিধানসভা কেন্দ্রটি জয়লাভ করে বিজেপি। কিন্তু কোচবিহার লোকসভা কেন্দ্রে ঘাসফুল ফোটার পর এই বিধানসভায় সাংগঠনিকভাবে অনেকটাই দুর্বল হয়ে পড়ে পদ্ম শিবির। বিজেপি পরিচালিত অন্দরান ফুলবাড়ি -১ ও বারকোদালি -২ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান পদ্ম শিবির ছেড়ে নাম লেখান ঘাসফুল শিবিরে। সে সময় গোষ্ঠী সংঘর্ষে রক্তাক্ত হয়ে উঠেছিল বক্সিরহাটে বিজেপি কার্যালয়। সংঘর্ষে নাক ফাটে বিধানসভার আহ্বায়কের। সংঘর্ষে জখম হন আরও চারজন।

স্থানীয়রা বলছেন, তখন থেকেই বক্সিরহাট পার্টি অফিসের ঝাঁপ বন্ধ।

এরপর দশের পাতায়

উত্তরবঙ্গের কিছু নির্বাচিত খবরের ভিডিও দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

জোড়া পদত্যাগে সংকট স্কুলে

বিশ্বজিৎ সাহা

মাথাভাঙ্গা, ২৫ জুন : দেড়শো বছরেরও বেশি পুরোনো ঐতিহ্যবাহী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মাথাভাঙ্গা হাইস্কুলে বর্তমানে কার্যত পঠনপাঠন লাটে উঠেছে। স্কুলের টিচার ইনচার্জ (টিআইসি) শ্যামল পাল সম্প্রতি ইস্তফা দিয়েছেন। একইসঙ্গে ইস্তফা দিয়েছেন স্কুল পরিচালন সমিতির সভাপতি বিমান ভট্টাচার্যও। এর ফলে ওই স্কুলটি এখন কার্যত অভিভাবকহীন হয়ে পড়েছে। সহকারী বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) মনোজকুমার মণ্ডল বলেন, ‘বিষয়টি নিয়ে এক অরাজক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। সেপ্টেম্বর ৩ তারিখ থেকে স্কুলের পরীক্ষা শুরু হচ্ছে। এই ঘটনার প্রভাব যেন স্কুলের পঠনপাঠনে না পড়ে সেটা জানিয়ে দিয়েছি।’ তিনি জানান, সভাপতির পদত্যাগপত্রের চিঠি এলে প্রয়োজনে স্কুলে ডিডিও বসিয়ে দেওয়া হবে।

এই আকস্মিক পদত্যাগের কারণ নিয়ে কেউই অবশ্য মুখ খুলছেন না। টিআইসি এবং পরিচালন সমিতির সভাপতির তরফে এখনও পর্যন্ত কোনও লিখিত বক্তব্য মেলেনি। যদিও শিক্ষকমহলে কান পাতলেই শোনা যাচ্ছে, স্কুলের করণিক তথা বড় শোলমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান জয়ন্ত দে’র বেতন সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে একটি জটিলতা তৈরি হয়েছে স্কুলে। সূত্রের খবর, সেই জটিলতার কারণে অস্বস্তিতে পড়ে দুজনেই সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

দীর্ঘদিন ধরে স্কুলের করণিক পদে কর্মরত থাকা জয়ন্ত ২০২৩ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে জয়ী হয়ে মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের বড় শোলমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান পদে বসেছেন। বিজেপি পরিচালিত ওই গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান কেন প্রধানের সাম্মানিক না নিয়ে স্কুল থেকে বেতন তুলছেন তা নিয়ে একাধিকবার স্কুলে ডেপুটেশন দেয় ওই এলাকার তৃণমূল নেতৃত্ব। বিষয়টি নিয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সম্প্রতি মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সচিবের চিঠি এসে পৌঁছায় মাথাভাঙ্গা হাইস্কুলে। এদিকে, বিষয়টি নিয়ে স্কুলের ম্যানেজিং কমিটি কোনও সিদ্ধান্ত না নিয়ে বিষয়টি জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের কাছে পাঠিয়ে দেয়। এই বিতর্কের মাঝে পড়ে পরিস্থিতি এড়াতে তাঁরা ইস্তফা দিতে বাধ্য হয়েছেন বলেই মনে করছেন অনেকে।

এখন প্রশ্ন উঠছে, কে সামলাবে এই ঐতিহ্যবাহী বিদ্যালয়? স্কুলের অন্য শিক্ষকরা বর্তমানে দিশেহারা। প্রশাসনের তরফে এখন পর্যন্ত কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি। ফলে স্কুলের দৈনন্দিন প্রশাসনিক কাজকর্ম এবং পঠনপাঠন দুই-ই ব্যাহত হচ্ছে বলে অভিযোগ।

অভিভাবকদের মধ্যে এই পরিস্থিতি ঘিরে চরম উৎকণ্ঠা ছড়িয়েছে।

এরপর দশের পাতায়

মাথাভাঙ্গা হাইস্কুল
- স্কুলের টিচার ইনচার্জ এবং স্কুল পরিচালন সমিতির সভাপতি একই সঙ্গে ইস্তাফা দিয়েছেন
- আকস্মিক পদত্যাগের কারণ নিয়ে কেউই অবশ্য প্রকাশ্যে মুখ খুলছেন না
- স্কুলটি এখন কার্যত অভিভাবকহীন হয়ে পড়েছে

বর্জ্যের পাহাড়ে বিপ্লব ভুট্টার ব্যাগে

তমালিকা দে

দার্জিলিং, ২৫ জুন : ‘এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাবো আমি, নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার…’, লিখেছিলেন সুকান্ত ভট্টাচার্য। ওঁরা সুকান্ত পড়েননি। কিন্তু পাহাড়ের মাটিকে বাসযোগ্য করে তোলার লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন।

কেউ ১০-এর ঘরে আটকে গিয়েছেন। কেউ আবার দ্বাদশ শ্রেণির গণ্ডি টপকাতে পারেননি। বর্তমান সময়ে শিক্ষাগত যোগ্যতার ক্ষেত্রে যা কোনও মাপকাঠি নয়। কিন্তু ওই যে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, ‘শিক্ষা কেবল পুঁথিগত জ্ঞান অর্জন নয়। বরং এটি মানুষের অন্তর্গত সত্তার জাগরণ…।’ নিজস্ব সত্তার জাগরণ থেকেই ওঁরা নেমে পড়েছেন পরিবেশ বাঁচাতে।

ওঁরা দার্জিলিংয়ের ঘুমের বাসিন্দা পালডন শেরপা, লাকড়া শেরপা, প্রমোদ তামাং, সমীর খাতি এবং দোরজে শেরপা। প্রত্যেকের বয়স ৪০-এর ঘরে। এই পাঁচ তরুণের নয়া জোটই নতুন ভোরের স্বপ্ন দেখাচ্ছে পাহাড়কে। পাহাড়ের পরিবেশ রক্ষায় ভুট্টার দানা থেকে তৈরি করছেন পচনশীল ক্যারিব্যাগ।

উত্তরবঙ্গ সংবাদ স্পেশাল

তাঁদের এমন উদ্যোগ সর্বজনীন গ্রহণযোগ্যতা পেলে দূষণের মাত্রা কমবে, মনে করছে প্রশাসনও। তবে কয়েক মাসের মধ্যে যেভাবে ওঁদের তৈরি ক্যারিব্যাগের চাহিদা বাড়ছে, তাতে দিনবদলের ইঙ্গিত মিলছে।

কিন্তু এত কাজ থাকতে কেন ভুট্টার দানা দিয়ে ক্যারিব্যাগ তৈরির সিদ্ধান্ত? উত্তরে সামনে আসে পাহাড়েও আবর্জনার স্তূপের ছবিটা। অসচেতন পর্যটকদের ভিড়ে দার্জিলিংয়ের বায়ু এখন দূষিত। শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে পাহাড়িয়াদের।

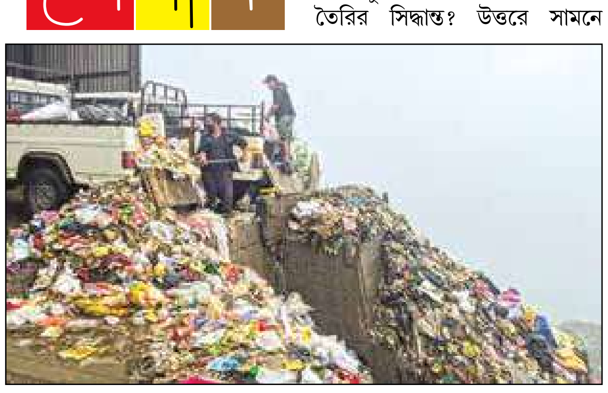

জঞ্জালের স্তূপ দার্জিলিংয়ে। আশা জাগাচ্ছে ভুট্টা থেকে তৈরি নয়া ব্যাগ।

বায়ুতে দূষণের মাত্রা ক্রমশ বাড়তে থাকায় মানসিকভাবে কষ্ট পাচ্ছিলেন ওঁরাও। তাই একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত প্রমোদরা যেখানে আবর্জনা দেখেন, দ্রুততার সঙ্গে তা পরিষ্কার করছিলেন দীর্ঘদিন ধরেই। দার্জিলিংয়ের বিভিন্ন এলাকা থেকে বস্তা বস্তা পলিব্যাগ সংগ্রহ করার মধ্যে দিয়ে ওঁরা ধরতে পারেন গোড়ায় গলদ। পলিব্যাগ ব্যবহার বন্ধ করতে না পারলে যে পরিবেশ রক্ষা সম্ভব নয়, সেই সচেতনতা থেকেই ওঁরা বেছে নেন ভুট্টার দানা। সমীর বলছিলেন, ‘পলিব্যাগের ফলে মাটি দূষণ, ঝোরা, নিকাশির মুখ বুজে যাওয়া, এমনকি ফেলে দেওয়া পলিব্যাগ খেয়ে গবাদিপশু অসুস্থ হওয়ার মতো ঘটনা ঘটতে দেখেছি। কীভাবে এই সমস্যার সমাধান সম্ভব, সেই ভাবনা থেকেই পলিব্যাগের বিকল্প হিসেবে আমাদের এই উদ্যোগ। স্কুল, কলেজ, বিশেষ করে বাজারগুলোতে গিয়ে আমরা এই

এরপর দশের পাতায়

ডুয়ার্সে ফিল্ম সিটি নিয়ে আগ্রহী কাঞ্চন

মালে মন্ত্রী বুলুর সঙ্গে আলাপচারিতা

অভিষেক ঘোষ

মালবাজার, ২৫ জুন : কালিম্পং জেলার লাভায় ছবির শুটিং সেরে ট্রেনে কলকাতা ফেরার আগে বুধবার বিকেলে খানিকটা সময় মাল শহরে এসে কাটালেন অভিনেতা তথা বিধায়ক কাঞ্চন মল্লিক। শহরের সরকারি ট্যুরিস্ট লজে তিনি সাক্ষাৎ করেন স্থানীয় বিধায়ক তথা অনগ্রসর শ্রেণি ও আদিবাসী কল্যাণমন্ত্রী বুলু চিকবড়াইকের সঙ্গে। মন্ত্রী পুষ্পস্তবক দিয়ে অভ্যর্থনা জানান কাঞ্চনকে। দলীয় নেতা-কর্মীদের সেলফির আবদার রক্ষা করতেও দেখা যায় কাঞ্চনকে। এদিন কাঞ্চনের কাছে সাংবাদিকরা ডুয়ার্সে ফিল্ম সিটির প্রসঙ্গ তুললে কাঞ্চনকে এব্যাপারে বিশেষ আগ্রহী দেখায়। এ ব্যাপারে তিনি নিজের মতামতও জানান।

আসছে শীতে বড় পর্দায় মুক্তি পাবে অরিত্র মুখোপাধ্যায় পরিচালিত বাংলা চলচ্চিত্র ভানুপ্রিয়া ভূতের হোটেল। ছবির উল্লেখযোগ্য চরিত্রগুলিতে অভিনয় করেছেন কাঞ্চন মল্লিক, মিমি চক্রবর্তী, স্বস্তিকা দত্ত, মানসী সিনহা, বনি সেনগুপ্ত প্রমুখ। গত কয়েকদিন ছবির একটি অংশের শুটিং হয়েছে লাভায়। মাল শহরে এসে মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার পাশাপাশি এদিন কাঞ্চন মাল শহরের শিবোহম বালাজি মন্দির দর্শন করতে যান। তারপর সন্ধ্যায় নিউ মাল জংশন স্টেশনে কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেসে চেপে কলকাতা রওনা হন।

ডুয়ার্সে শুটিংয়ে এসে কাঞ্চন বলেন, 'প্রচুর পরিবর্তন হয়েছে উত্তরবঙ্গ তথা ডুয়ার্সের পর্যটন মানচিত্রে। পর্যটনের পাশাপাশি চলচ্চিত্র নির্মাণেও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে ডুয়ার্স।' তবে বিভিন্ন সময়ে ডুয়ার্সে ফিল্ম সিটি তৈরির দাবি উঠেছে। এ বিষয়ে কাঞ্চনকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'উত্তরবঙ্গের, বিশেষ করে ডুয়ার্সের প্রকৃতিকে বাঁচিয়ে একটি ফিল্ম সিটি হলে চলচ্চিত্র শিল্পের যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটবে। পাশাপাশি প্রচুর কর্মসংস্থান হবে।' ডুয়ার্সে ফিল্ম সিটি তৈরির প্রসঙ্গ বিধানসভায় তুলবেন বলে জানান কাঞ্চন। তাঁর সংযোজন, চলচ্চিত্র শিল্পের উন্নয়নের জন্য ডুয়ার্সে ফিল্ম সিটি তৈরির দাবি যদি মুখ্যমন্ত্রীর কানে একবার তোলা যায়, তাহলে সেই কাজ নিশ্চিত হবেই। দক্ষিণবঙ্গে বারুইপুরে তৈরি হচ্ছে ফিল্ম সিটি। সেটির অনুকরণে ডুয়ার্সে তৈরি হলে সেটা করতে হবে সম্পূর্ণ পরিবেশবান্ধব পদ্ধতিতে। মুখ্যমন্ত্রীর কাছে দাবিটি পৌঁছে দেওয়ার জন্য মন্ত্রী বুলু চিকবড়াইককে তিনি অনুরোধ করেন। প্রসঙ্গত, কাঞ্চন স্পষ্ট করে জানান, পরিচালক রাজ চক্রবর্তী থেকে শুরু করে জুন মালিয়া সকলেই ডুয়ার্সে ফিল্ম সিটি তৈরির পক্ষে।

সরকারি ট্যুরিস্ট লজে কাঞ্চন মল্লিকের সঙ্গে মন্ত্রী বুলু চিকবড়াইক।

গরুমারার নিরাপত্তায় নতুন ৪টি ড্রোন

লাটাগুড়ি ও মেটেলি, ২৫ জুন : গরুমারার বনে নিরাপত্তা বাড়াতে এবার বেশি সংখ্যায় ড্রোন ব্যবহার করতে চলেছে বন দপ্তর। সেই লক্ষ্যে বুধবার গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগের অন্তত ৫০ জন বনকর্মীকে ড্রোন ওড়ানোর বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয় মূর্তিতে। বর্তমানে গরুমারার নিরাপত্তায় একটি মাত্র ড্রোন রয়েছে। সপ্তাহখানেকের মধ্যে আরও চারটি ড্রোন আনা হবে। সেগুলি পরিচালনার জন্যই এই প্রশিক্ষণ শিবির।

গরুমারায় একশৃঙ্গী গন্ডার পর্যটকদের যেমন আকর্ষণ করে, তেমনি এই গন্ডার চোরাশিকারিদের অন্যতম টার্গেট। তাই এই গন্ডারদের নিরাপত্তার জন্য বন দপ্তর দিনরাত এক করে কাজ করে চলেছে। হেঁটে, কুনকি হাতিদের সাহায্যে গন্ডারদের পাশাপাশি অন্যান্য বন্যপ্রাণীর নিরাপত্তার জন্য নজরদারি চালান বনকর্মীরা। তবে ইদানীং এই নজরদারির জন্য ড্রোন ক্যামেরারও বিশেষ ব্যবহার করছে বন দপ্তর।

এই মুহূর্তে গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগের অধীনে একটি ড্রোনের মাধ্যমে নজরদারি চালানো হয় গোটা জঙ্গলে। কিন্তু তা গরুমারার জঙ্গল ও আয়তন অনুসারে পর্যাপ্ত নয় বলেই মনে করে বন দপ্তর। তাই ড্রোনের সংখ্যা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে তারা।

সেই লক্ষ্যেই এদিন গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগের বিভিন্ন রেঞ্জের ৫০ জন বনকর্মীকে ড্রোন পরিচালনার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগের অধীনে মূর্তি টেন্টে শিবিরটি হয়েছে। গরুমারার এডিএফও রাজীব দে বলেন, 'ড্রোনের মাধ্যমে জঙ্গলে ভালো নজরদারি চালানো যায়। সিদ্ধান্ত হয়েছে, চারটি নতুন ড্রোন গরুমারার জঙ্গলে নজরদারির জন্য কেনা হবে। আগামীতে গরুমারার আটটি রেঞ্জে আলাদা করে ড্রোনও দেওয়া হবে।'

কর্মখালি

শিলিগুড়ি, ঘোষপুকুর শপিংমলে ও ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ির জন্য গার্ড চাই। থাকা ফ্রি, খাওয়া মেসে, বেতন - 12,000/- (PF, ESI) - 9933119446. (C/117207)

•

Teachers required for RSM Public school, Gahmar Ghazipur,(U.P). English Medium for class 10th(Science Math & Music). Good salary+fooding & lodging free. 86044-60736, 96963-01588. (C/116847)

কিডনি চাই

মুমূর্ষু রোগীর জন্য B+ কিডনিদাতা প্রয়োজন, সহৃদয় ব্যক্তি যোগাযোগ করুন। ফোন - 9800729389. (B/S)

•

মুমূর্ষু রোগীর জন্য O+ কিডনি দাতা প্রয়োজন। যোগাযোগ নম্বর : 8972377039.

বিক্রয়

শিলিগুড়িতে নিরঞ্জননগর আম্বেদকর ক্লাবের নিকট 2.6 কাঠা জমি বিক্রয়। দালাল নিষ্প্রয়োজন। (M) 91633-58753. (C/116846)

অ্যাফিডেভিট

Siliguri E.M. Court এর Affidavit বলে DL ভুল থাকায় Prabin Paul বদলে Prabir Paul হইলাম। (C/117210)

•

আমার টাইটেল ডিড নং 6920 & I - 5522 নাম ভুল থাকায় গত 25-06-2025, J.M. 1st Court, সদর, কোচবিহার, অ্যাফিডেভিট বলে আমি Sujit Dey এবং Tapas Chandra Dey এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। হোগলাবাড়ি, পুণ্ডিবাড়ি, কোচবিহার। (C/115986)

•

আমি Subroto Das, পিতা স্বঁসুবোধ চন্দ্র দাস, দক্ষিণ ভারতনগর, ২৪ নং ওয়ার্ড, শিলিগুড়ি। আধার কার্ডে আমার নামের বানান ভুল থাকায় JM 1st Class 4th Court-এ অ্যাফিডেভিট দ্বারা "Subrato Das" ও "Subrata Das" এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। (C/113528)

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৭৪০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৭৮৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৩০০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১০৬০৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১০৬১৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

Innovation and Entrepreneurship Federation of CCS NIAM (IEF of CCS NIAM)
Regd. Office: C/O CCS NIAM, Kota Road, Bambala, Jaipur, Rajasthan
(Agri Business Incubator under RKVY Innovation and Agri-entrepreneurship Programme, Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Government of India)

Call for Applications from Indian Agri Startups & Agri Innovators for Cohort-13 under RKVY–RAFTAAR

IEF of CCS NIAM invites application from Indian Agri startups, Agri innovators and Students having unique agri-business ideas, prototypes and innovations in Agriculture & Allied Sector for its Student Orientation Programme (SOP) grant-in-aid upto ₹4 lakhs, Agripreneurship Orientation Programme (AOP) grant-in-aid upto ₹5 lakhs and Startup Agri Business Incubation Programme (SABIP) grant-in-aid upto ₹25 lakhs. After successful completion of one-month incubation programme, selected startups will be eligible for grant-in-aid support for developing their respective novel agri-business idea/prototype/MVP.

CBC 01375/11/0001/2526

Last date for application: 30th September 2025.
For more details visit: www.niam-nabi.com, E-mail:nabi@ccsniam.ac.in Mob.+9188758 70034/ 9167963551

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
OFFICE OF THE EXECUTIVE OFFICER
SITAI PANCHAYAT SAMITY

E-tender are invited for scheme in different places of **Sitai Panchayat Samity (Fund-15th and Others)** against the Tender Number is **03/EO/SITAI PS/2025-26**. For details please visit **http://wbtenders.gov.in** and **http://etender.wb.nic.in** the last date for submission of tender is 26/06/2025 (upto 11:00 A.M.).

Sd/-
Executive Officer
Sitai Panchayat Samity

Government of West Bengal
E-Tender Notice

E-Tender is hereby invited from the bonafide contractors vide NIT NO DIS/SE/I-TAX/SLG ZONE/2025, dt. 25/06/2025. Last date of submission bids (online) 10/07/2025 upto 06:00 P.M. Others details can be seen from the Notice board of the undersigned in any working days as well as in **http://wbtenders.gov.in**

Sd/-
District Inspector of Schools, SE Siliguri

NOTICE

e-Tender are being invited from eligible and resourceful contractors/ bidders for **NIeT No. 1836/2025-26 & 1837/2025-26** both dated **25-06-2025**, for Repairing and Renovation of Different Primary Schools under Jalpaiguri District.

For details, information will be available in https://wbtenders.gov.in. Date for submission of bids starts from **27-06-2025 at 12:00 PM**. Last date for submission of tender is **11-07-2025 upto 18:00 hrs.** other relevant information will be available in the office of the undersigned during working hours.

Sd/-
Secretary
District Primary School Council
Jalpaiguri

পূর্ব রেলওয়ে

বিজ্ঞপ্তি নম্বর : সিগ_ডব্লু_৫_পলিসি, তারিখ: ২৩.০৬.২০২৫। সিনিয়র ডিভিশনাল সিগন্যাল ও টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, পোঃ ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন- ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন: **ই-টেন্ডার নম্বর : এমএলডিটি_এসএনটি_ ২৫-২৬_২৫_ওটি। কাজের নাম:** মালদা ডিভিসনের মেল লাইনে বরিয়ারপুর (বিইউপি) এবং ধরহরা (ডিআরএইচ)-এর জন্য সিআইবি টিআইবি-র সংস্থান। **টেন্ডার মূল্যমান:** ১,৬০,০৯,১০০ টাকা। **বায়না মূল্য :** ২,৩০,১০০ টাকা। **ই-টেন্ডার জমার তারিখ ও সময় :** ২৬.০৬.২০২৫ থেকে ১৪.০৭.২০২৫ তারিখে সকাল ১১টা পর্যন্ত। **ওয়েবসাইটের বিবরণ এবং নোটিস বোর্ড :** ওয়েবসাইট: **www.ireps.gov.in** নোটিস বোর্ড : সিনিয়র ডিএসটিই অফিস, ডিআরএম বিল্ডিং, মালদা। (MLD-93/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway easternrailwayheadquarter

হাওড়া ডিভিসনে নন-ইন্টারলকিং কাজের জন্য ট্রেন চলাচলে নিয়ন্ত্রণ

ল্যাডার শিফটিং-এর কাজের পরিপ্রেক্ষিতে, হাওড়া ডিভিসনের বর্ধমান-খানা শাখায় খানা স্টেশনে **২২.০৮.২০২৫ তারিখ থেকে ২৫.০৮.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত ০৪ দিনের** প্রি নন-ইন্টারলকিং এবং **২৬.০৮.২০২৫ তারিখ থেকে ২৮.০৮.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত ০৩ দিনের** নন-ইন্টারলকিং কাজ করা হবে। ফলস্বরূপ, ট্রেন চলাচলের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে :-

বাতিল

● **বর্ধমান থেকে :** (১) ৬৩৫০৫ বর্ধমান-আসানসোল এমইএমইউ ও (২) ৬৩৫০৭ বর্ধমান-আসানসোল এমইএমইউ ২৫.০৮.২০২৫, ২৬.০৮.২০২৫ ও ২৭.০৮.২০২৫ তারিখে। (৩) ৬৩৫১১ বর্ধমান-আসানসোল এমইএমইউ ২৬.০৮.২০২৫ তারিখে। (৪) ৬৩৫১৩ বর্ধমান-আসানসোল এমইএমইউ, (৫) ৬৩৫৪৯ বর্ধমান-আসানসোল এমইএমইউ, (৬) ৬৩৫১৭ বর্ধমান-আসানসোল এমইএমইউ, (৭) ৬৩৫২৩ বর্ধমান-আসানসোল এমইএমইউ, (৮) ৬৩৫৮৩ বর্ধমান-রামপুরহাট এমইএমইউ ও (৯) ৬৩০১১ বর্ধমান-রামপুরহাট এমইএমইউ ২৬.০৮.২০২৫ ও ২৭.০৮.২০২৫ তারিখে। ● **আসানসোল থেকে :** (১) ৬৩৫০৬ আসানসোল-বর্ধমান এমইএমইউ ও (২) ৬৩৫০৮ আসানসোল-বর্ধমান এমইএমইউ ২৫.০৮.২০২৫, ২৬.০৮.২০২৫ ও ২৭.০৮.২০২৫ তারিখে। (৩) ৬৩৫১২ আসানসোল-বর্ধমান এমইএমইউ ২৬.০৮.২০২৫ তারিখে। (৪) ৬৩৫১৬ আসানসোল-বর্ধমান এমইএমইউ, (৫) ৬৩৫২২ আসানসোল-বর্ধমান এমইএমইউ, (৬) ৬৩৫২৬ আসানসোল-বর্ধমান এমইএমইউ ও (৭) ৬৩৫২৪ আসানসোল-বর্ধমান এমইএমইউ ২৬.০৮.২০২৫ ও ২৭.০৮.২০২৫ তারিখে। ● **রামপুরহাট থেকে :** (১) ৬৩৫৮৪ রামপুরহাট-বর্ধমান এমইএমইউ ও (২) ৬৩০১২ রামপুরহাট-বর্ধমান এমইএমইউ ২৬.০৮.২০২৫ ও ২৭.০৮.২০২৫ তারিখে।

মেল/এক্সপ্রেস বাতিল

● **আপ ট্রেন :** (১) **১৩৫০৩ বর্ধমান-হাতিয়া এমইএমইউ এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৬.০৮.২০২৫ ও ২৭.০৮.২০২৫)। (২) **১৩১৮৭ শিয়ালদহ-রামপুরহাট মা তারা এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৬.০৮.২০২৫ ও ২৭.০৮.২০২৫)। (৩) **১২৩৩৭ হাওড়া- বোলপুর শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৬.০৮.২০২৫ ও ২৭.০৮.২০২৫)। (৪) **১২৩৪৭ হাওড়া- রামপুরহাট এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৬.০৮.২০২৫ ও ২৭.০৮.২০২৫)। (৫) **১৩০১১ হাওড়া-মালদা টাউন ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৫.০৮.২০২৫, ২৬.০৮.২০২৫ ও ২৭.০৮.২০২৫)। (৬) **২২৩২১ হাওড়া-সিউড়ি হুল এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৬.০৮.২০২৫ ও ২৭.০৮.২০২৫)। (৭) **১২৩৮৩ শিয়ালদহ-আসানসোল ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৬.০৮.২০২৫ ও ২৭.০৮.২০২৫) ও (৮) **১৩১৭৯ শিয়ালদহ- সিউড়ি এমইএমইউ এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৬.০৮.২০২৫ ও ২৭.০৮.২০২৫)।

● **ডাউন ট্রেন :** (১) **১৩৫০৪ হাতিয়া-বর্ধমান এমইএমইউ এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৬.০৮.২০২৫ ও ২৭.০৮.২০২৫)। (২) **১৩১৮৮ রামপুরহাট - শিয়ালদহ মা তারা এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৬.০৮.২০২৫ ও ২৭.০৮.২০২৫)। (৩) **১২৩৩৮ বোলপুর - হাওড়া শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৬.০৮.২০২৫ ও ২৭.০৮.২০২৫)। (৪) **১২৩৪৮ রামপুরহাট - হাওড়া এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৬.০৮.২০২৫ ও ২৭.০৮.২০২৫)। (৫) **১৩০১২ মালদা টাউন - হাওড়া ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৬.০৮.২০২৫, ২৭.০৮.২০২৫ ও ২৮.০৮.২০২৫)। (৬) **২২৩২২ সিউড়ি - হাওড়া হুল এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৬.০৮.২০২৫ ও ২৭.০৮.২০২৫)। (৭) **১২৩৮৪ আসানসোল - শিয়ালদহ ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৬.০৮.২০২৫ ও ২৭.০৮.২০২৫) ও (৮) **১৩১৮০ সিউড়ি - শিয়ালদহ এমইএমইউ এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৬.০৮.২০২৫ ও ২৭.০৮.২০২৫)।

মেল/এক্সপ্রেস ট্রেনের পথ পরিবর্তন

● **আপ ট্রেন :** (১) **১২৩৪৩ শিয়ালদহ-হলদিবাড়ি দার্জিলিং মেল** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৫.০৮.২০২৫, ২৬.০৮.২০২৫ ও ২৭.০৮.২০২৫) ব্যান্ডেল, কাটোয়া, আজিমগঞ্জ, জঙ্গীপুর রোড ও নিউ ফারাক্কা স্টেশনে স্টপেজ সহ পথ পরিবর্তন করে দমদম-নৈহাটি লিংক কেবিন- ব্যান্ডেল-কাটোয়া-আজিমগঞ্জ -নিউ ফারাক্কা হয়ে চলবে। (২) **১৩০১৭ হাওড়া-আজিমগঞ্জ গণদেবতা এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৬.০৮.২০২৫ ও ২৭.০৮.২০২৫) ও (৩) **১৩০২৭ হাওড়া-আজিমগঞ্জ কবিগুরু এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৫.০৮.২০২৫, ২৬.০৮.২০২৫ ও ২৭.০৮.২০২৫) ব্যান্ডেল, অম্বিকা কালনা, নবদ্বীপ ধাম, কাটোয়া, সালার, বাজারসৌ, খাগড়াঘাট রোড ও আজিমগঞ্জ স্টেশনে স্টপেজ সহ পথ পরিবর্তন করে ব্যান্ডেল-কাটোয়া- আজিমগঞ্জ হয়ে চলবে। (৪) **১২৩৭৭ শিয়ালদহ-নিউ আলিপুরদুয়ার পদাতিক এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৫.০৮.২০২৫, ২৬.০৮.২০২৫ ও ২৭.০৮.২০২৫) ও (৫) **১৩১৫৩ শিয়ালদহ-মালদা টাউন গৌড় এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৫.০৮.২০২৫, ২৬.০৮.২০২৫ ও ২৭.০৮.২০২৫) ব্যান্ডেল, নবদ্বীপ ধাম, কাটোয়া, আজিমগঞ্জ, জঙ্গীপুর রোড ও নিউ ফারাক্কা স্টেশনে স্টপেজ সহ পথ পরিবর্তন করে দমদম-নৈহাটি লিংক কেবিন- ব্যান্ডেল-কাটোয়া-আহমদপুর হয়ে চলবে। (৬) **১২৩৪৫ হাওড়া-গুয়াহাটি সরাইঘাট এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৬.০৮.২০২৫ ও ২৭.০৮.২০২৫), (৭) **১৩০১৫ হাওড়া- জামালপুর কবিগুরু এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৬.০৮.২০২৫ ও ২৭.০৮.২০২৫), (৮) **১৩০৫৩ হাওড়া- রাধিকাপুর কুলিক এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৬.০৮.২০২৫ ও ২৭.০৮.২০২৫), (৯) **১৩০৩১ হাওড়া- জয়নগর এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৬.০৮.২০২৫ ও ২৭.০৮.২০২৫), (১০) **১৩১৫৯ কলকাতা-যোগবাণী এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৫.০৮.২০২৫), (১১) **১২৩৬৩ কলকাতা-হলদিবাড়ি ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৬.০৮.২০২৫) ও (১২) **১৩১৬১ কলকাতা-বালুরঘাট তেভাগা এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৬.০৮.২০২৫ ও ২৭.০৮.২০২৫) ব্যান্ডেল, নবদ্বীপ ধাম ও কাটোয়া স্টেশনে স্টপেজ সহ পথ পরিবর্তন করে ব্যান্ডেল-কাটোয়া-আহমদপুর হয়ে চলবে। (১৩) **১৩১৪৭ শিয়ালদহ-বামনহাট উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৬.০৮.২০২৫ ও ২৭.০৮.২০২৫), (১৪) **১৩১৪৯ শিয়ালদহ-আলিপুরদুয়ার কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৬.০৮.২০২৫ ও ২৭.০৮.২০২৫), (১৫) **১৩১৭৫ শিয়ালদহ-শিলচর কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৭.০৮.২০২৫) ও (১৬) **১৩১৭৩ শিয়ালদহ-সাব্রুম কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৬.০৮.২০২৫) ব্যান্ডেল, নবদ্বীপ ধাম ও কাটোয়া স্টেশনে স্টপেজ সহ পথ পরিবর্তন করে দমদম- নৈহাটি লিংক কেবিন- ব্যান্ডেল- কাটোয়া-আহমদপুর হয়ে চলবে।

● **ডাউন ট্রেন :** (১) **১২৩৪৪ হলদিবাড়ি - শিয়ালদহ দার্জিলিং মেল** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৫.০৮.২০২৫, ২৬.০৮.২০২৫ ও ২৭.০৮.২০২৫) আজিমগঞ্জ, কাটোয়া, নবদ্বীপ ধাম ও ব্যান্ডেল স্টেশনে স্টপেজ সহ পথ পরিবর্তন করে আজিমগঞ্জ - কাটোয়া - ব্যান্ডেল - নৈহাটি লিংক কেবিন - দমদম হয়ে চলবে। (২) **১৩০১৮ আজিমগঞ্জ- হাওড়া গণদেবতা এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৬.০৮.২০২৫ ও ২৭.০৮.২০২৫) ও (৩) **১৩০২৮ আজিমগঞ্জ - হাওড়া কবিগুরু এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৬.০৮.২০২৫ ও ২৭.০৮.২০২৫) খাগড়াঘাট রোড, বাজারসৌ, সালার, কাটোয়া, নবদ্বীপ ধাম ও অম্বিকা কালনা স্টেশনে স্টপেজ সহ পথ পরিবর্তন করে আজিমগঞ্জ-কাটোয়া - ব্যান্ডেল হয়ে চলবে। (৪) **১২৩৭৮ নিউ আলিপুরদুয়ার - শিয়ালদহ পদাতিক এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৫.০৮.২০২৫, ২৬.০৮.২০২৫) ও (৫) **১৩১৫৪ মালদা টাউন -শিয়ালদহ গৌড় এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৫.০৮.২০২৫, ২৬.০৮.২০২৫ ও ২৭.০৮.২০২৫) নিউ ফারাক্কা, জঙ্গীপুর রোড, আজিমগঞ্জ, কাটোয়া, নবদ্বীপ ধাম ও ব্যান্ডেল স্টেশনে স্টপেজ সহ পথ পরিবর্তন করে আহমদপুর- কাটোয়া-ব্যান্ডেল-নৈহাটি লিংক কেবিন-দমদম হয়ে চলবে। (৬) **১৩১৪৮ বামনহাট- শিয়ালদহ উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৫.০৮.২০২৫ ও ২৬.০৮.২০২৫), (৭) **১৩১৫০ আলিপুরদুয়ার - শিয়ালদহ কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৫.০৮.২০২৫ ও ২৬.০৮.২০২৫), (৮) **১৩১৭৪ সাব্রুম - শিয়ালদহ কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৬.০৮.২০২৫), (৯) **১২৩৬৪ হলদিবাড়ি -কলকাতা ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৭.০৮.২০২৫), (১০) **১৩১৬২ বালুরঘাট - কলকাতা তেভাগা এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৬.০৮.২০২৫ ও ২৭.০৮.২০২৫) ও (১১) **১৩১৭৬ শিলচর - শিয়ালদহ কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৫.০৮.২০২৫) কাটোয়া, নবদ্বীপ ধাম ও ব্যান্ডেল স্টেশনে স্টপেজ সহ পথ পরিবর্তন করে আহমদপুর-কাটোয়া - ব্যান্ডেল- নৈহাটি লিংক কেবিন - দমদম হয়ে চলবে। (১২) **১২৩৪৬ গুয়াহাটি - হাওড়া সরাইঘাট এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৫.০৮.২০২৫ ও ২৬.০৮.২০২৫), (১৩) **১৩০১৬ জামালপুর -হাওড়া কবিগুরু এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৬.০৮.২০২৫ ও ২৭.০৮.২০২৫), (১৪) **১৩০৫৪ রাধিকাপুর - হাওড়া কুলিক এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৬.০৮.২০২৫ ও ২৭.০৮.২০২৫) ও (১৫) **১৩০৩২ জয়নগর - হাওড়া এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৫.০৮.২০২৫ ও ২৬.০৮.২০২৫) কাটোয়া, নবদ্বীপ ধাম ও ব্যান্ডেল স্টেশনে স্টপেজ সহ পথ পরিবর্তন করে আহমদপুর- কাটোয়া - ব্যান্ডেল হয়ে চলবে।

সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ/সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু

২৬.০৮.২০২৫ ও ২৭.০৮.২০২৫ তারিখে : (১) **৬৩৫১৯ বর্ধমান - বোকারো স্টিল সিটি এমইএমইউ** বর্ধমানের পরিবর্তে আসানসোল থেকে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু করবে এবং বোকারো স্টিল সিটি পর্যন্ত যাবে। (২) **৬৩৫২০ বোকারো স্টিল সিটি-বর্ধমান এমইএমইউ** বর্ধমানের পরিবর্তে আসানসোল-এ সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ করবে।

পুনর্নির্ধারণ

(১) **৬৩০৬৩ বর্ধমান - তিনপাহাড় এমইএমইউ** বর্ধমান থেকে ২৬.০৮.২০২৫ তারিখে ০৬.২০ ঘ.-এর পরিবর্তে ০৭.০০ ঘ.-তে এবং ২৭.০৮.২০২৫ তারিখে ০৬.২০ ঘ.-এর পরিবর্তে ০৭.৪০ ঘ.-তে পুনর্নির্ধারিত হবে। (২) **২২৩০১ হাওড়া - নিউ জলপাইগুড়ি বন্দে ভারত এক্সপ্রেস** হাওড়া থেকে ২৭.০৮.২০২৫ তারিখে ০৫.৫৫ ঘ.-এর পরিবর্তে ০৬.৩০ ঘ.-তে পুনর্নির্ধারিত হবে।

নিয়ন্ত্রণ

(১) **১২৫১৪ শিলচর -চারলাপল্লি সাপ্তাহিক সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২১.০৮.২০২৫) পথিমধ্যে উপযুক্তভাবে ৩০ মিনিটের জন্য নিয়ন্ত্রিত হবে। (২) **১২৫০৮ শিলচর -তিরুবনন্তপুরম সেন্ট্রাল অরোনাই এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২১.০৮.২০২৫) পথিমধ্যে উপযুক্তভাবে ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিটের জন্য নিয়ন্ত্রিত হবে। (৩) **২২৫০৪ ডিব্রুগড়-কন্যাকুমারী বিবেক সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৬.০৮.২০২৫) পথিমধ্যে ১ ঘণ্টা ৫০ মিনিটের জন্য নিয়ন্ত্রিত হবে।

দ্রষ্টব্য : ১৩৪২৭ /১৩৪২৮ হাওড়া - সাহেবগঞ্জ - হাওড়া ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস ২৬.০৮.২০২৫ ও ২৭.০৮.২০২৫ তারিখে ঝাপটের ঢাল এবং রামপুরহাট স্টেশনের মধ্যবর্তী সকল স্টেশনে থামবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : স্পেশাল বা দেরিতে চলা ট্রেন এবং পুনরায় কোনো নতুন চালু করা ট্রেন/পার্সেল ট্রেন/টিওডি, যদি থাকে, ব্লক চলাকালীন যাত্রাপথে উপযুক্তভাবে নিয়ন্ত্রিত হবে/ পথ পরিবর্তন করবে। যাত্রীদের স্টেশনের পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেম অনুসরণ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। অসুবিধার জন্য দুঃখিত।

ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, হাওড়া

পূর্ব রেলওয়ে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

লামডিং ডিভিশনে এস অ্যান্ড টি রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম জোরদার করা

ই-টেন্ডার নং : এসএনটি-১২-এলএমজি-২০২৫-২৬, তারিখ : ২৩-০৬-২০২৫; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। কাজের নাম : লামডিং ডিভিশনে ০২ বছরের জন্য এস অ্যান্ড টি ডিপার্টমেন্টের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ সহ রক্ষণাবেক্ষণে সহায়তা করে এস অ্যান্ড টি রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম জোরদার করা এবং টেকনিক্যাল টিম মোতায়েনের মাধ্যমে নন-সেফটি ক্রিটিক্যাল কার্যক্রম সম্পাদন। টেন্ডার মূল্য : ২২,৫৮,৪৭,৮৬৬.৪৬/- টাকা; বিড সিকিউরিটি : ১২,৭৯,২০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৫:০০ টায় এবং খোলা ০৯-০৭-২০২৫ তারিখে ১৫:৩০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথির সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিএসটিই, লামডিং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

বিজি কোচগুলিকে এআরটি-অল ইকুইপমেন্ট ভ্যান-১০ কোচে রূপান্তর

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: ডিবিডব্লিউএস-এলআইইটি- ১০-২০২৫-২৬, তারিখ: ২০-০৬-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে : কাজের নাম : ১ বছর সময়ের জন্য আরএসপি, এলএইচবি বুক নং. ৭১৯ অফ ২০২৪-২৫ এর বিরুদ্ধে অনুমোদন দেওয়া ডিবিডব্লিউএস-এ বিজি কোচগুলিকে এআরটি-অল ইকুইপমেন্ট ভ্যান-১০ কোচে রূপান্তর। আনুমানিক টেন্ডার মূল্য: ১,২৪,৮৩,২০৭.৫৮ টাকা জিএসটি সহ; বিড সিকিউরিটি : ২,১২,৪০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার ১২-০৭-২০২৫ তারিখের ১২.০০ ঘণ্টায় বন্ধ হবে এবং ১২-০৭-২০২৫ তারিখের ১২.৩০ ঘণ্টায় খোলা হবে। উপরের ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য ও টেন্ডার নথি ১২-০৭-২০২৫ তারিখের ১২.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

চিফ ওয়ার্কশপ ম্যানেজার/ মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপ/ডিব্রুগড়
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

SENIOR MARKETING MANAGER (SPACE & MEDIA SALES)

Uttar Banga Sambad, North Bengal's largest circulated newspaper, is seeking a dynamic and results-driven **Senior Marketing Manager (Space & Media Sales)** to join our team.

Based in **Siliguri**, the successful candidate will be responsible for spearheading advertisement generation across both print and digital platforms throughout the entire North Bengal region. This role requires extensive travel to liaise with prospective clients and advertising agencies. You will also lead and mentor a team of marketing executives.

We are looking for a **go-getter**, a **result-oriented** professional, and a **hard taskmaster** who can consistently achieve targets and drive growth.

In return, we offer an **excellent salary** coupled with an attractive **incentive package**.

Interested candidates are invited to email their detailed resume to **jobs.uttarbanga@gmail.com** by **June 30, 2025.**

ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ অ্যাগ্রিকালচারাল রিসার্চ
কৃষি শিক্ষা বিভাগ
কৃষি অনুসন্ধান ভবন II, পুসা
নিউ দিল্লি-১১০০১২

নেতাজি সুভাষ আইসিএআর আন্তর্জাতিক ফেলোশিপ

ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ অ্যাগ্রিকালচারাল রিসার্চ (আইসিএআর) ভারতীয় তার সাথে বিদেশি অধিবাসী যাঁরা অ্যাগ্রিকালচারে স্নাতকোত্তর করেছেন এবং এর স্বজাতীয় কোনও একটি বিজ্ঞান বিভাগে স্নাতকোত্তর করেছেন তাঁদের নেতাজি সুভাষ আইসিএআর আন্তর্জাতিক ফেলোশিপের (এনএস-আইসিএআর আইএফএস) জন্য আবেদনের আহ্বান জানাচ্ছে। এনএস আইসিএআর আইএফ অ্যাগ্রিকালচারে অথবা এর সঙ্গে সম্পর্কিত স্বজাতীয় বিজ্ঞান বিভাগের চিহ্নিত অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বিষয়ে ডক্টরাল ডিগ্রি ধারণ করতে সাহায্য করে।
(১) ভারতীয় আবেদন প্রার্থীরা বিদেশে চিহ্নিত বৈদেশিক বিশ্ববিদ্যালয়/সংস্থা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে।
(২) বিদেশি আবেদনপ্রার্থীরা আইসিএআর এইউ সিস্টেমের অন্তর্গত ভারতীয় কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়গুলি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবেন।
যার দ্বারা তাঁদের বলিষ্ঠ গবেষণার ক্ষেত্র এবং শিক্ষাদানের ক্ষমতা গড়ে উঠবে। তিন বছরের সময়কালে ত্রিশ (৩০)টি ফেলোশিপ উপলব্ধ থাকবে।
বিস্তারিত নির্দেশিকা, পড়াশোনার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বিষয় এবং আবেদনের নিয়মাবলি আইসিএআর ওয়েবসাইট www.icar.org.in-এ উপলব্ধ রয়েছে। আবেদনপত্রটি ৩১শে জুলাই ২০২৫-এর মধ্যে adg.hrd.application@gmail.com ইমেলের মাধ্যমে এডিজি (এইআরডি)-এর কাছে। "অ্যাপ্লিকেশন ফর এনএসআইএফ : আবেদনকারীর নাম এবং যোগাযোগের নং"- ইমেলের বিষয় বিভাগে উল্লেখ করার পর জমা করতে হবে।
আবেদনপত্রটি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ :- ৩১ শে জুলাই ২০২৫

CBC-01304/11/0001/2526

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে সারাদিন আনন্দে কাটবে। কর্মক্ষেত্রে ভালো খবর পেতে পারেন। বৃষ : শারীরিক অসুস্থতা নিয়ে চিন্তা কাটবে। দূরের কোনও ব্যবসায়ী বন্ধুর সহায়তায় আর্থিক সমস্যা দূর হবে। মিথুন : ব্যবসায়ীদের সারাদিন ভালোমন্দে কেটে যাবে। বকেয়া ঋণ শোধ করার সুযোগ পাবেন। কর্কট : সামাজিক বা ধর্মীয় কাজে অংশ নিয়ে আনন্দে থাকবেন। কর্মপ্রার্থীরা চাকরির সুযোগ পাবেন। সিংহ : স্ত্রীকে মনের কথা বলে স্বস্তি। লটারিতে অর্থপ্রাপ্তির যোগ। বিদ্যার্থীদের শুভ। কন্যা : কাউকে কোনও সহযোগিতা করে প্রশংসিত হবেন। দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগে সুফল পেতে পারেন। তুলা : কর্মক্ষেত্রে মেজাজ হারিয়ে হওয়া কাজ পণ্ড হতে পারে। ব্যবসায় কর্মচারী সমস্যায় জেরবার হতে পারেন। বৃশ্চিক : নতুন বাড়ি কেনার স্বপ্ন সফল হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে উন্নতির সুযোগ কাজে লাগান। ধনু : কোনও আত্মীয়ের উসকানিতে পারিবারিক অশান্তি বাড়বে। টাকাপয়সা খুব সাবধানে রাখুন। মকর : পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে পারিবারিক আলোচনায় সমস্যা মিটবে। বাইরের খাবার এড়িয়ে চলুন। কুম্ভ : বাবা মাকে নিয়ে তীর্থভ্রমণের পরিকল্পনা বাস্তব হবে। কর্মক্ষেত্রে কাজের চাপ একটু বাড়বে। মীন : বুদ্ধির জোরে শেয়ার বাজার থেকে ভালো আয় করতে সক্ষম হবেন। বাবার পরামর্শে ব্যবসায় উন্নতি।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১১ আষাঢ়, ১৪৩২, ভাঃ ৫ আষাঢ়, ২৬ জুন ২০২৫, ১১ আহার, সংবৎ ১ আষাঢ় সুদি, ২৯ জেলহজ্জ। সূঃ উঃ ৪।৫৭, অঃ ৬।২৪। বৃহস্পতিবার, প্রতিপদ দিবা ২।৪১। আর্দ্রানক্ষত্র দিবা ১০।২৫। ধ্রুবযোগ রাত্রি ২।২০। ববকরণ দিবা ২।৪১ গতে বালবকরণ রাত্রি ২।০ গতে কৌলবকরণ। জন্মে- মিথুনরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী রাহুর দশা, দিবা ১০। ২৫ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা, রাত্রি ৩।৫৫ গতে কর্কটরাশি বিপ্রবর্ণ। মৃতে- দোষ নাই, দিবা ১০।২৫ গতে দ্বিপাদদোষ, দিবা ২।৪১ গতে ত্রিপাদদোষ। যোগিনী- পূর্বে দিবা ২।৪১ গতে উত্তরে। কালবেলাদি ৩।২ গতে ৬।২৪ মধ্যে। কালরাত্রি ১১।৪০ গতে ১২।৫৯ মধ্যে। যাত্রা-নাই, দিবা ১০।২৫ গতে যাত্রা শুভ দক্ষিণে নিষেধ, দিবা ১১।৫ গতে পূর্বে উত্তরেও নিষেধ, দিবা ২।৪১ গতে মাত্র দক্ষিণে নিষেধ। শুভকর্ম- দিবা ১০।২৫ গতে ৩।২ মধ্যে পঞ্চামৃত সাধভক্ষণ নামকরণ নিষ্ক্রমণ নববস্ত্রপরিধান নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ দেবতাগঠন ক্রয়বাণিজ্য পুণ্যাহ গ্রহপূজা শান্তিস্বস্ত্যয়ন ধান্যস্থাপন ভূমিক্রয়বিক্রয় কারখানারম্ভ বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন, দিবা ১০।২৫ মধ্যে ধান্যচ্ছেদন, দিবা ৩।২ মধ্যে পুংসবন সীমন্তোন্নয়ন, রাত্রি ২।২০ মধ্যে গর্ভাধান। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- প্রতিপদের একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন এবং দ্বিতীয়ার সপিণ্ডন। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৫।৫৬ মধ্যে ও ৯।২৩ গতে ১১।১৬ মধ্যে। অমৃতযোগ- দিবা ৩।৪২ গতে ৬।২৪ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৪ গতে ৯।১ মধ্যে ও ১২।৪ গতে ২।১২ মধ্যে ও ৩।৩৭ গতে ৪।৫৭ মধ্যে।

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সতর্কীকরণ : উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

মন্ত্রীর কথায় বিস্ময়

‘রাজ্য গ্রন্থাগার’-এর মর্যাদার অপেক্ষায় কোচবিহার

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ২৫ জুন : কোচবিহারের সাগরদিঘির দক্ষিণ-পূর্ব কোণে রয়েছে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগার। রাজ আমলের ইতিহাসবিজড়িত এই গ্রন্থাগারের নামে ‘রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগার’ কথাটি থাকলেও আজ পর্যন্ত রাজ্য গ্রন্থাগারের মর্যাদা দেওয়া হয়নি। সরকারি নথিতে সেটা ‘জেলা গ্রন্থাগার’ হিসেবেই রয়ে গিয়েছে। গ্রন্থাগারটিকে রাজ্যস্তরের গ্রন্থাগার করার দাবি দীর্ঘদিনের। অথচ বুধবার কোচবিহারে এসে বিস্ময়কর কথা বললেন রাজ্য গ্রন্থাগারমন্ত্রী সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী। তাঁর দাবি, ‘এ নিয়ে কোনও আমলা, মন্ত্রী, বিধায়ক আজ পর্যন্ত ডেপুটেশন আকারে দাবি জানাননি, বিধানসভাতেও তোলেননি, মুখ্যমন্ত্রীকেও জানাননি। ফলে এটা কি খালি আমার দোষ হবে? আমি ডিএম, জেলা পরিষদকে বলছি আপনারা এই নিয়ে আমাকে অফিশিয়ালি জানান। সবাই দাবি জানালে তবেই তো হবে।’

আর মন্ত্রীর এই কথা নিয়ে বিভিন্ন মহলে গুঞ্জন শুরু হয়েছে। প্রশ্ন উঠেছে, কোচবিহারের এই গ্রন্থাগারটির সঙ্গে রাজ আমলের সম্পর্ক জড়িত। রাজ আমলের প্রচুর নথিপত্র ও হাজার হাজার বই এখানে রয়েছে। গ্রন্থাগারটির গুরুত্ব কতটা, তা দপ্তরের জানার কথা এবং রাজ্য গ্রন্থাগারের মর্যাদা তাদের নিজে থেকেই দেওয়ার কথা। তাছাড়া স্থানীয় দাবিও দীর্ঘদিনের। তারপরেও গ্রন্থাগারমন্ত্রীর দাবি না ওঠার মন্তব্য বিস্ময়কর বলেই বক্তব্য নানা মহলের।

বিষয়টি নিয়ে কোচবিহারের বিশিষ্ট আইনজীবী শিবেন্দ্রনাথ রায় বলেন, ‘তাহলে মন্ত্রী কি খোঁজখবর রাখেন? তাঁর দপ্তরেরই তো গ্রন্থাগার এটা। তাঁরই তো খোঁজ রাখা উচিত-এখানে কী কী বই ও নথিপত্র রয়েছে, এর গুরুত্ব কতটা। সেই হিসাবেই তো ঠিক হবে এটা জেলা না রাজ্য গ্রন্থাগারের মর্যাদা পাবে। সেটাতো মন্ত্রীরই জানার কথা। অন্য কাউকে বলতে হবে কেন? তাহলে তিনি মন্ত্রী কী করতে হয়েছেন?’

বুধবার কোচবিহার জেলা শাসকের দপ্তরে গ্রন্থাগার ও জনশিক্ষা দপ্তরের প্রতিনিধিদের নিয়ে রিভিউ বৈঠক করেন গ্রন্থাগারমন্ত্রী। বৈঠকে কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কালিম্পং, দার্জিলিং, শিলিগুড়ির প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। ছিলেন গ্রন্থাগার ও জনশিক্ষা দপ্তরের রাজ্য মুখ্যসচিব রাজেশ কুমার, গ্রন্থাগার দপ্তরের ডিরেক্টর দীপঙ্কর সিনহা, মাস এডুকেশনের ডিরেক্টর ভুপালি রায়, কোচবিহার জেলা পরিষদের সভাধিপতি সুমিতা বর্মন, জেলা শাসক অরবিন্দকুমার মিনা প্রমুখ। মন্ত্রী বলেন, ‘আমপান ও করোনার সময় রাজ্যে আমাদের প্রায় ৫০ লক্ষ বই নষ্ট হয়েছে। এছাড়া রাজ্যের গ্রন্থাগারগুলিতে থাকা দুষ্প্রাপ্য বইগুলিকে আমরা ডিজিটালাইজড করতে চাই। যে গ্রন্থাগারগুলি সংস্কার করা প্রয়োজন সেগুলির তালিকা পেলে আমরা করব।’ পাশাপাশি গ্রন্থাগারগুলিতে কর্মীসংকটের কথা ও বেশকিছু লাইব্রেরিতে বিদ্যুতের সমস্যা, জমির সমস্যার কথা তিনি স্বীকার করে নেন। কর্মীসংকট মেটাতে কিছু কনট্রাক্টচুয়াল কর্মী নিয়োগের কথা তিনি বলেন। কোচবিহারের গ্রন্থাগার নিয়ে মন্ত্রী বলেন, ‘আমরা কিছু করব বলেই তো এখানে আজকে রিভিউ মিটিং করছি।’

বৈঠকের পর মুখ্যসচিব রাজেশ কুমার সহ কলকাতা থেকে আসা দপ্তরের বিভিন্ন আধিকারিক ও জেলা শাসক অরবিন্দকুমার মিনা উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগার পরিদর্শন করেন।

এদিকে, রাজ্য গ্রন্থাগারের মর্যাদার দাবি নিয়ে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের প্রাক্তন মন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ বলেন, ‘২০১২ সালে বিধায়ক থাকাকালীন তৎকালীন গ্রন্থাগারমন্ত্রীর কাছে আমরা লিখিতভাবে এই দাবি জানিয়েছিলাম। বর্তমান গ্রন্থাগারমন্ত্রীকেও মৌখিকভাবে এই দাবি জানিয়েছি।’ প্রাক্তন সাংসদ তথা লোকাল লাইব্রেরি অথরিটির সদস্য পার্থপ্রতিম রায়ের মন্তব্য, ‘সাংসদ থাকাকালীন তৎকালীন মন্ত্রীকে বিষয়টি জানিয়েছি। বর্তমান মন্ত্রীকেও মৌখিকভাবে জানিয়েছি। এছাড়া লোকাল লাইব্রেরির তরফেও লিখিতভাবে বিষয়টি দপ্তরকে একাধিকবার জানিয়েছি।’ স্থানীয় বিধায়ক নিখিলরঞ্জন দে বলছেন, ‘গ্রন্থাগারটির উন্নয়নের জন্য বিধানসভায় লিখিত আকারে আমি প্রস্তাব জানিয়েছি।’

জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক শিবনাথ দে বলেন, ‘রাজ্য গ্রন্থাগারের দাবি জানিয়ে আমরা ডিপার্টমেন্টের কাছে প্রস্তাব পাঠিয়েছি।’

প্রশ্ন যেখানে

- রাজ আমলের প্রচুর নথিপত্র ও হাজার হাজার বই এখানে রয়েছে
- গ্রন্থাগারটির গুরুত্ব কতটা, তা দপ্তরের জানার কথা এবং রাজ্য গ্রন্থাগারের মর্যাদা তাদের নিজে থেকেই দেওয়ার কথা
- তাছাড়া স্থানীয় দাবিও দীর্ঘদিনের
- তারপরেও গ্রন্থাগারমন্ত্রীর দাবি না ওঠার মন্তব্য বিস্ময়কর বলেই বক্তব্য নানা মহলের

সালিশি সভায় বৃদ্ধকে নিয়ে ফতোয়া

আলিপুরদুয়ার, ২৫ জুন : গারোভিটা গ্রামে কালাজাদু করার ‘অভিযোগ’ তুলে এক বৃদ্ধকে গ্রামছাড়া করার অভিযোগ উঠেছে। গত রবিবার রাতের সেই ঘটনার পর সংবাদমাধ্যমে লাগাতার খবর হওয়ার পরেও শীতঘুমে প্রশাসন, থোড়াই কেয়ার গ্রামের বাসিন্দাদের। গারোভিটার সেই গ্রামে এবার বসল সালিশি সভা। মঙ্গলবার রাতের সেই সালিশি সভায় মোড়লদের চাপে সেই বৃদ্ধের বাড়ির লোকজন মেনে নিলেন, তাঁকে আর বাড়িতে ফেরাবেন না।

সেই গ্রামের একদম গা ঘেঁষেই তো আলিপুরদুয়ার জেলা সদর। জেলার আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ, প্রশাসনের কেন্দ্র। সেই জেলা সদর থেকে মাত্র ৪ কিমি দূরত্বে এমন ঘটনা ঘটে গেলেও পুলিশের কোনও মাথাব্যথা নেই। সালিশি সভার কথা জানাজানি হওয়ার পরেও পুলিশের তরফে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বুধবার সন্ধে পর্যন্ত। ‘কালাজাদু’ করার অভিযোগ উঠেছে ওই গ্রামেরই এক বৃদ্ধের বিরুদ্ধে। বর্তমানে তিনি প্রাণের ভয়ে জেলাছাড়া।

এভাবে সালিশি সভার আয়োজন করা কি আইনত বৈধ? এব্যাপারে পুলিশের মুখে কুলুপ। আর এই রকম ঘটনা কানে আসেনি বলে জানালেন আলিপুরদুয়ার-১’এর বিডিও জয়ন্ত রায়। তাঁর কথায়, ‘ওই গ্রামে যে এরকম কিছু ঘটেছে, সেটা আমার জানা নেই। কেউ জানায়নি। বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখা হবে।’

রাত অবধি বিক্ষোভ প্রদর্শন চলছে। দেওয়ানগঞ্জ ধানহাটিতে। বুধবার। - সংবাদচিত্র

খোলা বাজারেও ধলতা, বিক্ষোভ কৃষকদের

অমিতকুমার রায়

হলদিবাড়ি, ২৫ জুন : বোরো ধান কেনার ক্ষেত্রে কারচুপি এবং অনিয়মের অভিযোগ তুলে ধান বিক্রি বন্ধ করে দিলেন কৃষকরা। বুধবার হলদিবাড়ি ব্লকের দেওয়ানগঞ্জ বাজারে পাইকারদের ঘিরে বিক্ষোভ দেখান তাঁরা। খবর পেয়ে রাতে দেওয়ানগঞ্জ বাজারে পৌঁছান হলদিবাড়ির বিডিও রেনজি লামো শেরপা, আইসি কাশ্যপ রাই প্রমুখ। তাঁদের মধ্যস্থতাতেও পরিস্থিতি বদলায়নি। কৃষককের বিক্ষোভের জেরে এদিন কোনও সিদ্ধান্তে আসতে পারেননি। শুক্রবার বিডিও অফিসে বৈঠক করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তারপর রবিবার থেকে ধান বিক্রি শুরু হবে।

ইতিমধ্যে জমি থেকে বোরো ধান উঠতে শুরু করেছে। কিন্তু এখনও সরকারি সহায়কমূল্যে ধান কেনা শুরু হয়নি। ফলে ফাঁকা পড়ে রয়েছে ব্লকের ধান ক্রয়কেন্দ্র। কিন্তু কৃষকরা তো আর বসে থাকতে পারেন না। কবে সরকার ধান কেনা শুরু করবে! এই পরিস্থিতিতে টাকার জন্য বিভিন্ন হাট, বাজারে ধানের ‘অভাবী’ বিক্রি শুরু করেছেন কৃষকরা। অর্থাৎ কম দামে খোলা বাজারে ধান বিক্রি করছেন তাঁরা।

ধান বিক্রি করতে আসা কৃষকদের অভিযোগ, সহায়কমূল্যে ধান বিক্রির মতো ধানের অভাবী বিক্রিতেও ধলতা কাটা হচ্ছে। কুইন্টাল প্রতি ধান থেকে দুই থেকে তিন কেজি ধান বাদ দেওয়া হচ্ছে। এতে কৃষকরা ক্ষতির মুখে পড়ছেন। এই অভিযোগে এদিন ক্ষুব্ধ কৃষকরা ধান বিক্রি বন্ধ রাখেন। এবং পাইকারদের ঘিরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। আরেক কৃষক জাহিদুল হক বলেন, ‘বোরো ধান বিক্রির ক্ষেত্রে কুইন্টাল প্রতি তিন কেজি করে ধলতা বাদ দেওয়া হচ্ছে। ভালো ধানের ক্ষেত্রেও একই কাজ করা হচ্ছে।’ ধানের পাইকাররা যদিও এই অভিযোগ মানতে চাননি। তাঁদের মধ্যে একজন আলিউল ইসলাম সরকারের সাফাই, ‘পাথর, ধুলোযুক্ত অপরিষ্কার এবং ভেজা ধানের ক্ষেত্রে কুইন্টাল প্রতি দুই কেজি করে ধলতা বাদ দেওয়া হচ্ছে। কারণ মিলে বিক্রি করার সময় একই কারণে ওই ধানটা বাদ দিয়ে দেওয়া হয়।’

কৃষক নেতা আব্দুস সাত্তার সরকারও খোলা বাজারে ধলতা বাদ দেওয়ার বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন। তাঁর কথায়, ‘কৃষকরা কিছুতেই ধলতা দেবেন না। ধলতা দেওয়া মানেই হল ধানের মূল ওজন থেকে অনেকটা পরিমাণ ধানের ওজন বাদ দেওয়া।’

মেয়ে জন্মানোয় অনন্য আয়োজন

দিনহাটা, ২৫ জুন : কন্যাসন্তানকে নিয়ে যে ধারণা বদলেছে, তার এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন ওকরাবাড়ির বাসিন্দা জাহাঙ্গির আলম ও তাঁর পরিবার। বুধবার দিনহাটা মহকুমা হাসপাতাল থেকে ছুটি পাওয়ার পর নবজাত কন্যা ও স্ত্রীকে ফুল-বেলুন দিয়ে সাজানো গাড়িতে নিয়ে বাড়ি ফিরলেন জাহাঙ্গির।

সাধারণত ছেলে সন্তান জন্মের সময় এমন আড়ম্বর দেখা যায়। তবে কন্যাসন্তানকে ঘিরে এই রকম উদযাপন নজর কেড়েছে সকলের। গাড়িতে ফুল, বেলুন ও রঙিন কাপড়ে সাজিয়ে সদ্যোজাত কন্যাকে স্বাগত জানানো হয়। রাস্তায় দাঁড়িয়ে অনেকেই এই দৃশ্যের প্রশংসা করেন। পরিবারের সদস্যদের কথায়, কন্যাসন্তান তাঁদের কাছে আশীর্বাদ। সমাজে ইতিবাচক বার্তা দিতেই তাঁরা এই উদ্যোগ নেন। জাহাঙ্গির বলেন, ‘আমার মেয়েও ঠিক ততটাই গর্বের, যতটা একটি ছেলে সন্তান।’

এবিষয়ে দিনহাটা মহকুমা হাসপাতাল সুপার রণজিৎ মণ্ডলের মন্তব্য, ‘এধরনের উদ্যোগ কন্যাসন্তানকে ঘিরে সমাজে ইতিবাচক মনোভাব তৈরিতে সাহায্য করবে।’ দিনহাটার বাসিন্দা মিঠুন বর্মনও। তিনি বলেন, ‘ওই পরিবার যে উদ্যোগ নিয়েছে, তা প্রশংসনীয়। সচরাচর এধরনের চিত্র দেখা যায় না।’

চিকিৎসা করাতে গিয়ে ভোগান্তি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে

প্রসেনজিৎ সাহা

দিনহাটা, ২৫ জুন : রোদ-বৃষ্টি মাথায় নিয়ে দিনহাটা-২ ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের বহির্বিভাগের টিকিট কাটতে হয় সেখানে চিকিৎসা করাতে আসা মানুষদের। কেননা টিকিট কাটার ও ওষুধ নেওয়ার জন্য যে ঘর রয়েছে তার সামনে থাকা টিনের শেডটা এতটাই ছোট যে, রোগীদের যখন লম্বা লাইন পড়ে তখন শেডটি কোনও কাজেই আসে না। এমনকি বৃষ্টি নামলেও ভিজে ভিজেই লাইনে দাঁড়িয়ে টিকিট কাটতে হয়। তবে শুধু বহির্বিভাগের টিকিট কাউন্টারেই যে এরকম অব্যবস্থা তা নয়। বরং রোগী ও তাঁদের বসার জন্য একটি ঘরের অবস্থাও একেবারে খারাপ। ওই ঘরটির মাথার ওপরে থাকা টিনের একাংশ ভাঙা রয়েছে। এর ফলে বৃষ্টির সময়ে সেখানে বসে থাকাও দায় রোগীদের ক্ষেত্রে।

এই অবস্থায় ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের বেহাল দশা নিয়ে ক্ষোভ দেখা গিয়েছে রোগী এবং তাঁদের পরিজনদের মধ্যে। ষাটোর্ধ্ব যতীন রায়ের কথায়, ‘টিকিট কাটতে গেলে লম্বা লাইন পেরিয়ে তবেই সুযোগ মেলে। কিন্তু মাথার ওপর শেড না থাকায় এই প্রখর রোদ মাথায় নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থেকে টিকিট মেলে। এমনকি ওষুধ নিতে গিয়েও একই সমস্যা।’ এবিষয়ে ওই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত বিএমওএইচ শান্তনীল দত্তকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি জানান, বহির্বিভাগের টিকিট কাউন্টারে শেডের বিষয়ে ইতিমধ্যে বিডিও-র সঙ্গে কথা হয়েছে। তাঁর আশা খুব শীঘ্রই এই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

দিনহাটা-২ ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র

তবে বিএমওএইচ-এর এই আশ্বাসের পরেও আশ্বস্ত হতে পারছেন না স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আসা রোগী এবং তাঁদের পরিজনেরা। দিনহাটা-২ ব্লকের এই গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ওপর সাহেবগঞ্জ, চৌধুরীহাট, কালমাটি, কিশামত দশগ্রামের একটা অংশ পুরোপুরি নির্ভরশীল। যার জেরে এখানে সবসময় রোগীদের ভিড় লেগেই রয়েছে। এছাড়াও এখানে অন্তর্বিভাগের পাশাপাশি প্রতিদিন বহির্বিভাগেও চিকিৎসকরা রোগী দেখেন। সীমান্তবর্তী কালমাটি, সাহেবগঞ্জ, চৌধুরীহাটের মানুষের কাছে দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালের চেয়ে এই ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি তুলনায় কাছে হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই বহির্বিভাগে প্রতিদিন রোগীদের লম্বা লাইন লেগেই রয়েছে। আর সেখানেই এরকম সমস্যা হওয়ায় রীতিমতো নাজেহাল সকলে।

স্থানীয় বাসিন্দা রমেন বর্মন বলেন, ‘রোদ তো আছেই কখনো-কখনো বৃষ্টি মাথায় নিয়েও লাইনে দাঁড়াতে হয়। তাই টিকিট কাউন্টারের বাইরে শেড হলে ভালো হয়।’ আরেক বাসিন্দা সাজিদা বিবি জানান, বসার ঘরের অবস্থাও বেশ কয়েকবছর ধরে যথেষ্ট শোচনীয়। তাঁর কথায়, ‘এই সমস্ত বিষয়ে প্রশাসন কেন কোনও পদক্ষেপ করছে না, সেটাই বুঝতে পারছি না।’

রাস্তার মাঝে গর্তে আশঙ্কা

কৌশিক বর্মন

পুণ্ডিবাড়ি, ২৫ জুন : রাস্তার মাঝে হঠাৎ যেন মৃত্যুকূপ। গ্রামের চলাচলের একমাত্র পাকা রাস্তার মাঝেই তৈরি হয়েছে বিশালাকার একটি গর্ত। কোচবিহার-২ ব্লকের খাপাইডাঙ্গা চাউডাঙ্গায় এমনই ছবি দেখা গেল। স্থানীয়দের আশঙ্কা, গর্তটির জন্য যে কোনও মুহূর্তে বড়সড়ো দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

গত এক সপ্তাহে দুটি দুর্ঘটনা ঘটেছে। রাস্তার বেহাল দশার জন্য প্রায় মাসখানেক আগে রাস্তার মাঝে একটি হিউমপাইপ ভেঙে গর্ত তৈরি হয়েছিল। যত দিন যাচ্ছে ততই ওই গর্তের আকার বাড়ছে। যদিও এবিষয়ে খাপাইডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান হলধর সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, ‘রাস্তার গর্তের বিষয়টি আমাদের নজরে এসেছে। সেখানে একটি হিউমপাইপ ভাঙার ফলেই রাস্তায় গর্ত তৈরি হয়েছে। শীঘ্রই এটি সংস্কারের কাজ করা হবে।’

খাপাইডাঙ্গা থেকে চাউডাঙ্গা পর্যন্ত এই রাস্তাটি আনুমানিক পাঁচ কিমি দীর্ঘ। ওই রাস্তা দিয়ে খাপাইডাঙ্গার সাধারণ মানুষ তো বটেই সেইসঙ্গে পার্শ্ববর্তী তুফানগঞ্জ, ডাউয়াগুড়ি সহ বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষ ওই রাস্তার উপর নির্ভরশীল। এলাকার স্থানীয় বাসিন্দা প্রদীপ রায়ের কথায়, ‘বছর দেড়েক আগে রাস্তাটি নির্মাণ করা হয়েছে। কিছুদিন পর থেকেই সেটির বেহাল দশা চোখে পড়ে। তবে এখন ওই রাস্তার মাঝে একটি বিশালাকার গর্তের সৃষ্টি হয়েছে। বিশেষ করে রাতের অন্ধকারে গর্ত বুঝতে না পেরে প্রায়শই দুর্ঘটনা ঘটছে।’

ICFAI UNIVERSITY TRIPURA
Approved under section 2(f) of the UGC Act 1956
NAAC ACCREDITED

MERIT SCHOLARSHIP upto 2.8 Lakh
APPLY NOW & WRITE YOUR OWN STORY
ICFAI University Tripura offers study abroad program opportunities with reputed universities in the USA.

PROGRAMS OFFERED

B.Tech in Civil Engineering: Specialization - • Remote Sensing & GIS • Urban Planning & Smart City • Smart Construction & Project Management
Electrical Engineering: Specialization - • Electric and Hybrid Vehicles • Smart Grid Technology • AI and Machine Learning
M.Tech in Computer Science Engineering: Specialization - • Blockchain • Cyber Security
B.Sc. in Mathematics: Specialization - • Mathematics for AI • Data Exploration with Python • Algebra of Cryptography
M.Sc. in Mathematics: Specialization - • Mathematics for AI • Computational programming • Decision Algorithm
Computer Application: • BCA • Int. MCA • MCA
Liberal Arts: • B.A. English (Hons.) • B.A (Pass) • B.A/B.Sc. Psychology (Hons.) • MA English • M.A/M.Sc. Psychology
Allied Health Science: • B.Sc. in Emergency Medical Technology • B.Sc. in Cardiac Care Tech. • B.Sc. in Dialysis Therapy Technology • Bachelor in Health Information Management • B.Sc. Medical Lab Technology(BMLT) (Regular/Lateral Entry) • M.Sc. Medical Lab Technology(MMLT)
B.Tech in Computer Science & Engineering: Specialization - • AI and Machine Learning • Cloud Computing and Virtualization • Quantum Computing
B.Tech in Mechanical Engineering: Specialization - • Robotics and Automation • 3D Printing & Smart Manufacturing • Nuclear Power Engineering
B.A (Pass)
B.Sc. in Chemistry: Specialization - • Organic Chemistry • Inorganic Chemistry • Physical Chemistry • Polymer Chemistry
M.Sc. in Chemistry: Specialization - • Supramolecular Chemistry • Nano-Chemistry • Medicinal Chemistry
Law: • BA-LLB (Hons.) • BBA-LLB (Hons.) • LL.B (3 Years) • LL.M (2 Years)
Special Education: • D.Ed.Spl. Ed. (ID) • B.Ed Spl. Ed. (ID) • M.Ed Spl. Ed. (ID) • Int. B.A. B.Ed. Spl. Ed. (ID) • Int. B.Com. B.Ed. Spl. Ed. (ID) • Int. B.Sc. B.Ed. Spl. Ed. (ID) • Integrated B.A. B.Ed. Spl. Ed. (Visually Impaired)
B.Tech in Electronics & Communication Eng.: Specialization - • Internet of Things (IoT) & Smart Digital Systems • VLSI & Embedded Systems • AI and Machine Learning
M.Tech in Civil Engineering: Specialization - • Structural Engineering • Water Resource Engineering
B.Sc. in Data Science & AI
B.Sc. in Physics: Specialization - • Nuclear Physics • Astrophysics • ML and AI
M.Sc. in Physics: Specialization - • Nuclear Physics • Astrophysics and Cosmology • High Energy Physics
Management & Commerce: • BBA • B.Com (Hons.) • B.A./B.Sc. Economics with Data Science (Hons.) • MBA • M.Com • MA./M.Sc. Economics with Data Science • Master in Hospital Administration (MHA)
Education: • B.Ed • MA Education • M.Ed
Nursing: • GNM
Clinical Psychology: • M.Phil in Clinical Psychology
Physical Education: • D.P.Ed • B.P.Ed • B.P.E.S • M.P.E.S • PGDYT(PG Diploma in Yoga Therapy)

Siliguri Office : Opp. Anjali Jewellers Ramkrishna Road, Beside Sarada Moni School P.O. & P.S. Siliguri. Ashrampara. Pin - 734001 Ph: 9933377454
University Campus : Kamalghat, Agartala - 799210 Tripura (West) Ph: 7005754371, 9612640619, 8415952506, 9366831035, 8798218069
APPLY ONLINE iutripura.in
6909879797, Toll Free No. 18003453673, iutripura

চাষিদের থেকে পাট কিনবে জেসিআই

জাকির হোসেন

ফেশ্যাবাড়ি, ২৫ জুন : উত্তরের সব জেলা থেকে পাট কিনবে জুট কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া (জেসিআই)। সরকারি ক্রয়কেন্দ্রে গিয়ে চাষিরা সরকার নির্ধারিত সহায়কমূল্যে পাট বিক্রি করতে পারবেন। বুধবার কোচবিহার ডিভিশনের রিজিওনাল ম্যানেজার আদিত্যশংকর অধিকারী বলেন, ‘১ জুলাই থেকে আমাদের ৪টি ক্রয়কেন্দ্রে পাট কেনা হবে। চাষিরা সেখানে গিয়ে সহায়কমূল্যে পাট বিক্রি করতে পারবেন। পাট বিক্রি করে চাষিরা যে টাকা পাবেন তা সরাসরি তাঁদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ঢুকবে।’ কৃষকরত্ন পুরস্কারপ্রাপ্ত পাটচাষি মথুরচন্দ্র বিশ্বাসের কথায়, ‘সব জায়গা থেকে সহায়কমূল্যে পাট কেনা হলে প্রান্তিক কৃষকরা আর্থিকভাবে উপকৃত হবেন।’

কোচবিহারে বছরে গড়ে ১.৭১৩ লক্ষ মেট্রিক টন পাট উৎপাদন হয়। চলতি মরশুমে প্রায় ৩৬ হাজার হেক্টর জমিতে পাট চাষ হয়েছে। সেই পাট কাটা শুরু হয়েছে। চাষিদের অভিযোগ, প্রতি বছর খোলা বাজারে পাটের দরে মন্দা দেখা যায়। ফলে চাষিদের লোকসান হয়। তবে এবার সরকারি সহায়কমূল্যে পাট বিক্রি করা যাবে জেনে চাষিরা খুশি হয়েছেন।

কোচবিহার ডিভিশনের মাথাভাঙ্গা, ভেটাগুড়ি ও দিনহাটা ও আলিপুরদুয়ারের কামাখ্যাগুড়ি থেকে পাট কিনবে জেসিআই। গত বছর একজন চাষি একদিনে সর্বোচ্চ ৩৫ কুইন্টাল ও বছরে ৭০ কুইন্টাল পাট বিক্রি করতে পারতেন। তবে চলতি মরশুমে চাষিরা একদিনে কতটা পাট বিক্রি করতে পারবেন সেবিষয়ে এখনও জেসিআই-এর তরফে নির্দেশিকা না আসায় দপ্তরের কর্তারা কিছু স্পষ্ট করে বলতে পারেননি।

কীভাবে নির্ধারণ করা হবে পাটের মূল্য? সেবিষয়ে সংস্থার কর্তারা জানান, পাটের গুণমানের ওপর নির্ভর করে পাঁচটি স্তরে দর ঠিক করা হয়েছে। সেই মতো ৬৩৫০, ৬১৫০, ৫৬৫০, ৫১২৫ ও ৪৮৭৫ টাকা কুইন্টাল দরে পাট কেনা হবে। তুফানগঞ্জ মহকুমায় জেসিআই-এর পাট ক্রয়কেন্দ্র খোলার বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করা হচ্ছে বলে জানান আদিত্যশংকর। এছাড়াও পাট পচানোর জন্য প্রয়োজনীয় রায়ায়নিক বিনামূল্যে চাষিদের দেওয়া হচ্ছে। উৎপাদিত পাট বিক্রির পর চাষিরা রবি মরশুমি চাষাবাদের প্রস্তুতি নেন।

> “সব জায়গা থেকে সহায়কমূল্যে পাট কেনা হলে প্রান্তিক কৃষকরা আর্থিকভাবে উপকৃত হবেন।”
>
> **মথুরচন্দ্র বিশ্বাস**
> *কৃষকরত্ন পুরস্কারপ্রাপ্ত পাটচাষি*

Authorized Dealers: Kolkata: Islampur: Bharat Hero - 9289923202, Cooch Behar: Sandeep Hero - 9289922698, Malda: Durga Hero - 9289922188, Prince Hero - 9289923123, Jalpaiguri: Anand Hero - 9289923031, Raiganj: Shankar Hero - 9289922594, Siliguri: Beekay Hero - 9289923102, Darjeeling Hero - 9289922427, Balurghat: Mahesh Hero - 9289922904, Alipurduar: Dutta Hero - 9289923146, Associate Dealers: Jalpaiguri: Pratik Automobiles - 7063520686, Dinhata: Jogomaya Auto Works - 9851244490, Dhupguri: Bharat Automobiles - 7029599132, Gangarampur: Gupta Auto Centre - 9733726677, Gazole: Mira Auto Centre - 9593159789, Mathabhanga: Jogomaya Auto Works - 6297782171, Kaliachak: A K Wheels - 9733079141, Itahar: Deep Auto Centre - 9800630306, Dalkhola: A S Motors - 7908477285, Goagaon: Mabudh Automobiles - 9896216422.
VML.5798.2025

সেতুর দাবিতে বিডিওর দপ্তরে মহিলারা

বুল নমদাস

নয়ারহাট, ২৫ জুন : স্থানীয় প্রশাসনের ওপর ভরসা নেই। তাই পাকা সেতুর দাবিতে সটান বিডিওর দপ্তরে হাজির ৫০ জন মহিলা। বুধবার শিকারপুরে বৈরাগীরহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের জমিরডাঙ্গা, অশোকবাড়ি ও ষোলোহাল এলাকার মহিলারা মাথাভাঙ্গা-১ বিডিওর দপ্তরে লিখিতভাবে পাকা সেতুর দাবি জানান। স্থানীয় শিউলি নদীর ওপর পাকা সেতু নির্মাণে বিডিও উদ্যোগ নেবেন বলে তাঁদের আশা। বিডিও শুভজিৎ মণ্ডলের আশ্বাস, 'বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নজরে আনা হবে।'

স্থানীয় সূত্রে খবর, বৈরাগীরহাটের অশোকবাড়িতে শিউলি নদীর ধাদারঘাটে পাকা সেতুর দাবি নতুন বিষয় নয়। দশকের পর দশক এই দাবি উঠেছে। সময়ের ব্যবধানে তা স্তিমিত হয়ে গিয়েছে। প্রশাসনের তরফে একাধিকবার সেতু তৈরির আশ্বাস মিলেছে। কিন্তু কেউ কথা রাখেনি বলে অভিযোগ। ফলে শিউলি নদী পারাপারের যন্ত্রণা বাসিন্দাদের রোজনামচা হয়ে দাঁড়িয়েছে। অশোকবাড়ির একাংশের পাশাপাশি জমিরডাঙ্গা, ষোলোহাল সহ পার্শ্ববর্তী এলাকার মানুষ ওই পথে ইচ্ছাগঞ্জ ও নয়ারহাট বাজারে যাতায়াত করেন। এতদিন সাঁকো নদী পারাপারের একমাত্র মাধ্যম ছিল। কিন্তু দু'বছর ধরে তা-ও নেই। শুখা মরশুমে হাঁটুজল ভেঙে নদী পারাপার চললেও বর্ষায় নদীর জলস্তর বেড়ে যাওয়ায় ভোগান্তি চরমে উঠেছে। বর্তমানে প্রায় তিন কিমি পথ ঘুরে বাসিন্দাদের যাতায়াত করতে হচ্ছে। বৈরাগীরহাট গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সাধনা বর্মনের কথায়, 'সেতু তৈরির বিষয়টি অনেক আগে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নজরে আনা হয়েছে। তবে বাসিন্দাদের স্বার্থে তাড়াতাড়ি নদীর ওপর সাঁকো নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হবে।'

এদিন বিডিওর দপ্তরের বাইরে সেতুর দাবিতে মহিলারা ঘনঘন স্লোগান দিচ্ছিলেন। তাঁদেরই একজন কল্যাণী বর্মন। তাঁর বক্তব্য, 'অনেকদিন ধরে শিউলি নদীর ওপর পাকা সেতু তৈরির দাবি জানানো হচ্ছে। কিন্তু কোনও লাভ হয়নি। বাধ্য হয়ে এদিন বিডিওর দপ্তরে লিখিতভাবে সেতুর দাবি জানানো হল।' দাবিপূরণ না হলে ভবিষ্যতে বৃহত্তর আন্দোলনে নামতেও তাঁরা পিছপা হবেন না বলে তাঁর সঙ্গে অন্নদা অধিকারী, কাজল বর্মন রায়রা গলা মেলান। তাঁদের একটাই দাবি, শিউলি নদীর ধাদারঘাটে দ্রুত পাকা সেতু তৈরি হোক।

খুলল পাঠাগার

তুফানগঞ্জ, ২৫ জুন : ফের তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের ধলপল-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের ছাটরামপুর সমাজকল্যাণ পাঠাগারের পথ চলা শুরু হল। ছয় বছর বন্ধ থাকার পর বুধবার থেকে পাঠাগার খুলে গেল। ১৯৭৮ সালে বেসরকারিভাবে পাঠাগারটির সূচনা হয়। এরপর ১৯৮৬ সালে সরকারি সিলমোহর পড়ে। তখন নামকরণ করা হয় সমাজকল্যাণ পাঠাগার।

ছাটরামপুর জুনিয়ার বেসিক স্কুলের প্রধান শিক্ষক তথা পাঠাগারের সেক্রেটারি মৃদুলচন্দ্র দাস বলেন, 'পাঠাগারের প্রতি এলাকাবাসীর একটা আবেগ জড়িয়ে রয়েছে। প্রথম দিনেই খুদে পড়ুয়ারা তাদের পছন্দের বই হাতে পেয়ে ভীষণ খুশি। মোবাইলের প্রতি আসক্তি কমাতে বইয়ের গুরুত্ব অপরিসীম।'

সচেতনতা

পারডুবি, ২৫ জুন : 'নেশামুক্ত ভারত অভিযান' এই স্লোগানকে সামনে রেখে এসএসবি-র ৩৪ নম্বর ব্যাটালিয়নের হেডকোয়ার্টারের উদ্যোগে এলাকার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে সচেতনতামূলক র‌্যালি ও আলোচনা সভা হল। বুধবার মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের হিন্দুস্তান মোড়ে। এদিনের কর্মসূচিতে উপ কমান্ডান্ট রাজীব রানা ও পঙ্কজ কিশোর সহ এসএসবি'র আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন।

ছুটি ছুটি। জিৎপুর-২ প্রাথমিক স্কুলে ছবিটি তুলেছেন ভাস্কর সরকার।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে ছিনতাইয়ের চেষ্টা

আক্রান্ত তৃণমূল নেতার পরিবার

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ২৫ জুন : টোটো থামিয়ে তৃণমূল যুব নেতার পরিবারকে আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে ছিনতাইয়ের চেষ্টার অভিযোগ উঠল। মঙ্গলবার গভীর রাতে কোচবিহার-১ ব্লকের ঘুঘুমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের সমাজকল্যাণ বাজার এলাকায়। তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সংশ্লিষ্ট ব্লক সভাপতি নবিনুর হোসেনের মা, বোন সহ তাঁর পরিবার কোচবিহার শহর থেকে একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে রাতে টোটোয় চেপে বাড়ি ফিরছিলেন। সেই সময় তাঁরা দুষ্কৃতীদের আক্রমণের শিকার হন। কোতোয়ালি থানার পুলিশ জানিয়েছে, ইতিমধ্যে তারা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

পুলিশ সূত্রে খবর, সমাজকল্যাণ বাজার এলাকায় মুখে কালো কাপড় ঢাকা কয়েকজন দুষ্কৃতী আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে টোটো দাঁড় করায়। টোটোচালকের মাথায় পিস্তল ধরা হয় বলে অভিযোগ। তারা শূন্যে এক রাউন্ড গুলিও চালায়। এরপর রাস্তায় অন্য গাড়ি চলে আসায় দুষ্কৃতীরা পালিয়ে যায়। টোটোচালকের সঙ্গে ধস্তাধস্তির সময় এক দুষ্কৃতীর মুখের কাপড় সরে যায়। সেই সূত্র ধরে বুধবার তাঁদের চিহ্নিত করা হয়। দুজনকে আটক করে পুলিশ নিয়ে যায়। তৃণমূল যুব কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি নবিনুর হোসেন বলেন, 'আমার পরিবার কোচবিহার শহর থেকে ফিরছিল। রাত একটার দিকে এই ঘটনা ঘটেছে। কোতোয়ালি থানার পুলিশকে জানালে তারা দ্রুত ব্যবস্থা নেয়।'

এই ঘটনায় এলাকায় ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারা দুষ্কৃতীদের কঠোর শাস্তির দাবি তুলেছেন। টোটোচালক মিরাজ হোসেনের কথায়, 'আমার মাথায় পিস্তল ধরেছিল। আমরা কিছুটা দূরে চলে গিয়েছিলাম। পরে বাইক নিয়ে ধাওয়া করে দুষ্কৃতীরা টোটো আটকায়। আমাদের কাছে যা ছিল সব চাইতে থাকে তারা। ধস্তাধস্তির সময় একজনের মুখের কাপড় সরে যায়। তখন তাকে চিনে ফেলি।' ঘটনার পর কোতোয়ালি থানায় খবর দেওয়া হয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তদন্ত শুরু করেছে। বুধবার দুই অভিযুক্তকে পুলিশ আটক করে। আটকের সময় ছিনতাইয়ের চেষ্টা ও শূন্যে গুলি চালানোর কথা দুষ্কৃতীদের স্বীকার করতে শোনা যায়। তবে এই খবর লেখা পর্যন্ত আগ্নেয়াস্ত্রটি বাজেয়াপ্ত করা যায়নি। তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি মজিউর রহমানের বক্তব্য, 'এই ঘটনা কখনও মেনে নেওয়া যায় না। আমরা দুষ্কৃতীদের পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছি। আমরা চাই তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে এই ঘটনায় আর কারা যুক্ত তা পুলিশ খুঁজে বের করুক।'

এই ঘটনার জেরে নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। বিজেপির জেলা সাধারণ সম্পাদক বিরাজ বসুর মন্তব্য, 'যেখানে তৃণমূলের একজন ব্লক স্তরের নেতার মা, বোন সহ তাঁর পরিবার সুরক্ষিত নয়, সেখানে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা কোথায় রয়েছে তা সহজে অনুমান করা যায়। চারদিকে দুষ্কৃতীদের দৌরাত্ম্য বেড়ে চলেছে। অথচ পুলিশ ও প্রশাসন নির্বিকার।'

এদিকে, শাসকদলের নেতার পরিবারকে আটকে দুষ্কৃতী আক্রমণের ঘটনায় রাজনৈতিক কোনও উদ্দেশ্য রয়েছে কি না তা নিয়েও তদন্তের দাবি উঠেছে।

কোচবিহারের ঘুঘুমারি এলাকায় আটক দুই তরুণ। ছবি : জয়দেব দাস

ঘটনাক্রম

- সমাজকল্যাণ বাজার এলাকায় দুষ্কৃতীরা আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে টোটো দাঁড় করায়
- টোটোচালকের মাথায় পিস্তল ধরা হয় বলে অভিযোগ
- টোটোচালকের সঙ্গে ধস্তাধস্তির সময় এক দুষ্কৃতীর মুখের কাপড় সরে যায়
- সেই সূত্র ধরে বুধবার তাদের চিহ্নিত করা হয়

সংস্কারের দাবিতে রাস্তা আটকে বিক্ষোভ

দেবদর্শন চন্দ

কোচবিহার, ২৫ জুন : বেহাল রাস্তা সংস্কারের দাবিতে ব্যাঙচাতরা রোড অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালেন গুড়িয়াহাটি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত আদর্শ তরুণ সংঘ ক্লাব বাইলেনের বাসিন্দারা। বুধবার ঘণ্টা দুয়েকেরও বেশি সময় ধরে তাঁরা বিক্ষোভ দেখান। আন্দোলনকারীদের অভিযোগ, প্রায় এক দশকের বেশি সময় ধরে রাস্তাটি বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে। একাধিকবার গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষকে জানিয়েও কোনও সুরাহা মেলেনি। তাই তাঁরা বাধ্য হয়েই পথ অবরোধ করেছেন। এদিন বেশ কিছুক্ষণ বিক্ষোভ চলার পর পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষের আশ্বাসে অবরোধ উঠে যায়।

বিষয়টি নিয়ে কোচবিহার-১ ব্লকের বিডিও শ্রেয়সী নস্করকে একাধিকবার ফোন করা হলেও তাঁর বক্তব্য মেলেনি। আর গুড়িয়াহাটি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান বিশ্বজিৎ মল্লিক বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরে রাস্তাটি বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে। রাস্তাটি সংস্কারের জন্য আমরা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে ইতিমধ্যেই বিষয়টি জানিয়েছি। আশা করছি খুব শীঘ্রই সমস্যা মিটে যাবে।'

প্রতি বছর বর্ষা এলেই হাঁটুজল পেরিয়ে মূল রাস্তায় আসতে হয় তরুণ সংঘ ক্লাব বাইলেনের বাসিন্দাদের। রাস্তা সংস্কারের দাবির পাশাপাশি পানীয় জল, পথবাতি সহ একাধিক সমস্যা রয়েছে। তবে রাস্তার বেহাল দশা এলাকার বাসিন্দাদের চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিছুদিন আগেও বৃষ্টিতে রাস্তার বেশ কিছুটা অংশে জল জমে যায়। জমা জল পেরিয়েই যাতায়াত করতে হয় বাসিন্দাদের। এলাকার এক বাসিন্দা বকুলচন্দ্র রায় ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, 'বৃষ্টি হলেই রাস্তায় হাঁটুজল জমে যায়। স্কুলে যাওয়ার সময় ছোটদের কোলে তুলে সেই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করতে হয়। রাস্তার দু'পাশে ঘন ঝোপঝাড়। কর্তৃপক্ষকে জানিয়েও সুরাহা না হওয়ায় আন্দোলনে বাধ্য হয়েছি।'

> দীর্ঘদিন ধরে রাস্তাটি বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে। রাস্তাটি সংস্কারের জন্য আমরা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে ইতিমধ্যেই বিষয়টি জানিয়েছি। আশা করছি খুব শীঘ্রই সমস্যা মিটে যাবে।
>
> **বিশ্বজিৎ মল্লিক,** *প্রধান*
> *গুড়িয়াহাটি-২ গ্রাম পঞ্চায়েত*

শুধু রাস্তার বেহাল দশাই নয়, নিকাশি ব্যবস্থার সমস্যার কথাও আন্দোলনকারীরা জানিয়েছেন। যেভাবে রাস্তার দু'পাশে ঝোপজঙ্গল বেড়েছে তাতে সাপের উপদ্রব বাড়বে বলে অনেকে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। তনুশ্রী রায় নামে এক আন্দোলনকারী বলেন, 'গ্রাম পঞ্চায়েত এবং প্রধানকে বিষয়টি একাধিকবার জানালেও সুরাহা পাচ্ছি না। প্রতিদিনই যাতায়াতে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। জলের সমস্যা, পথবাতির সমস্যাও রয়েছে। দ্রুত এইসব সমস্যার সমাধান না হলে বৃহত্তর আন্দোলনে নামতে বাধ্য হব।'

ব্যাঙচাতরা রোডে স্থানীয় বাসিন্দাদের অবরোধ। বুধবার। -জয়দেব দাস

টুকরো খবর

বৈঠক

কোচবিহার ব্যুরো

২৫ জুন : শান্তিপূর্ণভাবে রথযাত্রা সম্পন্ন করতে জেলার নানা জায়গায় প্রশাসনিক বৈঠক হল। বুধবার হলদিবাড়ি থানায় বিভিন্ন রথযাত্রা কমিটির সদস্যদের নিয়ে পুলিশ আলোচনা করে। হলদিবাড়ি ব্লকজুড়ে প্রায় ১৫টি রথযাত্রার আয়োজন করা হবে। এদিকে, মাথাভাঙ্গা থানা এলাকার সমস্ত রথযাত্রা উৎসব কমিটির কর্মকর্তাদের নিয়েও পুলিশ এদিন বৈঠক করেছে। মাথাভাঙ্গা থানার আইসি হেমন্ত শর্মা জানান, সমস্ত অনুষ্ঠান নির্বিঘ্ন ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করতে পুলিশ-প্রশাসনের তরফে নানা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

মামাকে কোপ

চ্যাংরাবান্ধা, ২৫ জুন : পারিবারিক বিবাদের জেরে মামাকে ধারালো অস্ত্রের কোপ দিল ভাগ্নে। মঙ্গলবার রাতে চ্যাংরাবান্ধা গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৪১ কামাত চ্যাংরাবান্ধার হাটধরধরিয়া এলাকার ঘটনা। মেখলিগঞ্জ থানার পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে। মেখলিগঞ্জ থানার ওসি মণিভূষণ সরকার বলেন, 'আক্রান্তের নাম আফিজার রহমান। তিনি ১৬৫ উছলপুকরির বাসিন্দা। চ্যাংরাবান্ধায় দিদির বাড়িতে এসেছিলেন। ধৃতের নাম মহাবুল আলম। ঘটনার তদন্ত চলছে।'

স্মারকলিপি

দিনহাটা ও বক্সিরহাট, ২৫ জুন : ফসলের সঠিক দাম দেওয়া, ১০০ দিনের কাজ দ্রুত চালু ও স্মার্ট মিটার বাতিল করা সহ একাধিক দাবিতে সারা ভারত কৃষকসভা ও খেতমজদুর ইউনিয়ন আন্দোলনে নামল। বুধবার সংগঠনের তরফে দিনহাটা-১ ও তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিককে স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

পরিদর্শন

মেখলিগঞ্জ, ২৫ জুন : মাথাভাঙ্গার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সন্দীপ গড়াই কুচলিবাড়ি থানা পরিদর্শনে এলেন। পাশাপাশি বুধবার তিনি আন্তর্জাতিক তিনবিঘা করিডর পরিদর্শন করেন।

যত কাণ্ড শীতলকুচিতে

স্ত্রীর মর্যাদার দাবিতে ধর্নায় তরুণী

ছেলের জন্য ফের সংবাদ শিরোনামে উকিল

বিশ্বজিৎ সাহা

মাথাভাঙ্গা, ২৫ জুন : বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সহবাস। তারপর হঠাৎ যোগাযোগ বন্ধ। উদ্বিগ্ন তরুণী শেষপর্যন্ত ধর্নায় বসলেন 'প্রেমিক' উকিল বর্মনের বাড়ির সামনে। সেই উকিল, যাঁকে বাংলাদেশি দুষ্কৃতীরা অপহরণ করে নিয়ে গিয়েছিল। যা নিয়ে দেশজুড়ে হইচই হয়। পরে তিনি বাড়ি ফেরেন। এখন ফের ছেলের জন্য সংবাদ শিরোনামে এলেন তিনি। ওই তরুণীর অভিযোগ তাঁর ছেলে পরিতোষের বিরুদ্ধে।

শীতলকুচি থানার কার্জিরদিঘি গ্রামে উকিলের বাড়ি। ধর্নারত তরুণী বিধবা। বয়স পঁচিশ। তাঁর অভিযোগ, গত এক বছর ধরে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাঁর সঙ্গে সহবাস করেছেন পরিতোষ। কিন্তু দু'দিন আগে হঠাৎ কোনও কারণ ছাড়াই যোগাযোগ বন্ধ করে দিয়েছেন বলে তরুণীর অভিযোগ। তিনি জানান, ফোনেও সাড়া দিচ্ছেন না পরিতোষ। বাধ্য হয়ে নিজের সম্মান রক্ষায় তিনি ধর্নার পথ বেছে নিয়েছেন। যতক্ষণ না তাঁকে স্ত্রীর মর্যাদা দেওয়া হচ্ছে, ততক্ষণ তিনি ওই বাড়ির সামনে থেকেই উঠবেন না বলে জানিয়েছেন।

পরিতোষের পালটা অভিযোগ, পুরো ঘটনার পেছনে গভীর চক্রান্ত আছে। তরুণী বুধবার সকালে যখন বর্মনবাড়ির সামনে ধর্না শুরু করেন, তখন পরিতোষ কোচবিহারে এমজেএন মেডিকেল কলেজে ডিউটিতে ছিলেন। বাবাকে বাংলাদেশে অপহরণ করে নিয়ে যাওয়ার কারণে সহায়তা হিসেবে পরিতোষকে ওই চাকরি দিয়েছিল রাজ্য সরকার।

ডিউটিরত অবস্থায় যোগাযোগ করা হলে পরিতোষ মেনে নেন যে, ওই মহিলার সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব ছিল। কিন্তু শারীরিক সম্পর্ক ছিল না। ওই মহিলার সঙ্গে বিভিন্ন সময় দেখা করা এবং সামাজিক মাধ্যমে যোগাযোগ ছিল বলে স্বীকার করেন পরিতোষ। তাঁর কথায়, 'ওই তরুণী আমাকে বিয়ের কথা বলেছিল। কিন্তু আমি নাকচ করেছিলাম। দু'দিন আগে টেলিফোনে আমাকে বলে, এখন চাকরি পেয়েছিস। আমাকে বিয়ে কর। না হলে ৬ লক্ষ টাকা দিতে হবে। না হলে বাড়িতে ধর্নায় বসার হুমকিও দেয়।' পরিতোষের দাবি, ঝামেলা এড়াতে তিনি ৫০,০০০ টাকা দেবেন জানিয়েছিলেন। ধর্নার খবর চাউর হতে ভিড় জমে উকিলের বাড়ির সামনে। ওই তরুণী বা বর্মন পরিবার, কেউই থানায় অভিযোগ দায়ের করেনি। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগ দায়ের না হওয়ায় হস্তক্ষেপ করার প্রশ্ন নেই।

বুধবার কার্জিরদিঘি গ্রামে উকিল বর্মনের বাড়িতে ধর্না তরুণীর।

> ওই তরুণী আমাকে বিয়ের কথা বলেছিল, আমি নাকচ করেছিলাম। তবে দু'দিন আগে টেলিফোন করে আমাকে বলে এখন তো চাকরি পেয়েছিস। আমাকে বিয়ে কর, না হলে ৬ লক্ষ টাকা দিতে হবে। না হলে বাড়িতে ধর্নায় বসার হুমকিও দিয়েছিল।
>
> **পরিতোষ বর্মন**
> *উকিল বর্মনের ছেলে*

বিবাদের জেরে জখম তিন

মাথাভাঙ্গা, ২৫ জুন : স্বামী-স্ত্রীর অশান্তিকে কেন্দ্র করে বুধবার শীতলকুচি ব্লকের খলিসামারি গ্রাম পঞ্চায়েতের সোনারচালুন গ্রামে উত্তেজনা ছড়াল। শীতলকুচি থানার ওসি অ্যান্থনি হোড়ো বলেন, 'পারিবারিক বিবাদ থেকে হাতাহাতি শুরু হয়। মোট তিনজন গুরুতর আহত হয়েছেন। সবার অবস্থাই আশঙ্কাজনক। এলাকায় পুলিশ পিকেট আছে।'

জখমরা হলেন কুতুবউদ্দিন মিয়াঁ, ফিরোজা বিবি ও সেরিনা খাতুন। তাঁদের প্রথমে মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। অবস্থার অবনতি হলে রাতেই তিনজনকে স্থানান্তরিত করা হয় কোচবিহার এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে। ঘটনার পর সাতজনের বিরুদ্ধে শীতলকুচি থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

দুই বছর আগে ওই গ্রামের এক তরুণীর বিয়ে হয় পাশের গ্রামের এক তরুণের সঙ্গে। তবে পরিবারের এই বিয়েতে সম্মতি ছিল না। দেড় মাস আগে ওই তরুণী শ্বশুরবাড়ি থেকে বাবার বাড়িতে ফিরে আসেন। পরিবার দাবি করে, ওই তরুণীর বিবাহবিচ্ছেদ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু মঙ্গলবার রাতে হঠাৎ ওই তরুণী নিজের প্রাক্তন স্বামীর সঙ্গে পালিয়ে যান। তরুণীর পরিবার দাবি করে, প্রতিবেশী এক তরুণের যোগসাজশেই এই ঘটনা ঘটেছে। তাদের প্রাক্তন জামাইয়ের আত্মীয় এই তরুণ। সেই তাদের মেয়েকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করেছে।

বুধবার বিষয়টি নিয়ে দুই পরিবারে শুরু হয় বচসা। তরুণীর পরিবারের সদস্যরা প্রতিবেশী ওই পরিবারের ওপর চড়াও হয় বলে অভিযোগ। আক্রান্ত মেরিনা খাতুন বলেন, 'প্রতিবেশী ওই পরিবারটির সদস্য মাজারুল মিয়াঁ, রফিকুল মিয়াঁ, আজিজার মিয়াঁরা আমাদের বাড়িতে এসে লোহার রড, শাবল, কোদাল নিয়ে আমাদের ওপর হামলা চালায়।'

সভা

পারডুবি, ২৫ জুন : ব্লকের বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকদের নিয়ে বুধবার আলোচনা সভা হল মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের মাটিয়ারকুঠিতে বিডিও অফিসে। এদিনের সভায় মাথাভাঙ্গা-২ সার্কেলের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক মেহেবুব ইসলাম সহ শিক্ষা দপ্তরের আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন।

শাসকদলের সাংগঠনিক দুর্বলতা প্রকাশ্যে

বৈঠকে নেই অধিকাংশ বুথ সভাপতি

তাপস মালাকার

নিশিগঞ্জ, ২৫ জুন : ২১ জুলাইয়ের শহিদ দিবস নিয়ে প্রস্তুতি সভার বৈঠকে তৃণমূলের অন্দরের ক্ষোভ প্রকাশ্যে এল। বৈঠকে অর্ধেকেরও বেশি নেতা অনুপস্থিত থাকায় বড় শৌলমারির তৃণমূল অঞ্চল কমিটি ভেঙে দেওয়া হল। এই ঘটনা ঘটেছে মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকে।

কোচবিহার জেলার প্রতিটি ব্লকে কলকাতার সমাবেশ ঘিরে তৃণমূলের প্রস্তুতি বৈঠক ও মিটিং-মিছিল চলছে। বুধবার মাথাভাঙ্গা বিধানসভা এলাকার নিশিগঞ্জে তৃণমূলের বৈঠক ছিল। মঞ্চে প্রাক্তন মন্ত্রী বিনয়কৃষ্ণ বর্মন, আব্দুল জলিল আহমেদের মতো বর্ষীয়ান নেতাদের পাশাপাশি শাখা সংগঠনের জেলা সভাপতিরা ভাষণ রাখেন। এরপর কোচবিহারের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক বক্তব্য রাখেন। সেখানে মাথাভাঙ্গার সাংগঠনিক দুর্বলতার দিকটি ফুটে ওঠে। আক্ষেপের সুরেই তাঁকে বলতে শোনা যায়, 'কোচবিহার জেলায় ৯টি বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে যদি কোনও আসনে হারি, তাহলে সেটা মাথাভাঙ্গা হবে।'

মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের দশটি অঞ্চলের বুথ সভাপতি সহ অর্ধেক পঞ্চায়েত সদস্য এদিন অনুপস্থিত ছিলেন। এই মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের মধ্যেই বড় শৌলমারি গ্রাম পঞ্চায়েতও পড়ে। সেখানকার মাত্র ১ জন পঞ্চায়েত সদস্য ও ২ জন বুথ সভাপতি উপস্থিত ছিলেন। অধিকাংশ পঞ্চায়েত সদস্য ও বুথ সভাপতি ছিলেন না। তাই এদিন বড় শৌলমারির তৃণমূল অঞ্চল কমিটি ভেঙে দেওয়া হয়।

এদিন মাথাভাঙ্গার প্রাক্তন বিধায়ক ও প্রাক্তন মন্ত্রী বিনয়কৃষ্ণ আক্ষেপের সুরে বলেন, '২০১৬ সালে বিধানসভা নির্বাচনে কোচবিহারে ৮টি আসনে জেতে তৃণমূল কংগ্রেস। তারপর কী এমন হল যে লোকসভা, বিধানসভা,পঞ্চায়েত ভোটে এই বিধানসভায় পিছিয়ে পড়ছে তৃণমূল?' গত লোকসভা ভোটে মাথাভাঙ্গায় প্রায় ১১ হাজার ভোটে পিছিয়ে ছিল তৃণমূল। এদিন তাই অভিজিৎ বলেন, 'মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের ১০টি গ্রাম পঞ্চায়েতে ভোটের ব্যবধান বাড়ানোই এখন পাখির চোখ তৃণমূলের।'

ছাব্বিশের ভোটের অঙ্ক যে কঠিন, তা ৯ মাস আগেই বুঝছেন শাসকদলের নেতারা। মাথাভাঙ্গা ও কোচবিহার উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের সাংগঠনিক দুর্বলতা নিয়ে তাই চিন্তা বেড়েছে তৃণমূলের অন্দরে। দলের কোচবিহার জেলা চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মন বলেন, 'ক্লাসে পিছিয়ে পড়া ছাত্রদের দিকে বাড়তি নজর দিতে হয়। তাই এই বিধানসভার কয়েকটি অঞ্চলে বাড়তি ঘাম ঝরাতে হবে আমাদের।'

তৃণমূলের কর্মীসভায় অভিজিৎ দে ভৌমিক। বুধবার নিশিগঞ্জে।

স্টল বণ্টনের দাবিতে অবরোধ ব্যবসায়ীদের

কৌশিক বর্মন

পুণ্ডিবাড়ি, ২৫ জুন : হাটের স্টল বণ্টনের দাবিতে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ ব্যবসায়ীদের। বুধবার সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ পুণ্ডিবাড়ি-সোনাপুর ৩১ নম্বর রাজ্য সড়কে অবরোধ করেন পুণ্ডিবাড়ি বাজারের ব্যবসায়ীরা।

২০১৮ সালে অগ্নিকাণ্ডের জেরে ক্ষতিগ্রস্ত হয় পুণ্ডিবাড়ি হাট। পরের বছর ৬ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা বরাদ্দে হাটের কমপ্লেক্স নির্মাণের কাজ শুরু হয়। এরপর ২০২৩ সালের অগাস্টে উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ সেই ভবনগুলির উদ্বোধন করেন। তারপর পেরিয়ে গিয়েছে দেড় বছর। কিন্তু এখনও একটি স্টলও বণ্টন হয়নি বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় রীতিমতো ক্ষুব্ধ ব্যবসায়ীরা।

ব্যবসায়ী শ্রীবাস সরকারের কথায়, 'আমরা একাধিকবার আরএমসি-কে লিখিতভাবে জানিয়েছি। তবে কোনও সুরাহা হয়নি। তাই আজকে আমরা বাধ্য হয়ে পথ অবরোধে শামিল হয়েছি।' পুণ্ডিবাড়ি হাটে কাপড়ের দোকান ছিল গোপাল চৌধুরীর। নতুন কমপ্লেক্স নির্মাণের জন্য জায়গা ছেড়ে দিতে হয় তাঁকে। তাঁর কথায়, 'বলা হয়েছিল ভবন তৈরির এক বছরের মধ্যে স্টল বণ্টন করা হবে। তবে উদ্বোধনের দীর্ঘ সময় হয়ে গেলেও এখনও স্টল বণ্টন হয়নি।' গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি থেকে শুরু করে বিডিও, আরএমসি সবাইকে জানানোর পরেও কোনও লাভ হয়নি বলে তিনি জানান। কার্যত একই কথা শোনা যায় বিশ্বজিৎ সূত্রধর, সাগর সিংহ সহ অন্য ব্যবসায়ীদের গলাতেও।

পুণ্ডিবাড়ি বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সহকারী সম্পাদক সুধাংশু ঘোষের কথায়, 'উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর এই ভবন দেড় বছর আগেই আরএমসি-কে হস্তান্তর করেছে। এরপর এতদিন সময় কেটে গেলেও ব্যবসায়ীরা স্টলের চাবি হাতে পায়নি। একাধিকবার আরএমসি, জেলা শাসককে লিখিতভাবে জানানো হয়েছে, কিন্তু কোনও উত্তর পাওয়া যায়নি। কী কারণে এই স্টল বণ্টন করা হচ্ছে না, সেটা কেউ জানে না।' যদিও এই বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বাজার নিয়ন্ত্রণ সমিতির সেক্রেটারি দেবনাথ মণ্ডলের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, স্টল বণ্টনের প্রক্রিয়া চলছে। তাঁর আশা, খুব শীঘ্রই ব্যবসায়ীদের হাতে স্টল তুলে দেওয়া সম্ভব হবে।

এদিকে, বুধবার ২০-২৫ মিনিটের এই অবরোধের জেরে ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয় পুণ্ডিবাড়িতে। একদিকে কোচবিহারগামী এবং অপরদিকে জয়গাঁগামী যাত্রীবাহী বাস থেকে শুরু করে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের অবরোধের জেরে সমস্যায় পড়তে হয়। পরবর্তীতে পুণ্ডিবাড়ি থানার পুলিশের হস্তক্ষেপে অবরোধ প্রত্যাহার করে নেন ব্যবসায়ীরা।

ব্যবসায়ীদের অবরোধে যানজট পুণ্ডিবাড়িতে। বুধবার।

রিপোর্ট প্রকাশ

হাইকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী পাবলিক ডোমেনে ষষ্ঠ পে কমিশনের রিপোর্ট পেশ করা হল। রিপোর্টে উল্লেখ, কেন্দ্রীয় সরকারের পে কমিশন মেনে ডিএ দেওয়ার প্রয়োজন নেই। রাজ্য তহবিল অনুযায়ী দিতে পারে।

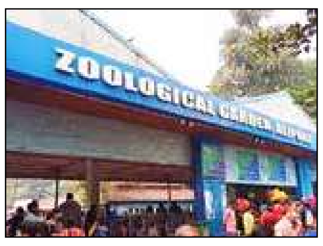

জমি বিক্রি

আলিপুর চিড়িয়াখানার জমি বেআইনিভাবে বিক্রি করার অভিযোগে কলকাতা হাইকোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হল। বিষয়টি নিয়ে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করা হয়েছে।

ভর্ৎসনা

কামারহাটির 'ত্রাস' জয়ন্ত সিংয়ের চারতলা বাড়ি ভাঙার জন্য পুরসভার নোটিশ খারিজের নির্দেশ দিল হাইকোর্ট। পুরসভার আইনজীবীর উদ্দেশ্যে বিচারপতির মন্তব্য, 'আপনাদের কমিশনার ইংরেজি বোঝেন না?'

স্ত্রীকে মারধর

মদ্যপ অবস্থায় স্ত্রীকে মারধরের অভিযোগ তৃণমূল কাউন্সিলারের বিরুদ্ধে। তাঁর বিরুদ্ধে নরেন্দ্রপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন তাঁর স্ত্রী। ঘটনার তদন্তে পুলিশ।

'জরুরি অবস্থার সমর্থক মমতা'

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২৫ জুন : পশ্চিমবঙ্গে জরুরি অবস্থার মতো পরিস্থিতি। বুধবার সল্টলেকের পূর্বাঞ্চলীয় সংস্কৃতি কেন্দ্রে বিজেপির 'সংবিধান হত্যা দিবস' উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এই মন্তব্য করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। শুভেন্দুর দাবি, এরাজ্যেও সংবিধান প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে আক্রান্ত হচ্ছে। পুলিশ প্রশাসন তৃণমূলের ক্যাডার বাহিনী এবং একটি বিশেষ সম্প্রদায়কে কাজে লাগিয়ে রাজ্যে এই পরিস্থিতি তৈরি করেছে তৃণমূল। সম্প্রতি জরুরি অবস্থা জারির ঘটনাকে 'সংবিধান হত্যা দিবস' বলে চিহ্নিত করার তীব্র প্রতিবাদ করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন জরুরি অবস্থার জন্য যাঁরা দায়ী তাঁদের বিরুদ্ধে লড়ুন। রাজনৈতিক মহলের মতে, জরুরি অবস্থা নিয়ে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বিজেপির অভিযোগ থেকে দূরত্ব তৈরি করতেই এই কৌশল মমতার।

কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদি সরকারের ১১ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে দেশব্যাপী যেসব কর্মসূচি পালন করছে বিজেপি তার অন্যতম হল এই সংবিধান হত্যা দিবস। ১৯৭৫-এর ২৫ জুন তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি দেশে জরুরি অবস্থা জারি করেছিলেন। সেই ঘটনার জন্য কংগ্রেসের সঙ্গে এরাজ্যেও তৃণমূল সরকার ও তার প্রধান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে একই অভিযোগ তুলেছে বিজেপি।

সম্প্রতি বিধানসভার অধিবেশনে শুভেন্দু বলেন, 'বিধানসভার অভ্যন্তরে বিধায়কদের নিগৃহীত হতে হয়। বিরোধী দলনেতাকে হাম্পিং ডাম্পিং লায়ার বলে অশালীন মন্তব্য করেন মুখ্যমন্ত্রী। শিখা চট্টোপাধ্যায়, অগ্নিমিত্রা পলের মতো বিজেপির মহিলা বিধায়কদের ব্যক্তিগত আক্রমণ করেন মুখ্যমন্ত্রী।' শুভেন্দু আরও বলেন, 'ভোট রাজনীতির স্বার্থে বিশেষ একটি সম্প্রদায়কে তুষ্ট করতে রাজ্যজুড়ে চূড়ান্ত নৈরাজ্য তৈরি করে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রী।' বরাবরই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর দলকে কংগ্রেসের উত্তরাধিকার বলেই মনে করে বিজেপি। সংবিধান হত্যা দিবস প্রসঙ্গে এদিন এক্স হ্যান্ডেলে রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার থেকে শুরু করে শুভেন্দু অধিকারীরা জরুরি অবস্থার সময় রাজ্যে জয়প্রকাশ নারায়ণের সফরে অপ্রীতিকর ঘটনার অভিযোগকে ফের

> জরুরি অবস্থার পক্ষেই ছিলেন মমতা। জয়প্রকাশ নারায়ণের মতো নেতার গাড়ির ওপর চড়ে সেদিন যে অসভ্যতা করেছিলেন এই মুখ্যমন্ত্রী তা সকলের জানা। সেই অপসংস্কৃতিকে (মমতার সংস্কৃতি) এরাজ্যে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে।
>
> **শুভেন্দু অধিকারী**

হাতিয়ার করেছেন। শুভেন্দু বলেন, 'জরুরি অবস্থার পক্ষেই ছিলেন মমতা। জয়প্রকাশ নারায়ণের মতো নেতার গাড়ির ওপর চড়ে সেদিন যে অসভ্যতা করেছিলেন এই মুখ্যমন্ত্রী তা সকলের জানা। সেই অপসংস্কৃতিকে (মমতার সংস্কৃতি) এরাজ্যে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে।' যদিও জয়প্রকাশ নারায়ণের ওই ঘটনার সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীকে জুড়ে যে প্রচার, তা সন্দেহের ঊর্ধ্বে নয় বলেই দাবি করে তৃণমূল।

পঞ্চাশ আসনও নয় পদ্মের

ছাব্বিশের ভোটে অভিষেকের আগাম টার্গেট

কলকাতা, ২৫ জুন : আগামী বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির আসন ৫০-এর নীচে নামিয়ে আনার হুঁশিয়ারি দিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ২০১৪ সালে প্রথমবার ডায়মন্ড হারবার কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হয়েছিলেন অভিষেক। গত ১১ বছরে তিনি কী কী কাজ করেছেন, তা নিয়ে এদিন একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন তৃণমূলের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড। এই কর্মসূচির নাম দেওয়া হয়েছে 'নিঃশব্দ বিপ্লব'। সেই অনুষ্ঠান থেকেই অভিষেক আগামী বছর বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলের 'ভবিষ্যদ্বাণী' করে বলেন, 'গতবার বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি ৭৭টি আসন পেয়েছিল। যদিও এখন তাদের হাতে ওই আসন নেই। আমি আজ বলে যাচ্ছি, আগামী বছর বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি ৫০টি আসনও পাবে না।'

যদিও পালটা দাবি জানিয়েছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বলেন, 'আগামী বছর বিধানসভা নির্বাচনে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ১৬টি আসনই তৃণমূল হারবে। ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে পাড়ায় পাড়ায় এসে ঘুরেছিল। এবার আর কোনও লাভ হবে না।'

আগামী বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলের জয়ের কারণও ব্যাখ্যা করেন অভিষেক। বলেন, 'আমি সচরাচর কোনও ভবিষ্যদ্বাণী করি না। আর করলেই ঈশ্বরের কৃপায় তা অল্প হলেও মিলে যায়। আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে এই ভবিষ্যদ্বাণী করছি। কারণ, মানুষের প্রতি, কর্মীদের প্রতি আমার পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস আছে। বছরভর যদি মানুষের পাশে কেউ থাকেন তাহলে তাঁরা তৃণমূল কর্মী।' বিজেপিকে কেন বাংলা বিরোধী বলা হয়, তার ব্যাখ্যাও এদিন দিয়েছেন অভিষেক। বলেন, 'কেন্দ্রীয় সরকারের কী করা উচিত? উন্নয়নে রাজ্যকে সাহায্য করা। কিন্তু বিজেপি সরকার কী করছে? বাংলার ভোটে জিততে পারেনি। তাই তৃণমূলের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসা করতে গিয়ে বাংলার মানুষকে বঞ্চিত করছে। ওরা

শ্রীকৃষ্ণপুরের একটি স্কুলের ফুটবল ময়দানে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

তৃণমূলকে টাইট দিতে গিয়ে বাংলার মানুষকে টাইট দিয়েছে। তাহলে বাংলা বিরোধী কারা? বাংলার টাকা কারা আটকে রেখেছে?'

২০২৬ সালে বিধানসভা নির্বাচনে বাংলায় 'অপারেশন সিঁদুর' অভিযানের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বঙ্গ বিজেপির নেতারা। সেই প্রসঙ্গ তুলে অভিষেক বলেন, 'অন্যান্য রাজ্যের মতো এখানেও ওরা বিধায়ক কেনাবেচা করতে চায়। কিন্তু এটা বাংলা। এখানে বিজেপির এই চেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হবে।' মহেশতলার সাম্প্রতিক ঘটনাকে সামনে রেখে অভিষেক বলেন, 'মহেশতলায় বিজেপি লাশের রাজনীতি করতে চেয়েছিল। মহিলারা তাড়া করতেই ল্যাজ গুটিয়ে পালিয়েছে। আমি এই ধরনের কথা বলতে চাই না। কিন্তু আমাদের নেত্রীকে যেভাবে ক্রমাগত আক্রমণ করছেন, বলতে বাধ্য হচ্ছি।' বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর নাম না করে অভিষেক বলেন, 'তুমি দাদা থেকে কাকা, কাকা থেকে জেঠু, জেঠু থেকে দাদু হয়ে যাবে। কিন্তু আগামী ৫০ বছর তৃণমূলকে মানুষের হৃদয় থেকে সরাতে পারবে না। দম থাকলে আমার চ্যালেঞ্জ ভেঙে দেখাও। যতই ইডি, সিবিআই আনো। তৃণমূল কংগ্রেস লোহা। লোহাকে যত আঘাত করবে লোহা ততই শক্তিশালী হবে।'

হুমায়ুনকে প্রত্যাখ্যান মৃত নাবালিকার পরিবারের

কলকাতা, ২৫ জুন : কালীগঞ্জে মৃত নাবালিকা তামান্না খাতুনের পরিবারের পাশে দাঁড়াতে গিয়ে প্রত্যাখ্যাত হলেন ডেবরার তৃণমূল বিধায়ক প্রাক্তন আইপিএস হুমায়ুন কবীর। এই ঘটনায় কবীর ও তাঁর দলের বিরুদ্ধে টাকা দিয়ে তামান্না কাণ্ড ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টার অভিযোগ তুলে সরব হয়েছে বিরোধীরা। অভিযোগ, তামান্নার মৃত্যুতে তার পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন কবীর। যদিও কবীরের সেই প্রস্তাব পত্রপাঠ ফিরিয়ে দিয়েছেন নাবালিকার পরিবার।

সোমবার কালীগঞ্জ উপনির্বাচনে জয়ের খবরে উল্লসিত তৃণমূলের বিজয় মিছিল থেকে ছোড়া বোমায় প্রাণ হারায় ১৩ বছরের নাবালিকা তামান্না খাতুন। এই ঘটনায় এপর্যন্ত মোট ৫ জন গ্রেপ্তার হলেও ক্ষোভের আগুন নেভেনি। এই আবহে মৃত নাবালিকার পরিবারকে আশ্বস্ত করতে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক দলের আনাগোনা। গত ৪৮ ঘণ্টায় শাসকদল বাদে সব বিরোধীই নাবালিকার বাড়িতে গিয়ে তার পরিবারের পাশে থাকার বার্তা দিয়েছে। সেই সূত্রেই এদিন নাবালিকার বাড়িতে যান ডেবরার তৃণমূল বিধায়ক প্রাক্তন আইপিএস হুমায়ুন কবীর। যদিও কবীরের দাবি, তিনি কোনও রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি হিসেবে সেখানে যাননি। একটি এনজিও-র প্রতিনিধি হিসেবে দেখা করতে গিয়েছিলেন।

কবীরকে সামনে পেয়ে ক্ষোভে ফেটে পড়েন মৃত নাবালিকার মা সাবিনা। তাঁকে আশ্বস্ত করতে কবীর বলেন, 'প্রত্যেক মানুষেরই উচিত এই নৃশংস ঘটনার বিরুদ্ধে গর্জে ওঠা। কে কোন দলের তা না দেখেই অভিযুক্তকে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া উচিত।' যদিও হুমায়ুনের এসব কথায় চিঁড়ে ভেজেনি। মৃত নাবালিকার জন্য পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা বলতেই তার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেন সাবিনা। হুমায়ুনকে তিনি জানিয়ে দেন, 'আমার মেয়ের বিকল্প টাকা নয়। টাকা দিয়ে আমার মেয়েকে কি ফিরিয়ে দিতে পারবেন?'

দিঘায় পৌঁছানোর পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার।

রথযাত্রার আগেই দিঘায় মুখ্যমন্ত্রী

কলকাতা, ২৫ জুন : রথযাত্রা উপলক্ষ্যে বুধবার দিঘা পৌঁছে গেলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার মুখ্যমন্ত্রী দিঘায় রথের রশি টেনে রথযাত্রার সূচনা করবেন। সৈকত শহর দিঘায় এখন সাজো সাজো রব। সাজিয়ে তোলা হয়েছে সমুদ্রতীরের মাসির বাড়িও। জগন্নাথদেবের রথ সমুদ্র তীরের পাশের রাস্তা দিয়ে মাসির বাড়ি পৌঁছোবে। বৃহস্পতিবার জগন্নাথ মন্দিরে নেত্র উৎসব। এদিন সড়কপথেই মুখ্যমন্ত্রী দিঘায় পৌঁছোন। ইতিমধ্যেই দিঘায় পর্যটকদের ভিড় উপচে পড়ছে। মন্দিরের চারটি কোণে চারটি ওয়াচ টাওয়ার তৈরি করা হয়েছে।

জগন্নাথ মন্দির থেকে মাসির বাড়ি পর্যন্ত সম্পূর্ণ রাস্তা সিসিটিভিতে মুড়ে ফেলা হয়েছে। জ্ঞানবন্ত সিং, সিদ্ধিনাথ গুপ্তা, ডিপি সিং সহ পুলিশের পদস্থ কর্তারা সেখানে পৌঁছে গিয়েছেন। রথের দিন মুখ্যমন্ত্রী প্রথমে সোনার ঝাঁটা দিয়ে রাস্তা পরিষ্কার করবেন। তারপরই রথের চাকা গড়াবে। ওই সোনার ঝাঁটাটি মুখ্যমন্ত্রী নিজেই দিয়েছেন। পর্যটকরা যাতে রথের রশি ধরতে পারেন তার জন্য রশি অনেক লম্বা করা হয়েছে। ফলে ভক্তদের অসুবিধা হবে না বলেই আশা করছেন মন্দির কর্তৃপক্ষ।

যদিও দিঘায় জগন্নাথ মন্দিরে ভিড় উপচে পড়ায় এক ধাক্কায় হোটেল ভাড়া বেড়ে গিয়েছে। এক হাজার টাকার রুমের ভাড়া কোথাও ২ হাজার টাকা, কোথাও ২৫০০ টাকা নেওয়া হচ্ছে। একটু ভালো হোটেলের ভাড়া আকাশছোঁয়া। এই ঘটনায় চিন্তার ভাঁজ পড়েছে নবান্নে। দ্রুত হোটেল ভাড়া নিয়ন্ত্রণ করতে দিঘা-শংকরপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দিঘা-শংকরপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান তথা পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পরিষদের সভাধিপতি উত্তম বারিক বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী হোটেল ভাড়া নিয়ন্ত্রণের নির্দেশ দিয়েছেন। আমরা হোটেল মালিকদের সেকথা জানিয়ে দিয়েছি। প্রায় দেড় লক্ষ মানুষ দিঘায় জগন্নাথ দেবের দর্শনে আসছেন। তাঁরা রথের রশি টানবেন। পুরো বিষয়টি আমরা নজরে রাখছি। প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছে।'

বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী অবশ্য মমতার দিঘা সফরকে কটাক্ষ করেছেন। তিনি বলেন, 'দিঘা যাচ্ছেন, যান। ওটা মন্দির নয়, ভাস্কর্য। হিন্দু হতে গেলে গেরুয়া লাগে।' দিঘায় মুখ্যমন্ত্রীর যাত্রা উপলক্ষ্যে রাস্তার দু-ধারে হলুদ পতাকা টাঙিয়েছিল তৃণমূল। তাকে কটাক্ষ করে শুভেন্দু বলেন, 'আসলে গেরুয়াকে ভয় পান মমতা। সেই কারণেই গেরুয়ার বদলে হলুদ পতাকা লাগিয়েছে তৃণমূল।'

বিএলও পদে এবার শিক্ষকরা

কলকাতা, ২৫ জুন : এবার বুথ লেভেল আধিকারিকের দায়িত্ব সামলাতে হবে শিক্ষক-শিক্ষিকাদেরও। সরকারের গ্রুপ সি বা তার উর্ধ্বের কর্মচারীদেরই এই পদে নিয়োগ করা যাবে। কোনওভাবেই গ্রুপ ডি পদের কর্মীদের নিয়োগ করা যাবে না। নির্দেশ নির্বাচন কমিশনের। কমিশনের সাম্প্রতিক এই নির্দেশিকা নিয়ে শুরু হয়েছে বিতর্ক, প্রতিবাদ। শিক্ষানুরাগী ঐক্যমঞ্চের তরফে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকের দপ্তরে এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের জন্য দাবি জানানো হয়েছে।

ভর্তির পোর্টালে ভিনরাজ্যের ছাত্ররা

কলকাতা, ২৫ জুন : রাজ্যের স্নাতক স্তরে ভর্তির পোর্টালে ভিনরাজ্যের পড়ুয়াদের আবেদন ক্রমশ বাড়ছে। ইতিমধ্যেই সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৬০০। কর্ণাটক, কেরল, গুজরাট, ঝাড়খণ্ড, বিহার, উত্তরপ্রদেশ সহ উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলি থেকে প্রতিনিয়ত এই রাজ্যের কলেজগুলিতে ভর্তির আবেদন জমা পড়ছে। শিক্ষা দপ্তরের আধিকারিকদের দাবি, ক্রমশই আবেদনকারীদের সংখ্যা বাড়ছে। প্রথম পাঁচদিনে ২.৩ লক্ষ আবেদন করেছেন। এখনও পর্যন্ত মোট ১১.৪ লক্ষ আবেদন জমা পড়েছে। এর মধ্যে ১৬০০ প্রার্থী ভিন রাজ্যের।

কিছু রাজ্যের ক্ষেত্রে পেপার অনুযায়ী নম্বর দেওয়ার পদ্ধতি বা পরীক্ষা পরিচালনার নম্বর আলাদা। কর্ণাটকের আবেদনকারীদেরও সেই সমস্যা তৈরি হয়েছিল। তাঁদের ১২৫ নম্বরের পরীক্ষা পদ্ধতির বিষয়টি সামনে আসতেই রাজ্যের উচ্চশিক্ষা দপ্তর ভর্তির পোর্টালটিতে যথাযথভাবে সামঞ্জস্য এনেছে। তারা পোর্টালটি যথাযথভাবে পরিচালনা করছে। শিক্ষা দপ্তরের এক আধিকারিক বলেন, 'গত বছরও বিভিন্ন রাজ্য থেকে আবেদন জমা পড়েছিল। এবছরও আমরা আশা করেছিলাম, ভিনরাজ্য থেকে আবেদন আসবে। তবে দক্ষিণের রাজ্যগুলি থেকে এত বিপুল পরিমাণ আবেদন জমা পড়বে তা আশা করা যায়নি।' ১৮ তারিখ থেকে অনলাইন ভর্তির পোর্টালটিতে আবেদন করা শুরু হয়ে যায়। এক সপ্তাহেরও কম সময়ের মধ্যে ১৫ লক্ষ মানুষের কাছে তা পৌঁছে যায়। জানা গিয়েছে, আগে খ্যাতনামা কিছু কলেজে বাইরের রাজ্যের পড়ুয়ারা ভর্তির জন্য আবেদন করত। কিন্তু গত বছর থেকে সেই সংখ্যাটা বেড়েছে। বাইরের রাজ্যের পড়ুয়ারা বিভিন্ন কলেজে আবেদনের জন্য উৎসাহী হয়েছে। তবে অধ্যক্ষদের একাংশের বক্তব্য, এক্ষেত্রে আবেদনকারী ও ভর্তি হওয়া প্রার্থীর সংখ্যায় পার্থক্য থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। বিকাশভবন সূত্রে খবর, বিশেষ করে কমার্স কলেজগুলির দিকে নজর বাইরের পড়ুয়াদের। শিক্ষা মহলের ধারণা, অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় এই রাজ্যে উচ্চশিক্ষার খরচ খানিকটা কম বলেই ভিন রাজ্যের পড়ুয়ারা আগ্রহ দেখাচ্ছেন।

মিড-ডে মিল রান্নায় ধর্মের ভাগ নিয়ে অভিযোগ

কলকাতা, ২৫ জুন : ধর্মের ভিত্তিতে মিড-ডে মিলে ভাগাভাগি। দুই সম্প্রদায়ের জন্য স্কুলে রান্না হয় আলাদাভাবে। বর্ধমানের পূর্বস্থলীর ১ নম্বর ব্লকের নসরতপুর পঞ্চায়েতের অধীন কিশোরগঞ্জ মনমোহনপুর অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ঘটনা। সম্প্রতি বিষয়টি সামনে আসতেই তা নিয়ে হইচই শুরু হয়। ঘটনার প্রাথমিক তদন্তে অভিযোগের সত্যতা প্রমাণিত হওয়ায় অবিলম্বে পৃথক রান্না বন্ধের নির্দেশ দিয়েছেন মহকুমা শাসক। বিষয়টি খতিয়ে দেখতে কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের কাছে এই বিষয়ে চিঠি দিয়েছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

বিগত ৫ বছর ধরে এমন ঘটনা ঘটে আসছে কিশোরগঞ্জ মনমোহনপুর অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। মিড-ডে মিলে দুই সম্প্রদায়ের পড়ুয়াদের জন্য আলাদা আলাদা খেতে বসার ব্যবস্থা। এমনকি রাঁধুনিও দুই সম্প্রদায়ের। এক সম্প্রদায়ের জন্য হিন্দু রাঁধুনি আর এক সম্প্রদায়ে মুসলিম রাঁধুনি। এমনকি রান্নার সামগ্রীও দুই সম্প্রদায়ের জন্য ভিন্ন ছিল।

স্থগিতাদেশ নয়

কলকাতা, ২৫ জুন : আরজি কর আন্দোলনের অন্যতম তিন প্রতিবাদী মুখ চিকিৎসক দেবাশিস হালদার, চিকিৎসক আসফাকুল্লা নাইয়া, চিকিৎসক অনিকেত মাহাতোর বদলির নির্দেশে বুধবার স্থগিতাদেশ জারি হল না। রাজ্যের জারি করা বদলির নির্দেশিকার বিরুদ্ধে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন তাঁরা। এদিন বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু নির্দেশ দেন, মামলার পরবর্তী শুনানির দিন রাজ্যকে বদলির সংশ্লিষ্ট নোটিফিকেশন ও নিয়োগ সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য আদালতে পেশ করতে হবে। আবেদনকারীদের তরফে আইনজীবী জানান, নিয়োগ শব্দটির অর্থ নিয়ে আপত্তি রয়েছে। পরিষেবা দেওয়া আর নিয়োগ হওয়ার বিষয় সম্পূর্ণ আলাদা।

শেষমুহূর্তের প্রস্তুতি। কলকাতার কুমোরটুলিতে। - আবির চৌধুরী

কেষ্টর অনুমতি নিয়ে প্রশ্ন, মমতাকে নালিশ

কলকাতা, ২৫ জুন : একসময় তাঁর কথাতেই বীরভূম জেলার তৃণমূল রাজনীতিতে বাঘে গোরুতে একঘাটে জল খেত। এবার সেই বীরভূম জেলা তৃণমূলের প্রাক্তন সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল ওরফে কেষ্টর বিরুদ্ধে ৭ জন তৃণমূল বিধায়ক ও প্রাক্তন বিধায়ক মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে লিখিত অভিযোগ জমা দিলেন।

তাঁদের অভিযোগ, কেষ্ট জেলা সভাপতি থাকাকালীন বিধায়ক হিসেবে বিধানসভায় কোনও প্রশ্ন করতে গেলে তাঁর অনুমতি নিতে হত। তাঁর অনুমতি ছাড়া কোনও প্রশ্ন করা হলে পরে কেষ্টর কাছে তাঁদের মুখ ঝামটা খেতে হত। এমনকি কলকাতার কোনও নেতার সঙ্গে এলাকা উন্নয়নের কাজে দেখা করতে গেলেও কেষ্টর গোঁসা হত। তা নিয়ে দলের জেলা কমিটির বৈঠকে ওই বিধায়ককে সরাসরি কেষ্টর প্রশ্নের মুখে পড়তে হত। এই মুহূর্তে নখদন্তহীন কেষ্ট যে একসময় বীরভূমে একনায়কতন্ত্র চালিয়েছেন, তা বুঝিয়ে দিয়েছেন ওই বিধায়করা।

বিধানসভার চলতি অধিবেশন চলাকালীনই ওই ৭ বিধায়ক ও প্রাক্তন বিধায়ক মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে ওই লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন। তাঁদের বক্তব্য, জেলার সমস্ত রাশ নিজের হাতে রাখতে দলীয় বিধায়কদের কড়া নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করতেন বোলপুরের কেষ্ট। তৃণমূল সূত্রের খবর, জেল থেকে বেরোনোর পর বীরভূম জেলা রাজনীতিতে কেষ্টর গুরুত্ব আর আগের মতো নেই। তার ওপর বোলপুর থানার আইসিকে কদর্য ভাষায় গালিগালাজ করার ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রী

৭ তৃণমূল বিধায়কের চিঠি নিয়ে হইচই

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যথেষ্ট ক্ষুব্ধ। বরং বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি কাজল শেখের ওপর বিশেষ ভরসা রাখছেন মমতা। সেই মতো দলের বৈঠকেও কাজলকে জেলা সংগঠন দেখার দায়িত্ব দিয়েছেন দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী। একইভাবে বীরভূম জেলা রাজনীতিতে সমীকরণও বদলেছে। রামপুরহাটের বিধায়ক তথা বিধানসভার ডেপুটি স্পিকার আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়, লাভপুরের বিধায়ক অভিজিৎ সিনহা ওরফে রানা, রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা একসময় কেষ্টর অনুগামী বলেই পরিচিত ছিলেন। তাঁরা এখন কেষ্টর সঙ্গে দূরত্ব বজায় রাখছেন। আবার সিউড়ির বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরী দোটানায় রয়েছেন। তিনি দু-পক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন।

দুবরাজপুরের প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক নরেশচন্দ্র বাউড়ি বলেন, 'বিধানসভায় আমরা কেষ্টদার অনুমতি ছাড়া কোনও প্রশ্ন করতে গেলে সমস্যা হত। কেষ্টদা আমাদের নানাভাবে হেনস্তা করার চেষ্টা করতেন। তাঁর অনুমতি ছাড়া কলকাতার কোনও নেতার সঙ্গে এলাকার উন্নয়নের জন্য কথা বলার অনুমতি ছিল না। বিষয়টি আমরা দলনেত্রীকে জানিয়েছি।' যদিও কেষ্ট বলেন, 'আমি কোনওদিন কোনও বিধায়ক বা নেতার ওপর চাপ দিইনি। অসত্য কথা বলা হচ্ছে।' বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি তথা কেষ্টর ঘোর বিরোধী হিসাবে পরিচিত কাজল শেখ বলেন, 'আমি কোনওদিন বিধায়ক ছিলাম না। যাঁরা বিধায়ক ছিলেন বা আছেন তাঁরা বলতে পারবেন।'

আজ টিভিতে

কমলিনী-চন্দ্রর সংসার জুড়তে কী সিদ্ধান্ত নিল স্বতন্ত্র ?
চিরসখা রাত ৯.০০ **স্টার জলসা**

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৮.০০ দাদু নাম্বার ওয়ান, দুপুর ১.০০ জীবন নিয়ে খেলা, বিকেল ৪.০০ মন মানে না, সন্ধে ৭.০০ সেজ বউ, রাত ১০.০০ শিবা, ১.০০ নেটওয়ার্ক

জলসা মুভিজ : দুপুর ১২.৩০ বলো না তুমি আমার, বিকেল ৪.০৫ অমানুষ, সন্ধে ৭.২৫ স্বামীর ঘর, রাত ১০.৪০ বস্তির মেয়ে রাধা

জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.০০ কমলার বনবাস, দুপুর ১.০০ তিনমূর্তি, বিকেল ৪.৩০ অন্যায় অত্যাচার, রাত ১০.৩০ বেদের মেয়ে জ্যোৎস্না, ১.৩০ শিবপুর

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ এক চিলতে সিঁদুর

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ বাজি- দ্য চ্যালেঞ্জ

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ জীবন সঙ্গী

স্টার গোল্ড সিলেক্ট এইচডি : দুপুর ১২.৩০ জলি এলএলবি, ২.৪৫ দিল বেচারা, বিকেল ৪.৩০ পঙ্গা, সন্ধে ৬.৪৫ দ্য জোয়া ফ্যাক্টর, রাত ৯.০০ আ থার্সডে, ১১.১৫ বালা

জি সিনেমা এইচডি : দুপুর ১২.১৭ মিস্টার জু কিপার, ২.২৭ রিয়েল টেভর, বিকেল ৫.১৫ নাগপঞ্চমী, রাত ৮.০০ কটিরা, ১১.১৯ মিশন মজনু

অ্যান্ড পিকচার্স : দুপুর ১.৪৫ করণ অর্জুন, বিকেল ৫.১০ মার্কেট রাজা এমবিবিএস, রাত ৯.৩৭ ওয়েলকাম ব্যাক

অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : বেলা ১১.৩৩ গোল্ড, দুপুর ২.০৯ তমাশা, বিকেল ৪.৩২ মিসেস চ্যাটার্জি ভার্সেস নরওয়ে, সন্ধে ৬.৪৫ ফিতুর, রাত ৯.০০ খো গ্যায়ে হম কহাঁ, ১১.১৭ এনএইচ ১০

অমানুষ বিকেল ৪.০৫
জলসা মুভিজ

মিস্টার জু কিপার দুপুর ১২.১৭
জি সিনেমা এইচডি

ওয়াইল্ড তানজানিয়া সন্ধে ৭.০৬ **অ্যানিমাল প্ল্যানেট হিন্দি**

■ ৪৬ বর্ষ ■ ৩৯ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ১১ আষাঢ় ১৪৩২

নিশানায় যখন বাংলা

বাংলা ভাষায় কথা বলা কি ভারতে অপরাধ? পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিদের কি এদেশের নাগরিক বলে মানতে রাজি নয় অবাঙালি রাজ্যগুলি? প্রশ্ন দুটি ওঠার কারণ, রাজস্থানে কর্মরত পশ্চিমবঙ্গের উত্তর দিনাজপুর জেলার ইটাহার ব্লকের পরিযায়ী শ্রমিকদের যে বিভীষিকাময় পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়েছে, তা বাংলা ও বাঙালির পক্ষে অত্যন্ত অসম্মানজনক এবং লজ্জাজনক।

শুধু রাজস্থানে নয়, এরকম ঘটনা ইতিপূর্বে মহারাষ্ট্রেও হয়েছে। কেউ যদি ধরে নেন যে বাংলা ভাষাভাষী মাত্রই বাংলাদেশি, তাহলে তার থেকে চিন্তার আর কিছু হতে পারে না। ভারতের সংবিধানে অষ্টম তফশিলভুক্ত ভাষাগুলির অন্যতম বাংলা। পশ্চিমবঙ্গের পাশাপাশি ত্রিপুরা রাজ্যের সরকারি ভাষাও বাংলা। অসমের বরাক উপত্যকাতেও বাংলা চালু আছে।

প্রশ্ন উঠবেই যে, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বামী বিবেকানন্দ, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুদের বাংলা ভাষাকে হিন্দিভাষী রাজ্যগুলিতে বাঁকা চোখে দেখা হবে কেন? বারবার বিশেষ করে বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিকরা হেনস্তার শিকার হচ্ছেন। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্বাভাবিক কারণেই জানতে চেয়েছেন, বাংলা ভাষায় কথা বলা কি অপরাধ?

বিষয়টি নিয়ে তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে কথা বলবেন বলে জানিয়েছেন। তাঁর নির্দেশে রাজস্থান সরকারের সঙ্গে বাংলার মুখ্যসচিব কথা বলার পর ওই পরিযায়ী শ্রমিকদের হেনস্তা থেকে রেহাই মিলেছে। কিন্তু তাতে বাংলাভাষীদের বাংলাদেশি বলে সন্দেহের চোখে দেখা বন্ধ হবে, এমন নিশ্চয়তা কিন্তু নেই। ভাষা নিয়ে বিবাদ এদেশে নতুন ঘটনা নয়। কেন্দ্রের বিরুদ্ধে হিন্দি আগ্রাসনের অভিযোগ উঠেছে তামিলনাড়ু, কর্ণাটকের মতো দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলিতে।

যদিও কেন্দ্রের দাবি, মোটেও হিন্দি চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে না। বরং ভারতের ভাষাগত বৈচিত্র্যকে সম্মান করা হচ্ছে। একথা সত্য হলে পশ্চিমবঙ্গের বাইরে গিয়ে বাংলায় কথা বলে বিপদে পড়ার প্রসঙ্গ আসত না। পশ্চিমবঙ্গেও একশ্রেণির মানুষ মাঝে মাঝে শাসানি দেয়, বাংলা ভাষায় কথা বললে বাংলাদেশে চলে যেতে হবে। এই ধরনের শাসানি যে বা যাঁরা দেন, তাঁরা হয় ইতিহাস জানেন না নয়তো সত্যের অপলাপ করেন।

এমন কার্যকলাপের আসল লক্ষ্য, হিন্দি ভাষার একাধিপত্য স্থাপন। সেই লক্ষ্যে হিন্দি-হিন্দু-হিন্দুস্তানের ধারণা প্রচার। ভারত বহু ভাষাভাষীর দেশ হলেও উত্তর দিনাজপুরের ইটাহার ব্লকের বাসিন্দা ২৫০ জন বাঙালির রাজস্থানে অহেতুক হেনস্তার সম্মুখীন হতে হয়েছে। অথচ যাঁরা বাংলায় কথা বলেন, তাঁরা সবাই বাংলাদেশি নন। পশ্চিমবঙ্গে কয়েক পুরুষ ধরে বসবাসকারী বহু অবাঙালি মাতৃভাষা হিন্দি হলেও দিব্যি বাংলায় কথা বলেন। বুঝতে পারেন।

তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগে ভাষাগত সমস্যা হয় না। মানুষ পেটের দায়ে স্থানান্তরে যান। এক শহর থেকে অন্য শহরে, এক জেলা থেকে অন্য জেলায়, আবার এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে যান। সেক্ষেত্রে রুজিরুটিই মুখ্য কারণ থাকে। বাকি সব গৌণ। ভিনরাজ্যে কাজ করতে যাওয়া এবং পেটের দায়ে পশ্চিমবঙ্গে আসা অবাঙালি- প্রত্যেকের কাছে দু'মুঠো অন্নের খোঁজই প্রধান।

তাই যে পরিযায়ী শ্রমিকরা ভিনরাজ্যে কর্মরত, তাঁদের নিরাপত্তার দিকে লক্ষ্য রাখা সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারের দায়িত্ব হওয়া উচিত। পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিরা ভারতের নাগরিক। তাঁরা বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী নন। শুধুমাত্র কাঁটাতারের দুই পারের ভাষা এক বলে পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের বাসিন্দাদের সমদৃষ্টিতে দেখা একধরনের অপরাধ। বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী ধরার অছিলায় পশ্চিমবঙ্গের বৈধ বাসিন্দাদের নিশানা করাটা সমর্থনযোগ্য নয়।

সীমান্তে অনুপ্রবেশ বন্ধ করার দায়িত্ব বিএসএফের। সেই কাজে খামতি থাকলে তার কৈফিয়ত দেওয়ার দায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক এবং বিএসএফের। তাদের গাফিলতির কারণেই অনুপ্রবেশ পুরোপুরি বন্ধ হয় না। পশ্চিমবঙ্গের বৈধ নাগরিকদের কাঠগড়ায় তুলে সেই গাফিলতির মাশুল গোনা উচিত নয়।

অমৃতধারা

মনের শক্তি সূর্যের কিরণের মতো, যখন এটি এক জায়গায় কেন্দ্রীভূত হয় তখনই এটি চকচক করে ওঠে। যেই রকম আপনি ভাববেন ঠিক সেইরকমই আপনি হয়ে যাবেন। যদি আপনি নিজেকে দুর্বল হিসাবে বিবেচনা করেন তাহলে আপনি দুর্বল হয়ে যাবেন, আর আপনি যদি নিজেকে শক্তিশালী মনে করেন, তাহলে আপনি শক্তিশালী হয়ে উঠবেন। শক্তিই জীবন, দুর্বলতা মৃত্যু, বিস্তার জীবন, সংকোচন মৃত্যু, প্রেম জীবন, ঘৃণা মৃত্যু। প্রত্যেকটি ধারণা যা আপনাকে দৃঢ় করে সেটাকে আপন করে নেওয়া উচিত এবং যে ধারণা আপনাকে দুর্বল করে তা প্রত্যাখান করা উচিত। সব শক্তিই আপনার মধ্যে আছে সেটার উপর বিশ্বাস রাখুন, এটা বিশ্বাস করবেন না যে আপনি দুর্বল।

-স্বামী বিবেকানন্দ

রেল-বিমানে স্বাগত, যাত্রা শুভ হোক!

আহমেদাবাদে বিমান দুর্ঘটনার আগে হয়েছে রেলের অনেক দুর্ঘটনা। তাতেও ট্রেন বা প্লেন যাত্রায় অব্যবস্থা কমে না।

কৃষ্ণ শর্বরী দাশগুপ্ত

'উঠল বাই তো কটক যাই'। এই চালু প্রবচনটা উচ্চারণ করতে গেলে এখন কিন্তু একটু দম লাগে। কারণ কোথাও যেতে হলে আজকাল দু'মাস আগে টিকিট কাটতে হয়, অন্যথায় ফসকানো এবং পস্তানো অবধারিত। টিকিটের স্ট্যাটাস দেখাবে WL, অর্থাৎ কিনা ওয়েটিং লিস্ট, অপেক্ষার সুতোয় দোল খাওয়া। বরাত ভালো হলে কোনও মহানুভব টিকিটধারী যদি হাঁচি, টিকটিকির বাগড়ায় নিজের কনফার্মড টিকিটটি বাতিল করেন, তবেই হয়তো টুপ করে বসে পড়তে পারেন একখানি আস্ত নিশ্চিত আসনের ওপর।

ধরা যাক বিড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়ে অজ্ঞাতকুলশীল কোনও ট্রেনে টিকিটও জুটে গেল। তুরীয় আনন্দে টেনিদার মতো 'ডি-লা-গ্রান্ডি মেফিস্টোফিলিস' বলে হুংকার দিয়ে রওনা দিলেন স্টেশনের দিকে। পিছন পিছন চলল হাবুল আর প্যালারামের দল, মিহিসুরে 'ইয়াক-ইয়াক' বলতে বলতে। কিন্তু তারপর?

ভারতীয় রেল যে নির্ধারিত সময়ের তোয়াক্কা করে না, এই সার সত্যটা জানা সত্ত্বেও ট্রেনের সময়ের অন্তত এক ঘণ্টা আগে হাঁফাতে হাঁফাতে স্টেশনে পৌঁছোনো মধ্যবিত্ত বাঙালির মুদ্রাদোষ। সেখানে ইলেক্ট্রনিক ডিসপ্লে বোর্ডে হরেক ট্রেনের আসা-যাওয়ার খবর আলোর অক্ষরে ভেসে বেড়াচ্ছে। তাকিয়ে দেখলেন আপনার ট্রেনটির ঠিক সময়ই দেখাচ্ছে বটে, শুধু প্ল্যাটফর্ম নম্বরটা দিচ্ছে না। আপনার চোখ তখন ইতিউতি বসার জায়গা খুঁজছে। ছড়িয়ে ছিটিয়ে আস্ত চেয়ার কিছু আছে বটে, কিন্তু যাত্রী আন্দাজে তা নস্যি। কেউ আবার একাধিক চেয়ারজুড়ে ঘুমিয়েও থাকতে পারেন। মেঝেতে খবরের কাগজ, চাদর বা পিচবোর্ড বিছিয়ে নিপাট ঔদাসীন্যে যাঁরা গল্প করছেন বা তাস খেলছেন, তাঁদের বরং হিংসে করুন, ওঁদের উচ্চাসন কিংবা আর্থ্রাইটিস, কোনওটারই তোয়াক্কা নেই।

ইতিমধ্যে ঘড়ি ঘুরছে। কিন্তু ডিসপ্লে বোর্ডে 'আপডেট' কই? ডিজিটাল ইন্ডিয়ায় যাঁরা বোর্ডের পরোয়া করেন না, তাঁদের স্মার্ট ফোনে ডাউনলোড করা আছে রেলের অ্যাপ। কিন্তু সেও যদি নীরব হয়ে থাকে! অগত্যা ভরসা আসা যাওয়ার পথের ধারে রোজ বসতে বসতে ত্রিকালজ্ঞ হয়ে ওঠা প্ল্যাটফর্মের কেক-বিস্কুটের পসারি। আশ্চর্য প্রশান্তি নিয়ে বললেন, 'কোথায় যে দেবে বলা শক্ত। অ্যালাউন্স করবে তো। ব্যস্ত হচ্ছেন কেন?' কিন্তু সে 'অ্যালাউন্সমেন্ট'টি যদি শেষমুহূর্তে হয়, বোঁচকা-বুঁচকি নিয়ে ওভারব্রিজ পেরিয়ে হুড়োহুড়ি করে যাওয়া কি চাট্টিখানি কথা!

নাছোড় যাত্রী দূর থেকে এক উর্দিধারী রেলকর্মীকে আসতে দেখে আকুল হয়ে পড়েন, 'দাদা, সম্বলপুর এক্সপ্রেস লেট আছে নাকি আজ?' দাদার মুখে বোধহয় পান কিংবা খইনি, তাই বৃথা বাক্যব্যয় না করে চলতে চলতেই আঙুল তুলে সামনে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রেনটিকে দেখিয়ে দেন। জ্ঞানেশ্বরী সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস। গত একঘণ্টা ধরে নট- নড়নচড়ন দাঁড়িয়ে আছে শালগ্রামশিলার মতো। মাঝেমাঝে শুধু ঘোষণা হয়ে চলেছে যে, ট্রেনটি এই প্ল্যাটফর্ম থেকেই ছাড়বে। যদিও তার নির্ধারিত সময় পেরিয়েছে ঘণ্টাখানেক আগে। অর্থাৎ ভারতীয় রেলের সেই সনাতন দর্শনটিকেই চোখে আঙুল দিয়ে মনে করিয়ে গেলেন ওই কর্মী-যাত্রী সাধারণ, দেখে শিখুন এবং ধৈর্য ধরা অভ্যেস করুন। জীবন যতটা অনিত্য, আমাদের রেলগাড়ির যাতায়াতও ততটাই অনিশ্চিত।

এরপর যখন সত্যি সত্যি কাঙ্ক্ষিত ট্রেনটি সামনে এসে দাঁড়ায় এবং এক ঘণ্টা পরে এক সময়ে অপ্রত্যাশিতভাবে দুলেও ওঠে, উদ্বিগ্ন যাত্রী ততক্ষণে বেমালুম ভুলে গিয়েছেন শুরুতেই তাঁরা পিছিয়ে রইলেন কতটা। এখন খাবার বয়ে আনার দরকার নেই, রেল কোম্পানির দেওয়া খাবারেও যদি রুচি না থাকে, চিন্তা নেই। আপনার ফোনে রেলের অ্যাপ সাজিয়ে রেখেছে পছন্দসই দোকান বা ফুড-চেনের তালিকা। বেছে নিয়ে আগাম অর্ডার দিয়ে রাখুন। সামনের স্টেশনে গরম খানা পৌঁছে যাবে আপনার হাতে। তবে প্রযুক্তির সেই সুবিধে নেওয়ার ক্ষেত্রে রেলের বেহাল পরিষেবা যে কতটা বাধা হতে পারে সে অভিজ্ঞতা হয়েছিল একবার শতাব্দী এক্সপ্রেসে উত্তরবঙ্গ যাওয়ার পথে।

দুপুর আড়াইটের ট্রেন সেবার হাওড়া থেকে ছেড়েছিল সন্ধে সাড়ে সাতটার পর। মালদায় রাত আটটায় যাঁদের খাবার ডেলিভারি দেবার কথা, তাঁরা বিনীতভাবে ফোন করে জানিয়েছিলেন রাত দেড়টায় সেটি দিতে তাঁদের অক্ষমতার কথা। আবার ট্রেনের শৌচাগারের আতঙ্কে খাদ্য-পানীয় দুটিকেই বয়কট করে রাত কাটিয়ে দেন এমন মানুষও আছেন। যাত্রী পরিষেবার আর এক চূড়ান্ত ঝকমারির নাম 'শর্ট টার্মিনেশন'। অর্থাৎ রেল তাদের বিশেষ কোনও অসুবিধের জন্যে নির্ধারিত স্টেশনের বদলে কাছাকাছি অন্য স্টেশনেও যাত্রা শেষ করে দিতে পারে। স্রেফ ছোট্ট একটি বার্তা আসবে ফোনের এসএমএস-এ। এখনই বলা হচ্ছে, বন্দে ভারত এক্সপ্রেস বাদে কিছুতেই নজর দেন না রেলকর্তারা। রাজধানী, শতাব্দী, দুরন্তের অবস্থা শোচনীয়।

ফরাসি বিপ্লবের সময়ে প্রাসাদ থেকে বুভুক্ষু প্রজাদের দেখে রানি মেরি আঁতোয়ানেত নাকি বলেছিলেন, 'আহা, রুটি পায় না তো বেচারারা কেক খায় না কেন?' তেমনই রেল পরিষেবায় বীতশ্রদ্ধ কেউ বলে বসতে পারেন, রেল যদি মন্দ তবে আকাশযানে যাও না কেন? একথা অবশ্য মানতেই হবে, শুধু বিদেশযাত্রায় নয়, অন্তর্দেশীয় যাতায়াতেও প্লেনে চড়ার অভ্যেস কয়েক দশকে আমাদের সত্যিই বেড়েছে। আগে এরোপ্লেন ছিল ধনীর চলনযান। সেখানেও ক্রমশ জমা হচ্ছে অসন্তোষ। এয়ার ইন্ডিয়ার বোয়িং ৭৮৭-৮ ড্রিমলাইনার বিমানের সাম্প্রতিক ভয়াবহ দুর্ঘটনার পর একদিকে যেমন মানুষ আতঙ্কিত, তেমনই তার সূত্র ধরে ক্রমাগত সামনে আসছে উড়ান পরিষেবার অজস্র ত্রুটির কথা। প্রাণ হাতে করে এ যেন এক অস্বাচ্ছন্দ্য আর নিরানন্দের যাত্রা।

দুর্ঘটনার বেশ কয়েকদিন আগে ওই সংস্থারই অন্য বিমানে আমেরিকা থেকে নয়াদিল্লিতে ফিরে বন্ধু শুনিয়েছিলেন তাঁর দুর্বিষহ অভিজ্ঞতার কথা। প্রথম বিরক্তি ছিল খাবারের মান ও পরিমাণ, দুটো নিয়েই। ১৬/১৭ ঘণ্টার উড়ানে দুপুরের পর তাঁদের খাবার দেওয়া হয় সন্ধে সাড়ে সাতটায়। এর মাঝে আবহাওয়া খারাপ থাকার জন্যে নাকি চা-কফি পর্যন্ত দেওয়া যায়নি। সাড়ে সাতটায় যে আধখানা রোল জাতীয় কিছু এবং আধকাপ চা দেওয়া হয়, যেটিকে তিনি সান্ধ্য জলখাবার বলেই ভেবেছিলেন। ডায়াবিটিক বলে রাতে খাওয়ার পরে ইনসুলিন নিতে হয়। কিন্তু ওই রোল আর চায়ের পর হঠাৎ আলো নিভিয়ে দেওয়ার আগে পর্যন্ত তিনি বুঝতে পারেননি যে, এটিই ছিল ডিনার এবং ওই অবস্থায় তাঁর আর সেদিন ইনসুলিন নেওয়া হয়নি। এরপর জল চেয়ে একাধিকবার বোতাম টিপেও বিমানসেবিকার দেখা না পেয়ে শেষে উঠে গিয়ে রাগারাগি করাতে জলের ব্যবস্থা হয়।

পরদিন উড়ান দিল্লির মাটি ছোঁওয়ার পর অন্য বিপত্তি। হুইলচেয়ার পাওয়া মুশকিল, কারণ যাঁরা নিয়ে যাবেন, তাঁরা ডলার-পাউন্ডে বকশিশ পাওয়ার লোভে বিদেশিদের নিয়ে যেতে যতটা আগ্রহী, দেশের লোকের প্রতি ততটাই উদাসীন। এদিকে কলকাতার উড়ানের সময় হয়ে আসছে। তখন ব্যাটারিচালিত গাড়িতে লিফট অব্দি ছেড়ে দিয়ে তাঁরা যাত্রীদের বলে যান, নেমে মালপত্র নিয়ে তাঁরা যেন নিজেরাই চলে যান। বন্ধুর সঙ্গে আর যে দুজন বয়স্ক মানুষ ছিলেন, তাঁদের একজন ক্যানসার রোগী। এই নিয়ে ইমিগ্রেশনে অভিযোগ জানালে তাঁরা এয়ার ইন্ডিয়ার ডেস্কে জানাতে বলে ঘাড় থেকে নামাতে চেষ্টা করেন। বরাতজোরে ইমিগ্রেশনের দুজন অফিসার এসে টিকিট স্ক্যান করে দেখে হুইলচেয়ার ইত্যাদির ব্যবস্থায় তৎপর হন। বেগতিক বুঝে তখন চেয়ার বাহকদেরও অন্য মূর্তি, বর্ষীয়ান যাত্রীরা অভিযোগ জানালে তাদের চাকরি নিয়ে টানাটানি হবে, অতএব.... দয়া করে যেন কিছু লিখবেন না, ম্যাডাম।

গত সপ্তাহজুড়ে কাগজে প্রতিদিন চোখে পড়েছে কোনও না কোনও উড়ানের আপৎকালীন অবতরণ, যান্ত্রিক গোলযোগের খবর, এয়ার ইন্ডিয়ার পক্ষ থেকে প্রচুর মার্জনাভিক্ষা এবং সহানুভূতি। যাত্রীরা যাতে বিমানযাত্রা থেকে মুখ না ফেরান, তার জন্যে পাল্লা দিয়ে ভাড়া কমাচ্ছে কোম্পানিগুলো। লক্ষ লক্ষ যাত্রীর প্রাণভোমরা সত্যি যাঁদের হাতে তাঁরা যদি একটু যত্নবান হন, তাহলে তো এই দুঃস্বপ্নগুলো আমরা অচিরে কাটিয়ে উঠতে পারি। নির্বিঘ্ন যাত্রাপথের আনন্দগান বেজে উঠতে পারে জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে।

(লেখক প্রবন্ধকার)

আজ

১৮৩৮

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

১৯১২

স্বাধীনতা সংগ্রামী জীবন ঘোষালের জন্ম আজকের দিনে।

আলোচিত

'২৬-এর ভোটে বিজেপি নাকি বাংলার ক্ষমতা দখল করবে বলছে। গতবারও ৭৭টা আসন পেয়েছিল। এবার ওরা ৫০-এর নীচে আটকে যাবে। আমি সচরাচর কোনও বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করি না। আর করলে ঈশ্বরের কৃপায় অল্প হলেও তা মিলে যায়।

- অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

ভাইরাল/১

হরিয়ানার এক বাসিন্দা সপরিবারে মানালিতে ছুটি কাটাতে গিয়ে গাড়ি পার্কিং নিয়ে বচসায় জড়ান। গোলমালে তাঁর স্ত্রী ও ৪ মাসের সন্তান আহত হয়। তিনি বলেন, 'মানালি পাকিস্তানের চেয়ে খারাপ। এখানে আসা উচিত নয়'।

ভাইরাল/২

দিল্লির দিকে এগোচ্ছে বন্দে ভারত। হঠাৎ ট্রেনের এসি ভ্যান থেকে জল পড়তে থাকে। যাত্রীদের সুটকেস, আসন ভিজে যায়। জল থেকে বাঁচতে এক যাত্রী রেইনকোট পরে নেন। অভিজাত ট্রেনের দৈন্যদশা দেখে হতাশ নেটদুনিয়া।

জনমন
জনমত

অকেজো পুলিশের ১০০ নম্বর

অতি সম্প্রতি শিলিগুড়ির চম্পাসারিতে ডাকাতদলের এটিএমে হানা এবং বিনা বাধায় প্রচুর টাকা লুটের ঘটনা জনমানসে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে। ১০০ নম্বরে যোগাযোগ করতে না পেরে সচেতন জনগণ সঠিক সময়ে পুলিশকে খবর দিতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছেন। শিলিগুড়িতে এই ঘটনা প্রথম নয়।

সাধারণত ১০০ নম্বরে যে কোনও অভিযোগ ২৪ ঘণ্টার ভেতরে যে কোনও সময় পুলিশকে জানানো যেতে পারে। কিন্তু শিলিগুড়িতে এই নম্বরে ফোন করলে অন্যরকম কিছু হয়। প্রথমত ফোনটা বাজবে না, বাজলেও কেউ ধরবেন না। যদি ধরেও ফেলেন প্রথমে তীব্র আওয়াজ আসবে। কিছু পরে একজন ভদ্রলোক গলায় একটা জমিদার জমিদার ভাব এনে আপনার নাম, ফোন নম্বর জানতে চাইবেন। অথচ তিনি টেকনিকালি সবটাই জানেন কলার আইডির সৌজন্যতে। যাইহোক, ধীরে ধীরে সবটা জানার পরে বিরক্তি নিয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে কী হয়েছে জানতে চাইবেন। ঠিক তারপরেই আপনাকে কোনও কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে, 'ঠিক আছে বলে দেওয়া হল, গাড়ি যাবে'- এই বলে ফোন কেটে দেবেন।

এবারে আপনি হয়তো ভেবেছিলেন আপনার নামটা যাতে গোপন রাখা হয় সেটি বলবেন, কিন্তু সুযোগই পাবেন না। এবার হবে কী, পুলিশ লোকেশনে গিয়েই আপনার নাম, ঠিকানা সবার সামনে বলতে শুরু করবে। ওখানেই আপনার শেষের শুরু। ভেবে দেখুন তারপরেও কেউ ১০০ নম্বরে ফোন করে কি অভাব-অভিযোগ জানাবেন?

এবার হল সার্ভারের গল্প। ফোন না ধরার কারণ হিসাবে ওই সার্ভার খারাপ হওয়ার কথা পুলিশ সবাইকে বলে। কীভাবে সেটা খারাপ হল, কে করল, কেন হল, কে সারাল- কিছুই বুঝতে বা জানতে পারবেন না। এসবের গল্প পুলিশ জানে না, বলার ঝুঁকিও নেয় না। কিন্তু এর ফলে সাধারণ মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক যে তলানিতে ঠেকেছে, সেটা পুলিশ খুব ভালোই জানে। ফলে পুলিশ কোনও খবর পায় না, মানুষজনও আর তেমন বিশ্বাস করেন না।

আমার মতে, হয় এই ১০০ নম্বর সঠিকভাবে নিয়ম মেনে চালু করুন। ভদ্রলোকদের ওখানে ডিউটি দিন। আর নয়তো ১০০ নম্বরের ল্যাটাই চুকিয়ে দিন। দিনের শেষে নিজের আয়টাকে একবার জাস্টিফাই করুন।

রথীন ঝা, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি।

পত্রলেখকদের প্রতি

যাঁরা জনমত বিভাগে মতামত জানিয়ে চিঠি পাঠাতে চান তাঁরা নিম্নলিখিত ই-মেল বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ব্যবহার করতে পারেন। নিজের এলাকা, রাজ্য, দেশ ও বিদেশের নানা বিষয়ে আপনার নিজের মতামত পাঠান। নিজের এলাকার সমস্যাদি নিয়ে বিশদে লিখতে পারেন। সঙ্গে ছবি পাঠালে ভালো হয়। এছাড়াও সরাসরি ডাকযোগেও চিঠি পাঠানো যাবে।

-ঃ ঠিকানা ঃ-
সম্পাদক, জনমত বিভাগ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি,
শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১

ই-মেল
janamat.ubs@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ
9735739677

স্বাস্থ্য নিয়ে খেলা কবে বন্ধ হবে

রাজ্যের কিছু নার্সিংহোমে কিছু রহস্যজনক কাজকর্ম চলে! সুস্থ রোগী অসুস্থ হয়ে পড়েন। বিল বাড়ে, প্রাণ বাঁচে না।

সুব্রতা ঘোষ রায়

সম্প্রতি আলিপুরদুয়ারের কিছু নার্সিংহোমে লাগামহীন সিজারের ঘটনা উত্তরবঙ্গ সংবাদে গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ হয়েছে। পড়লাম, যেখানে জেলায় ৩০ শতাংশ পর্যন্ত সিজারের অনুমতি মেলে, সেখানে আলিপুরদুয়ারে হচ্ছে ৪০ শতাংশ থেকে ৫০ শতাংশ।

সরকারি হাসপাতাল নিয়মনির্দেশিকা মেনে চললেও নার্সিংহোমগুলো এসবের তোয়াক্কা করে না। প্রশাসনেরও নজরদারি ও নিয়ন্ত্রণ কম। এই সুযোগে কিছু নার্সিংহোম প্রাণপণ চেষ্টা চালায় উপার্জন বাড়াতে। তাদের উপার্জনের অধিকাংশই আসে সিজার বেবির কেসে। নার্সিংহোমগুলো অবশ্য এই দাবি মেনে নেয় না। তারা সিজারের জন্য আগেই বাড়ির লোকের সম্মতিপত্র নিয়ে রাখে।

শুধু সিজার নয়, শুধু আলিপুরদুয়ার নয়। সব শহরের কিছু নার্সিংহোমে দীর্ঘদিন ধরেই চলছে নানা রহস্যময় ঘটনা। সোডিয়াম পটাসিয়ামের অনুপাতের কমবেশির জন্য ভর্তি হওয়া প্রবীণকে পরদিন দেখতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে, তাঁর কপালে ঘন কালো দাগ। ফুলে আছে। অথচ এটা রাজ্যের অন্যতম বিখ্যাত নার্সিংহোম। কীভাবে হল, কেন হল, রাতের নার্স বা আয়া কেউ বলতে পারেন না!

আবার কোথাও বাড়ির মানুষটির সাময়িক হাত-পা জ্বলার সমস্যায় স্ত্রী কাছাকাছি নামী নার্সিংহোমে নিয়ে গিয়েছেন। তাঁকে তৎপরতায় নেওয়া হয় আইসিইউতে। এবার একজন অমায়িক ইউরোলজিস্ট, যিনি একাধারে সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালের সঙ্গে যুক্ত, বাড়ির লোককে বলেন, রোগীর সিস্টোস্কপি করে নিলে ভালো। যে মেশিন ডাক্তারের সঙ্গেই আছে। আনাড়ি পরিবার সম্মতি দেয়। ডাক্তারবাবু তখন বলেন, 'এই বিল নার্সিংহোমের সঙ্গে করবেন না। এটা আমাকে আলাদা দেবেন।'

পরে জানা যায়, তা খুব ব্যথাদায়ক পরীক্ষা, যার রেশ বেশ কিছুদিন থাকে। শেষমেশ রোগ শনাক্ত হয়- ভিটামিন বি-১২'এর স্বল্পতা। বাড়ির লোককে বোকা বানিয়ে এথিকসের তোয়াক্কা না করে পরিবারের মানসিক দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়ে চলে নানা ফন্দিফিকির!

হাওড়ার ঘটনা। সদ্যোজাত সন্তানকে রাতে কিছুক্ষণের জন্য নার্স কোথাও নিয়ে যান। তারপর দিয়ে যান মায়ের কাছে। শিশুটি কাঁদতে থাকে। মাকে বলা হয়, ব্রেস্টফিড করান। এবার শিশুটির নাকমুখ থেকে রক্ত বেরোতে থাকে। নার্সিংহোমে চিকিৎসা চলে, কিন্তু শিশুটি বাঁচে না!

বর্ধমানের ঘটনা। শ্বাসকষ্টজনিত অসুবিধেয় নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। অক্সিজেন দিয়ে মোটামুটি ঠিক। নার্সিংহোমের তরফে বলা হয়, একটা রাত থাক, কাল ছুটি। রাত দুটোয় বাড়িতে ফোন আসে। ইমার্জেন্সি, শিগগির আসুন, ভেন্টিলেশনে দিতে হবে, সই করে যান। ভেন্টিলেশনে যাওয়ার আগে রোগী বলেন, 'ওরা আমার সঙ্গে কী করেছে, আমি পরে বলব। আমি এত অসুস্থ ছিলাম না।'

ক'দিন ভেন্টিলেশনে থেকে তিনি চিরতরে চলে যান। পরিবার পরে জানতে পারে, এরকম মধ্যরাতে ফোনের ঘটনা এই নার্সিংহোমে মাঝে মাঝেই হয়। মোটামুটি সুস্থ হয়ে ওঠা এমন রোগীকে কিছু ইনজেকশন দিয়ে অবস্থা খারাপ করে দেওয়া হয়। শুধু ভেন্টিলেশন বা আইসিইউতে নিতে। ডাক্তাররা করেন না, করে নার্সিংহোমের রাতের কিছু ট্রেনিং প্রাপ্ত মানুষ। এদের কিছু বলতে গেলে ভবিষ্যতে নানা অশান্তির মুখোমুখি হতে হবে। এই বিষয়টি প্রশাসন ভাবুক তাঁদের মস্তিষ্ক, মনন ও অনুভব দিয়ে। দরকারে এই বিষয়ে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে একটি টাস্ক ফোর্স হোক। যাতে মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের জন্য চিকিৎসার মতো মহান পরিষেবা কালিমালিপ্ত না হয়।

(লেখক শিলিগুড়ির ভূমিকন্যা। সাহিত্যিক)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪১৭৬

১		২	★	৩			
	★	৪			★	★	★
	★		★	৫		৬	
৭	৮	★	★		★		★
★		★	৯	★	★	১০	১১
১২				★	১৩	★	
★	★	★	১৪			★	
১৫				★	১৬		

পাশাপাশি : ১। বিবর্ণ হয়নি, এখনও উজ্জ্বল ৩। চৈতন্যের সহধর্মিণী ৪। সম্মান বা খ্যাতি ৫। শ্রীকৃষ্ণের তৃতীয় স্ত্রী ৭। পরিমাণবাদক শব্দ ১০। এমিল জোলার বিখ্যাত উপন্যাস ১২। পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যাওয়া ১৪। তাল ও লয়ের সংগতিহীন ১৫। স্পেনের কিংবদন্তি চলচ্চিত্রকার ১৬। লাল ডাঁটা শাক।

উপর-নীচ : ১। পুরোনো গাড়িকে নিয়ে বিখ্যাত বাংলা সিনেমা ২। পার্বত্য এলাকা বা পাহাড়িয়া ৩। ভয়বিহ্বলতা বা সাড়হীনতা ৬। বোনের ছেলে ৮। যে টাকাপয়সা চুরি করেছে ৯। এই ফলের ইংরেজি নাম উড অ্যাপেল ১১। ঋত্বিক ঘটকের প্রথম সিনেমা ১৩। শিবের গাজন উপলক্ষ্যে লোকগান।

সমাধান ■ ৪১৭৫

পাশাপাশি : ২। বনবিবি ৫। মাদক ৬। বেগরবাই ৮। সাধ ৯। দানা ১১। অমৃতসর ১৩। বিলয় ১৪। কানখাড়া।

উপর-নীচ : ১। হুমায়ুন ২। বক ৩। বিরাগ ৪। বিলাই ৬। বেধ ৭। রমনা ৮। সাবুত ৯। দার ১০। নারায়ণী ১১। অব্যর্থ ১২। সজ্জন ১৩। বিড়া।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

গগনযানে চোখ রেখে শুভাংশুর অগ্নিপরীক্ষা

নয়াদিল্লি, ২৫ জুন : রাকেশ শর্মাকে ছুঁয়ে মহাকাশে দ্বিতীয়বার ইতিহাস গড়লেন শুভাংশু শুক্লা। ভারতের মহাকাশচর্চায় দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক মানব মহাকাশ অভিযানের তকমা পেল অ্যাক্সিয়ম-৪ মিশন। এই অভিযানের অংশ হিসাবে আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে (আইএসএস) একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার কথা রয়েছে শুভাংশুর। এই পরীক্ষাগুলির ফলাফল ভারতের প্রস্তাবিত গগনযান অভিযানের প্রস্তুতিতেও কাজে লাগবে।

ইসরোর গগনযান ভারতের প্রথম স্বদেশি মানব মহাকাশ মিশন। এই মিশনে মাটি থেকে ৪০০ কিমি উচ্চতায় পৃথিবীর কক্ষপথে ৩ জন ভারতীয়কে পাঠানো হবে। ২০২৬ সালে এই অভিযান হবে। গগনযান অভিযানের দিকে চোখ রেখে শুভাংশু যে পরীক্ষাগুলি চালাবেন তা হল -

মাইক্রোগ্র্যাভিটিতে ফসল উৎপাদন

মহাকাশে মুগ ডাল ও মেথির মতো ভারতীয় 'সুপারফুড' চাষ করবেন শুভাংশু। মহাকর্ষশূন্য পরিবেশে বীজ অঙ্কুরোদ্গম ও গাছের বৃদ্ধিতে কী প্রভাব পড়ে, তা বিশ্লেষণ করা হবে। এর মাধ্যমে ভারতের জন্য উপযোগী মহাকাশ খাদ্যব্যবস্থা তৈরি করা ও টেকসই খাদ্য উৎপাদনের উপায় খুঁজে বের করার চেষ্টা চলছে, যা চাঁদ বা মঙ্গলে দীর্ঘমেয়াদি অভিযানে কাজে লাগবে।

শরীরে পেশি ক্ষয় ও শারীরবৃত্তীয় পরিবর্তন

এই পরীক্ষায় দেখা হবে মহাকাশে মানুষের কোষ কীভাবে বয়স ধরে বা পেশির ক্ষয় হয়। এই তথ্য মহাকর্ষহীন পরিবেশে মহাকাশচারীদের স্বাস্থ্যরক্ষা ও ভবিষ্যতের গগনযান অভিযানের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

মানসিক স্বাস্থ্য ও মানসিক দক্ষতা

মহাকাশে কম্পিউটারের সামনে দীর্ঘসময় কাটালে মানসিক স্বাস্থ্য ও চিন্তাশক্তিতে কী প্রভাব পড়ে তা জানতে গবেষণা চালানো হবে। ফলে মহাকাশচারীদের জন্য আরও ভালো মানসিক সহায়তা ও কাজের পরিবেশ তৈরি করা সম্ভব হবে।

জীবাণুর আচরণ ও জীবনধারণ ব্যবস্থা

মহাকাশে ক্ষুদ্র জীবাণু কীভাবে আচরণ করে ও সেগুলি দিয়ে কীভাবে খাবার হিসেবে শৈবাল চাষ করা যায়, তা নিয়ে পরীক্ষা হবে। এর মাধ্যমে মহাকাশযাত্রীদের পুষ্টিকর খাবার সরবরাহ ও জীবনধারণের ব্যবস্থা আরও উন্নত করা সম্ভব হবে।

টার্ডিগ্রেডের (জলভালুক) টিকে থাকার কৌশল

টার্ডিগ্রেড নামের ক্ষুদ্রপ্রাণী মহাকাশের চরম পরিবেশেও বেঁচে থাকতে পারে। তাদের ওপর গবেষণা করে মানুষের শরীরে কীভাবে জৈবিক সহনশীলতা বাড়ানো যায়, তা বোঝার চেষ্টা হবে। এই পরীক্ষা ভবিষ্যতে মহাকাশ অভিযানে সহায়ক হবে।

গর্বের মুহূর্তে চোখে জল শুভাংশুর বাবা-মায়ের। বুধবার লখনউতে।

জরুরি অবস্থা জারির ৫০ বছর, বিজেপি-কংগ্রেস চাপানউতোর

সংবিধান হত্যা দিবস পালন

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২৫ জুন : ১৯৭৫ সালের ২৫ জুন দেশে জরুরি অবস্থা জারি করেছিল তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধির সরকার। সেই ঘটনার ৫০ বছর পূর্তিতে বুধবার দেশজুড়ে 'সংবিধান হত্যা দিবস' পালন করে বিজেপি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার এক বৈঠকে জরুরি অবস্থার নিন্দা করে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। পাশাপাশি জরুরি অবস্থার বিরুদ্ধে মোদির লড়াইয়ের কাহিনী লিপিবদ্ধ করে এদিন একটি বই-ও প্রকাশ করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। 'দ্য এমার্জেন্সি ডায়ারিস : ইয়ার্স দ্যাট ফর্জড এ লিডার' নামে ওই বইয়ে তরুণ বয়সে মোদির সঙ্গে যাঁরা যুক্ত ছিলেন তাঁদের বক্তব্য রয়েছে। মোদি কীভাবে গণতন্ত্রের জন্য লড়াই করেছিলেন, গণতন্ত্রকে বাঁচিয়ে রাখতে তিনি কী কী কাজ করেছেন, সেই আখ্যানও রয়েছে ওই বইয়ে। স্বাভাবিকভাবেই জরুরি অবস্থা জারির ৫০ বছরে বিজেপির এহেন আগ্রাসী প্রচারের বিরুদ্ধে স্বাভাবিকভাবেই তোপ দেগেছে কংগ্রেস। 'সংবিধান হত্যা দিবস' নামের যুক্তি নিয়েও প্রশ্ন তোলা হয়েছে।

এদিন প্রধানমন্ত্রী এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'আজ ভারতের গণতান্ত্রিক ইতিহাসের অন্ধকারতম অধ্যায়গুলির অন্যতম জরুরি অবস্থা জারির ৫০ বছর হল। ভারতের মানুষ এই দিনটিকে সংবিধান হত্যা দিবস বলে চিহ্নিত করেছে। এই দিনে ভারতের সংবিধানে বর্ণিত মূল্যবোধগুলিকে সরিয়ে রাখা হয়েছিল, মৌলিক অধিকারগুলিকে বরখাস্ত করা হয়েছিল, সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া হয়েছিল এবং একাধিক রাজনৈতিক নেতা, সমাজকর্মী, পড়ুয়া ও সাধারণ নাগরিকদের জেলবন্দি করা হয়েছিল। তৎকালীন কংগ্রেস সরকার গণতন্ত্রকে গ্রেপ্তার করেছিল।' যাঁরা গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের লড়াইয়ে নেমেছিলেন তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধাও জানান মোদি। অপরদিকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-র তোপ, 'জরুরি অবস্থার যাতে পুনরাবৃত্তি না হয় সেইজন্য তার স্মৃতিকে সবসময় বাঁচিয়ে রাখতে হবে। তবেই দেশের তরুণ প্রজন্ম সংস্কৃতিমনা এবং সংগঠিত হতে পারবে।' বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডা বলেন, 'কংগ্রেসের স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদ হয়েছিল, তা নিছক রাজনৈতিক ছিল না। সেটি ছিল ভারতের আত্মা ও সংবিধান রক্ষার এক গণ আন্দোলন, যেখানে বহু দেশপ্রেমিক তাঁদের জীবন বিপন্ন করে লড়েছিলেন।'

মোদি-শা-র আক্রমণের জবাবে গত ১১ বছরে দেশে কীভাবে অঘোষিত জরুরি অবস্থা চলছে তা জানিয়ে একটি বিবৃতি জারি করেন কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ। পরে ইন্দিরা ভবনে এক সাংবাদিক বৈঠকে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে বলেন, 'দেশে এখন অঘোষিত জরুরি অবস্থা চলছে। যে সরকার নিজের বিরোধিতা সহ্য করতে পারে না, ভিন্নমতের জায়গা রাখে না, তারা কীভাবে সংবিধান রক্ষার কথা বলছে? সংবিধান হত্যা দিবস' আসলে শাসকদলের অপশাসন ও ব্যর্থতা আড়াল করার রাজনৈতিক নাটক।' খাড়গে বলেন, 'মোদি সরকার দেশে অভিব্যক্তির স্বাধীনতা হরণ করেছে এবং মূল্যবৃদ্ধি, বেকারত্ব, দুর্নীতি ও অর্থনৈতিক অস্থিরতার মতো প্রকৃত সমস্যাগুলি থেকে মানুষের নজর ঘোরাতেই জরুরি অবস্থা ইস্যুকে সামনে আনছে।' তাঁর কটাক্ষ, 'যে সরকার মণিপুরের মতো সংকটপূর্ণ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সম্পূর্ণ ব্যর্থ, তারা কীভাবে গণতন্ত্র রক্ষার দাবি করে?'

এর আগে 'সংবিধান হত্যা দিবস' নাম নিয়ে আগেই আপত্তি তুলেছিলেন তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দেশে অঘোষিত জরুরি অবস্থা চলছে বলেও তোপ দেগেছিলেন তিনি। এদিকে শিবসেনা (ইউবিটি) নেতা সঞ্জয় রাউত বলেন, 'সংবিধানকে পূর্ণ সম্মান জানিয়েই ইন্দিরা গান্ধি সেদিন জরুরি অবস্থা জারি করেছিলেন। গণতন্ত্রে জরুরি অবস্থার সাংবিধানিক স্বীকৃতি আছে। কাজেই একে কিছুতেই সংবিধান হত্যা দিবস বলা যায় না।'

মোদি সরকার দেশে অভিব্যক্তির স্বাধীনতা হরণ করেছে এবং মূল্যবৃদ্ধি, বেকারত্ব, দুর্নীতি ও অর্থনৈতিক অস্থিরতার মতো প্রকৃত সমস্যাগুলি থেকে মানুষের নজর ঘোরাতেই জরুরি অবস্থা ইস্যুকে সামনে আনছে।
মল্লিকার্জুন খাড়গে

ভারতের গণতান্ত্রিক ইতিহাসের অন্ধকারতম অধ্যায়গুলির অন্যতম জরুরি অবস্থা জারির ৫০ বছর হল। তৎকালীন কংগ্রেস সরকার গণতন্ত্রকে গ্রেপ্তার করেছিল।
নরেন্দ্র মোদি

সংবিধানকে পূর্ণ সম্মান জানিয়েই ইন্দিরা গান্ধি সেদিন জরুরি অবস্থা জারি করেছিলেন। গণতন্ত্রে জরুরি অবস্থার সাংবিধানিক স্বীকৃতি আছে। কাজেই একে কিছুতেই সংবিধান হত্যা দিবস বলা যায় না।
সঞ্জয় রাউত

অভিনন্দনের আটককারী সেই পাক অফিসার হত

ইসলামাবাদ, ২৫ জুন : ২০১৯ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানের বালাকোটে জঙ্গিশিবির ধ্বংসে ভারতীয় বায়ুসেনা অভিযান চালিয়েছিল। পালটা হামলায় ভারতের আকাশসীমা লঙ্ঘন করেছিল পাক বিমান। পাকিস্তানের একটি এফ-১৬ বিমানের পিছু ধাওয়া করেছিলেন ভারতীয় বায়ুসেনার উইং কমান্ডার অভিনন্দন বর্তমান। পাক ফাইটার জেট থেকে গুলি করে তাঁর মিগ-২১ বাইসন বিমানকে নামানো হয়। তিনি পড়েন জম্মু ও কাশ্মীর নিয়ন্ত্রণরেখার ওপারে। পাক সেনার মেজর মোইজ আব্বাস শাহ অভিনন্দনকে বন্দি করেন। সেই মেজরই জঙ্গিদের সঙ্গে মোকাবিলায় নিহত হলেন। পাকিস্তানের নিষিদ্ধ

সংগঠন তেহরিক-ই তালিবান পাকিস্তান (টিটিপি)-এর সঙ্গে লড়াইয়ে মারা গিয়েছেন মেজর আব্বাস। ঘটনাটি ঘটেছে খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশে।

মঙ্গলবার পাক সেনা জানিয়েছে, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশের দক্ষিণাঞ্চলে অভিযানে নামে সেনাবাহিনী। তাদের কাছে খবর ছিল, ওয়াজিরিস্তানে লুকিয়ে রয়েছে কয়েকজন জঙ্গি। সেইমতো সেনাবাহিনী তল্লাশি শুরু করে। দু'তরফের গুলির লড়াইয়ে ১১ জন জঙ্গি মারা পড়েছে। মৃত্যু হয়েছে দুই পাক সেনার। তাঁদেরই একজন হলেন মেজর মোইজ আব্বাস শাহ। তদানীন্তন পাক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান অবশ্য 'শান্তির ইঙ্গিত' হিসেবে অভিনন্দন বর্তমানকে মুক্তি দিয়েছিলেন।

জম্মুর তবী নদীতে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী। বুধবার।

বছরে ২ বার বোর্ড পরীক্ষায় বসার সুযোগ

নয়াদিল্লি, ২৫ জুন : জাতীয় শিক্ষানীতির সঙ্গে সংগতি রেখে দশম শ্রেণির বোর্ড পরীক্ষার্থীদের জন্য বিধি বদল করল সিবিএসই। এর ফলে একটি শিক্ষাবর্ষে ২ বার পরীক্ষায় বসার সুযোগ পাবেন সিবিএসই-র দশম শ্রেণির ছাত্রছাত্রীরা। ২০২৬ থেকে নতুন নিয়ম কার্যকর হবে। বুধবার বোর্ডের তরফে জানানো হয়েছে, ২টি পরীক্ষার মধ্যে প্রথমটি হবে বাধ্যতামূলক এবং দ্বিতীয়টি ঐচ্ছিক। আগামী বছর থেকে চালু হওয়া নিয়মে ফেব্রুয়ারিতে আয়োজিত

সিবিএসই

বোর্ড পরীক্ষায় দশম শ্রেণির সব পরীক্ষার্থীর অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক। ওই পরীক্ষায় যারা বসবে তাদের মধ্যে কেউ আরও ভালো ফল করতে চাইলে দ্বিতীয়বার পরীক্ষায় বসতে পারবে। দ্বিতীয় ধাপের ঐচ্ছিক পরীক্ষা হবে মে মাসে। সিবিএসই-র পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক সান্যম ভরদ্বাজ বলেন, 'প্রথম ধাপটি ফেব্রুয়ারিতে এবং দ্বিতীয় ধাপটি মে মাসে অনুষ্ঠিত হবে। দুটি ধাপের ফলাফল যথাক্রমে এপ্রিল এবং জুনে প্রকাশ করা হবে।' তাঁর বক্তব্য, 'প্রথম ধাপে পরীক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক। দ্বিতীয় ধাপটি ঐচ্ছিক। শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞান, গণিত, সামাজিক বিজ্ঞান এবং ভাষাগুলির মধ্যে যে কোনও তিনটি বিষয়ে ফল উন্নত করার অনুমতি দেওয়া হবে।'

বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে মউ স্বাক্ষর

নয়াদিল্লি, ২৫ জুন : শিক্ষা, চিকিৎসা, যোগ, আয়ুর্বেদ, দক্ষতা উন্নয়ন সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশের ৩টি প্রথমসারির বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে মউ স্বাক্ষর করেছে পতঞ্জলি বিশ্ববিদ্যালয় এবং পতঞ্জলি গবেষণা সংস্থা। এই অনুষ্ঠানে মধ্যপ্রদেশের ছিন্দওয়াড়ার রাজা শংকর শাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ইন্দ্রপ্রসাদ ত্রিপাঠী, ছত্তিশগড়ের দুর্গস্থিত হেমচাঁদ যাদব বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাদার্য সঞ্জয় তিওয়ারি এবং মধ্যপ্রদেশের মহাত্মা গান্ধি চিত্রকুট গ্রামোদয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ভরত মিশ্র উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে পতঞ্জলির ইতিহাস, উদ্ভিদবিদ্যা, রোগ নির্ণয়, বিশ্ব ভেষজ সংহিতা সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন পতঞ্জলি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আচার্য বালকৃষ্ণ। তিনি বলেন, 'আমরা আত্মবিশ্বাসী যে, কৃষি বিপ্লব, যোগ বিপ্লব এবং শিক্ষা বিপ্লবের লক্ষ্যে শুরু হওয়া এই যাত্রা দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষের উপকার করবে।'

বাজার ঊর্ধ্বমুখী

মুম্বই, ২৫ জুন : ইরান-ইজরায়েল সংঘাত স্তিমিত হতেই ফের ঘুরে দাঁড়াল ভারতীয় শেয়ার বাজার। বুধবার বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জের সূচক সেনসেক্স ৭০০.৪ পয়েন্ট উঠে ৮২৭৫৫.৫১ পয়েন্টে পৌঁছেছে। একইভাবে ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জের সূচক নিফটি ২০০.৪ পয়েন্ট উঠে থিতু হয়েছে ২৫২৪৪.৭৫ পয়েন্টে।

চোর সন্দেহে তরুণকে জুতোর মালা পুলিশের

জম্মু, ২৫ জুন : পুলিশের কাজ কী? দুষ্টের দমন এবং শিষ্টের পালন। পুরোটাই তাদের করতে হয় আইন মেনে। কিন্তু ক্যাঙারু কোর্টের ধাঁচে পুলিশই যদি অপরাধীদের বিচার করা শুরু করে তাহলে প্রশ্ন উঠতে বাধ্য। অথচ জম্মুর বক্সীনগরে পুলিশ যা করেছে তাতে উর্দিধারীদের কর্তব্যপরায়ণতা এখন কাঠগড়ায়। মঙ্গলবার চোর সন্দেহে এক কাশ্মীরি তরুণকে আটক করে তার গলায় জুতোর মালা পরিয়ে, গাড়ির বনেটের সঙ্গে বেঁধে গোটা বক্সীনগরে ঘোরানো হয়। সেই ভিডিও সমাজমাধ্যমে ভাইরালও হয়েছে।

ওই তরুণই যে চোর সেটা প্রমাণিত হওয়ার আগেই বক্সীনগরের স্টেশন হাউস অফিসার (এসএইচও) আজাদ মানহাসের এমন আচরণ ঘিরে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠেছে। ইতিমধ্যে বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ২০১৭ সালে ঠিক এমনটাই ঘটেছিল কাশ্মীরে। বুদগামে পাথরছোড়া বিক্ষোভের মুখে ফারুক আহমেদ দার নামে এক ব্যক্তিকে মানবঢাল হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন ভারতীয় সেনার মেজর লিটুল গগৈ।

মানহাস বলেছেন, '৬ জুন একটি হাসপাতাল থেকে ৪০ হাজার টাকা ডাকাতি হয়েছিল। সেই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত ছিল ওই তরুণ। আমি তাকে ধরে টাকা ফেরত দিতে বলি। কিন্তু সেই কথা শুনে সে আমার হাতে ছুরি বা ব্লেড দিয়ে আঘাত করে। পালানোর চেষ্টা করে। আমি পিছু ধাওয়া করে তাকে ধরে ফেলি।' পুলিশকর্মীরা ওই তরুণকে বেধড়ক মারধরও করে। জামাকাপড় খুলে দেওয়া হয়।

আইনের রক্ষকরা যেভাবে একজনকে স্রেফ অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেপ্তার করে ক্যাঙারু কোর্টের মতো বিচার করেছে তাতে প্রশ্ন তুলেছেন অনেকে। আইনজীবী মহসিন দার বলেন, 'বিষয়টি মানবাধিকার লঙ্ঘনের শামিল। অভিযুক্তের সঙ্গে যদি এরকম আচরণ করা হয় তাহলে পুলিশের থাকার দরকার কী। এই ধরনের ব্যাপার তো সাধারণ জনতার হাতে ছেড়ে দিলেই হয়। এটা অত্যন্ত চিন্তার বিষয়।' ল্যাংগেটের বিধায়ক শেখ খুরশিদ জানিয়েছেন, যে পুলিশ আধিকারিকরা এই ঘটনার সঙ্গে তাঁদের বিরুদ্ধে তদন্ত করা হোক। সূত্রের খবর, ওষুধ কিনতে গিয়ে ৪০ হাজার টাকা চুরি করার অভিযোগ উঠেছিল ওই তরুণের বিরুদ্ধে।

খাড়গের টিপ্পনী শুনে পালটা থারুরের

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২৫ জুন : কংগ্রেসের আপত্তি উড়িয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির আহ্বানে বিদেশে একটি সর্বদলীয় প্রতিনিধি দলকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন শশী থারুর। দল সতর্ক করার পরও প্রধানমন্ত্রীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হতে শোনা গিয়েছে তিরুবনন্তপুরমের কংগ্রেস সাংসদকে। বারবার একই ঘটনার পুনরাবৃত্তির পর বুধবার থারুরের নাম না করে তাঁকে লক্ষ্মণরেখা দেখিয়ে দিলেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। কংগ্রেসের সদর দপ্তরে এক সাংবাদিক বৈঠকে তিনি বলেন, 'আমাদের কাছে দেশ প্রথম। কিন্তু কারও কারও কাছে মোদিই প্রথম, দেশ তারপর। এতে আমাদের কী করার আছে?' থারুর অবশ্য খাড়গের এই বক্তব্যকে পাত্তা দিতে নারাজ। উলটে কৌশলী জবাব দিয়ে তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন, তিনি স্বাধীনচেতা। কাজেই তিনি কী করবেন আর কী করবেন না তার জন্য দলের হাইকমান্ডের অনুমতি নেবেন না।

সম্প্রতি একটি উত্তর সম্পাদকীয় নিবন্ধে মোদির প্রশংসা করে থারুর লিখেছিলেন, মোদির ঐক্যের শক্তি, স্পষ্ট যোগাযোগের কার্যকারিতা এবং সুগঠিত কূটনৈতিক চিন্তাভাবনা ভারতকে ক্রমশ সমৃদ্ধ করছে। প্রধানমন্ত্রীর কাজের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছিলেন তিনি। খাড়গের বক্তব্যের জবাবে এদিন এক্স হ্যান্ডেলে থারুর একটি পাখির ছবি পোস্ট করেছেন। তাতে তিনি লিখেছেন, 'ওড়ার জন্য কারও অনুমতি চেয়ো না। ডানাগুলি তোমার। আর আকাশটা কারও একার নয়।' থারুরের কথায় স্পষ্ট, কংগ্রেস হাইকমান্ডের সঙ্গে তাঁর দূরত্ব আরও বাড়ছে। খাড়গেকে এদিন থারুরের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, 'কীভাবে ইংরেজি পড়তে হয় আমি তা জানি না। ইংরেজির ওপর ওঁর খুব ভালো দখল আছে। সেই কারণেই আমরা ওঁকে ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য করেছি।' খাড়গের সপাট জবাব, 'মানুষ যা খুশি লিখতে পারেন। এসবের মধ্যে আমরা নাক গলাতে চাই না। আমরা দেশের ঐক্য চাই। দেশের জন্য আমাদের লড়াই চলবে। ওয়ার্কিং কমিটিতে ৩৪ জন সদস্য আছেন, ৩০ জন বিশেষ আমন্ত্রিত আছেন। প্রত্যেকের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি আছে। উনি (থারুর) যা বলেছেন, সেটা ওঁর ব্যক্তিগত মতামত। আমরা দেশসেবায় নিয়োজিত। কেউ যদি অন্য কিছু নিয়ে ব্যস্ত থাকেন তাহলে সেটা তাঁর কাছ থেকেই জানা যাবে।' কংগ্রেস নেতা কেসি বেণুগোপাল বলেন, 'আপনারা যেভাবে খুশি ব্যাখ্যা করতে পারেন। আপনারা চান দল থেকে যেন ওঁকে বের করে দেওয়া হয়। ভিন্ন মত থাকা সত্ত্বেও ওঁকে সিডবলিউসি-তে রাখা হয়েছে। এটাই কংগ্রেসের বিশেষত্ব।'

এসসিও-তে রাজনাথ

নয়াদিল্লি, ২৫ জুন : গালওয়ান সংঘর্ষের পর এই প্রথম চিনে পা পড়ছে কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের। সীমান্ত নিয়ে চিনের সঙ্গে ভারতের বিরোধ থাকলেও বর্তমানে পরিস্থিতি অনেকটা স্থিতিশীল।

এই আবহে বিশ্ব থেকে সন্ত্রাস উপড়ে ফেলে শান্তি ও স্থিতিশীলতার জন্য যৌথ, ধারাবাহিক ও বিভিন্ন দেশের সমন্বিত পদক্ষেপের প্রয়োজনীয়তায় জোর দিচ্ছে ভারত। তাঁর দেশের এই দৃষ্টিভঙ্গী সাংহাই সম্মেলনে রাজনাথ তুলে ধরবেন বলে জানিয়েছেন। চিনের কিংডাওয়ে সাংহাই সহযোগিতা সংস্থার (এসসিও) সম্মেলনে বিশ্বের ১০ দেশের প্রতিরক্ষামন্ত্রী যোগ দিচ্ছেন।

পাকিস্তানের মদতপুষ্ট আন্তঃসীমান্ত সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ইসলামাবাদকে নতুন করে কূটনৈতিক চাপের মুখে ফেলতেও তৎপর রাজনাথ। তিনি জানিয়েছেন, এসসিও-র মঞ্চে সন্ত্রাসদমনে জোরদার চেষ্টা চালানোর ডাক দেবেন।

রাজনাথ এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'এসসিও-র প্রতিরক্ষামন্ত্রীদের বৈঠকে যোগ দিতে কিংডাওয়ের উদ্দেশে রওনা হচ্ছি। ওখানে বিভিন্ন দেশের প্রতিরক্ষামন্ত্রীদের কাছে নানা ইস্যু তুলে ধরার সুযোগ রয়েছে। আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা নিয়ে ভারতের চিন্তা-ভাবনা তুলে ধরব।'

এসসিও বৈঠক চলবে ২৭ জুন পর্যন্ত। ভারতের পাশাপাশি আয়োজক চিনের সঙ্গে বৈঠকে অংশ নিচ্ছে রাশিয়া, বেলারুশ, ইরান, পাকিস্তান, তাজিকিস্তান, উজবেকিস্তান, কিরঘিজস্তান, কাজাখস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রীরা।

ধ্বংস নয়, মাসকয়েক পিছিয়েছে ইরানের পরমাণু কর্মসূচি

গোয়েন্দা রিপোর্ট মানতে নারাজ ট্রাম্প, 'পাশে' তেহরান

ওয়াশিংটন ও তেহরান, ২৫ জুন: ইজরায়েলের ধারাবাহিক হামলা এবং মার্কিন সেনার বাংকার বাস্টার বোমার আঘাত সহ্য করেও টিকে গিয়েছে ইরানের পরমাণু কর্মসূচি। গত ১২ দিন ধরে চলা সংঘাত সেই কর্মসূচিকে কয়েক মাস পিছিয়ে দিয়েছে মাত্র। মোটের ওপর অক্ষত রয়েছে ইরানের মূল পারমাণবিক পরিকাঠামো। মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থার প্রাথমিক রিপোর্টে এমনটাই জানানো হয়েছে। সংবাদমাধ্যমে রিপোর্টের কথা প্রকাশিত হতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। মঙ্গলবার তিনি দাবি করেছিলেন আমেরিকার বাংকার বাস্টার ইরানের পরমাণু কর্মসূচিকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছে। বুধবারও সেই অবস্থানে অনড় রয়েছেন তিনি।

তাৎপর্যপূর্ণভাবে ট্রাম্পের বক্তব্যেই সিলমোহর দিয়েছে ইরান। মার্কিন গোয়েন্দা রিপোর্টের বিপরীতে ইরান সরকার জানিয়েছে, আমেরিকার হামলায় তাদের পরমাণুকেন্দ্রগুলির ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। ইরানের বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র ইসমাইল বাঘাই বলেন, 'আমাদের পারমাণবিক পরিকাঠামো যে প্রচণ্ডভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তা নিয়ে সন্দেহ নেই।'

ন্যাটো বৈঠকের ফাঁকে ইউক্রেন প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কির সঙ্গে ডোনাল্ড ট্রাম্প। বুধবার দ্য হেগে।

ট্রুথ সোশ্যালে ট্রাম্প লিখেছেন, 'ইজরায়েল ও ইরান দু-পক্ষই যুদ্ধ বন্ধ করার ব্যাপারে সমানভাবে আগ্রহী ছিল। সবকটি পারমাণবিক পরিকাঠামো ধ্বংস করার পর যুদ্ধে রাশ টানা আমার কাছে খুব সম্মানের ব্যাপার।' এদিন এক সাংবাদিক তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন, 'ইরান যদি পরমাণু বোমা বানানোর চেষ্টা করে তাহলে আমেরিকা কি সেখানে ফের হামলা চালাবে?' জবাবে ট্রাম্প বলেন, 'অবশ্যই। তবে এত কিছুর পর ওরা (ইরান) কি বোমা তৈরির চেষ্টা করবে?' তিনি আরও বলেন, 'ওরা কিছুতেই বোমা বানাতে পারবে না। ইউরেনিয়াম শোধন করতেও দেওয়া হবে না।' ইজরায়েল, ইরানকে নিয়ে তাঁর মূল্যায়ন, 'ওরা স্কুলপড়ুয়া বাচ্চাদের মতো। ওদের মধ্যে তুমুল ঝগড়া হয়েছে। স্কুলের উঠোনে দুটো বাচ্চার মতো ওরা ঝগড়া-মারামারি করছে। তুমি ওদের থামাতে পারবে না। দু-তিন মিনিট ঝগড়া করতে দাও। তাহলে ওদের থামানো সহজ হবে।'

সংবাদমাধ্যমে উল্লিখিত ৫ পাতার গোয়েন্দা রিপোর্ট নিয়ে একটি বিবৃতি জারি করেছে হোয়াইট হাউস। সেখানে আমেরিকার ২টি সংবাদ সংস্থার নাম করে বলা হয়েছে, 'সংস্থাগুলি বিভ্রান্তিকর খবর পরিবেশন করছে। এই ধরনের প্রতিবেদন আমেরিকাকে দুর্বল করার ষড়যন্ত্রের অংশ। সংশ্লিষ্ট সংবাদমাধ্যমগুলি মার্কিন সেনাবাহিনীর সবচেয়ে সফলতম অভিযানগুলির একটিকে লঘু করে দেখানোর চেষ্টা করেছে। ইরানের পারমাণবিক কেন্দ্রগুলি পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গিয়েছে।' ট্রাম্প সরকারের অবস্থানকে সমর্থন করেছে ইজরায়েল। সেদেশের অর্থমন্ত্রী বেজালেল স্মোট্রিচ বলেন, 'হামলায় ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচির ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। তবে এর পরিমাণ নির্ধারণ করতে কয়েকদিন সময় লাগবে।'

গোয়েন্দা রিপোর্টটি সম্পর্কে অবগত ট্রাম্প সরকারের এক শীর্ষস্থানীয় গোয়েন্দা কর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে আমেরিকার একটি সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, ইরানের ফোর্দো, নাতাঞ্জ এবং ইসফাহান পরমাণুকেন্দ্রে হামলা চালিয়েছে মার্কিন ও ইজরায়েলি ফৌজ। এর ফলে ফোর্দো ও নাতাঞ্জের প্রবেশপথগুলি বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কেন্দ্রগুলির ভালো রকম ক্ষয়ক্ষতিও হয়েছে। কিন্তু সবকটি কেন্দ্রের ভূগর্ভস্থ মূল ভবনগুলি অক্ষত রয়েছে। সেগুলি এখনও ব্যবহার করা যেতে পারে। পাশাপাশি ইরানের বিশুদ্ধ ইউরেনিয়ামের ভাঁড়ারও অক্ষত রয়েছে। পরমাণু কর্মসূচিকে সাম্প্রতিক সংঘাতের আগের অবস্থায় নিয়ে যেতে ইরানের বড়জোর ৬ মাস সময় লাগবে বলে রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে।

মার্কিন গোয়েন্দাদের মতে, ইরানের পরমাণুকেন্দ্রগুলি মাটির অন্তত ৩০০ ফুট গভীরে অবস্থিত। বাংকার বাস্টার বোমা দিয়ে সেগুলি ধ্বংস করা একরকম অসম্ভব। ইরানের কাছে অন্তত ৪০০ কেজি বিশুদ্ধ ইউরেনিয়াম রয়ে গিয়েছে। ৬ মাস নয় ৩ মাসের মধ্যেই পরমাণু বোমা তৈরি করতে পারে ইরান।

এদিকে ইজরায়েল ও পশ্চিমী দেশগুলির উদ্বেগ বাড়িয়ে আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থার সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করার প্রস্তাব সর্বসম্মতভাবে পাশ করেছে ইরানের পার্লামেন্ট।

মঙ্গলবার প্রস্তাব পাশ হওয়ার পর পার্লামেন্টের স্পিকার মোহাম্মদ বাকের কালিবাফ বলেন, 'পরমাণু বোমা বানানোর ইচ্ছা নেই ইরানের। আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থা নিজেদের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছে। সংস্থাটি একটি আন্তর্জাতিক হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে।'

কৃতিত্ব দাবি

- সবকটি পারমাণবিক পরিকাঠামো ধ্বংস করার পর যুদ্ধে রাশ টানা আমার কাছে খুব সম্মানের ব্যাপার
- ওরা (ইরান) কিছুতেই বোমা বানাতে পারবে না। ইউরেনিয়াম শোধন করতেও দেওয়া হবে না
- ওদের (ইজরায়েল-ইরান) মধ্যে তুমুল ঝগড়া হয়েছে। স্কুলের উঠোনে দুটো বাচ্চার মতো ওরা ঝগড়া-মারামারি করছে

বেঁচে থাকার কৌশল অভিযোজন

শুভময় খান কর্মকার, *শিক্ষক*
বটতলী কেএম উচ্চবিদ্যালয়
ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি

১) ইথোলজি (ethology) কী?

উঃ জীববিদ্যার যে শাখায় বিভিন্ন প্রকার প্রাণীদের আচার-আচরণ সম্পর্কে আলোচনা করা হয় তাকে আচরণবিদ্যা বা ইথোলজি বলে।

২) অভিযোজন কাকে বলে?

উঃ পরিবর্তনশীল পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নিজের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য কোনও জীবের গঠনগত, শারীরবৃত্তীয় এবং আচরণগত স্থায়ী পরিবর্তনকে সেই জীবের অভিযোজন বলে।

৩) দ্বি-অভিযোজন কী?

উঃ কোনও জীবদেহে দুটি ভিন্ন পরিবেশে বাস করার জন্য অনেক সময় দুই প্রকার উপযোগী অভিযোজন দেখা যায়, একে দ্বি-অভিযোজন বলে। যেমন- পায়রা ডানার সাহায্যে বায়বীয় পরিবেশে উড়তে পারে, আবার পশ্চাৎপদের সাহায্যে মাটিতে হাঁটতে পারে।

৪) অপসারী বা ডাইভারজেন্ট অভিযোজন কী?

উঃ একই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত জীবেরা ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে বসবাস করার জন্য একই অঙ্গের কার্যগত পরিবর্তন ঘটে। এমন একই গোষ্ঠীভুক্ত জীবদের ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে বসবাসের উদ্দেশ্যে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের অভিযোজনকে অপসারী অভিযোজন (Divergent adaptation) বলে। যেমন - স্তন্যপায়ী শ্রেণির প্রাণী বাদুড়ের খেচর অভিযোজন, তিমির জলজ অভিযোজন, ইঁদুরের ফোসোরিয়াল অভিযোজন, বানরের স্ক্যানসোরিয়াল অভিযোজন প্রভৃতি।

৫) গৌণ অভিযোজন কী?

উঃ কোনও নির্দিষ্ট পরিবেশে কোনও জীবের উদ্ভব বা বিকাশ ঘটলেও কোনও বিশেষ কারণে সেই জীবকে অন্য কোনও প্রাকৃতিক পরিবেশে বেঁচে থাকার জন্য ওই পরিবেশের উপযোগী যে অভিযোজন ঘটে, তাকে গৌণ অভিযোজন বলে। উদাহরণ- স্তন্যপায়ী প্রাণী তিমির জলজ অভিযোজন।

৬) মুখ্য ও গৌণ জলজ প্রাণীর উদাহরণ দাও।

উঃ মুখ্য জলজ প্রাণী হল মাছ এবং গৌণ জলজ প্রাণী হল তিমি, কুমির, কচ্ছপ ইত্যাদি।

৭) অভিযোজনগত বিকিরণ (Adaptive radiation) কাকে বলে?

উঃ কোনও সাধারণ পূর্বপুরুষ থেকে উৎপত্তি লাভ করে বিভিন্ন জীবগোষ্ঠী ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে অভিযোজিত হলে তাকে অভিযোজনগত বিকিরণ বলে। যেমন - একই পূর্বপুরুষ বা উদবংশীয় স্তন্যপায়ী জীব থেকে উৎপত্তি লাভ করে তিমি জলে, বাদুড় আকাশে, ইঁদুর গর্তে, শ্লথ গাছে থাকার জন্য অভিযোজিত হয়।

৮) পায়রার দেহে বায়ুথলির গুরুত্ব উল্লেখ করো।

উঃ পায়রার ফুসফুসের সঙ্গে নয়টি বায়ুথলি (air sacs) যুক্ত থাকে যা পায়রার খেচর অভিযোজনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বায়ুথলি ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণে এবং ওড়ার সময় অতিরিক্ত অক্সিজেন জোগানে সাহায্য করে। বায়ুথলিগুলি বায়ুপূর্ণ হলে দেহ সামগ্রিকভাবে হালকা হয় এবং বাতাসে ভাসতে সুবিধা হয়।

৯) পর্ণকাণ্ড বা ফাইলোক্লেড (Phylloclade) কী?

উঃ ক্যাকটাসের কাণ্ড স্থূল, চ্যাপ্টা, রসালো এবং সবুজ হয়। উষ্ণ পরিবেশে জল সংরক্ষণ ও সালোকসংশ্লেষের জন্য এরূপ অভিযোজন হয়েছে। ক্যাকটাসের এরকম কাণ্ডকে পর্ণকাণ্ড বা ফাইলোক্লেড বলে।

১০) পত্রকণ্টকের অভিযোজনগত গুরুত্ব লেখো।

উঃ ক) বাষ্পমোচন হার রোধ– কিছু ক্ষেত্রে ক্যাকটাসের পাতাগুলি কাঁটায় রূপান্তরিত হয়েছে যা পত্রকণ্টক নামে পরিচিত। এই পত্রকণ্টকগুলি পত্ররন্ধ্রবিহীন ও ক্ষুদ্র আকৃতির হওয়ার জন্য ক্যাকটাসের বাষ্পমোচনের হার অনেকাংশে হ্রাস করে।

খ) আত্মরক্ষা – কাঁটার উপস্থিতির জন্য তৃণভোজী প্রাণীরা ক্যাকটাসকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে না। এই সকল জাঙ্গল উদ্ভিদে কাঁটা আত্মরক্ষায় সাহায্য করে।

১১) ওয়াগল (Waggle) নৃত্য কী?

উঃ মৌচাক থেকে খাদ্যের অবস্থানের দূরত্ব ১০০ মিটারের বেশি হলে কর্মী মৌমাছিরা চাকের সামনে উল্লম্ব তলে ইংরেজি '৪' সংখ্যার মতো নৃত্যের ভঙ্গিতে উড়তে থাকে, যা দেখে অন্য কর্মী মৌমাছিরা খাদ্যের অবস্থান নির্ণয় করতে পারে। একে ওয়াগল নৃত্য বলে।

১২) শ্বাসমূল কী?

উঃ লবণাম্বু উদ্ভিদ যে মাটিতে জন্মায় সেই মাটিতে লবণের পরিমাণ বেশি থাকে এবং অক্সিজেনের পরিমাণ অত্যধিক কম হওয়ায় লবণাম্বু উদ্ভিদের শাখামূলগুলি পরিবর্তিত হয়ে অভিকর্ষের বিপরীতে বৃদ্ধি পেয়ে মাটি ভেদ করে খাড়াভাবে মাটির ওপরে উঠে আসে। এই শাখা মূলের অগ্রভাগে অসংখ্য ছিদ্র থাকে, এদের নিউম্যাটোফোর বলে যা বাতাস থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করে শ্বাসকার্যে সাহায্য করে। শ্বাসকার্যে অংশগ্রহণকারী এই বিশেষ অভিযোজিত বায়ব শাখামূলগুলিকে শ্বাসমূল বলে।

মাধ্যমিক জীবন বিজ্ঞান

১৩) সুন্দরী গাছ কীভাবে অতিরিক্ত লবণ মোচন করে?

উঃ সুন্দরী গাছ জলের মাধ্যমে শোষিত লবণ পাতার লবণ গ্রন্থি ও মূলের মাধ্যমে দেহ থেকে বের করে দেয়। কিছু পরিমাণ অতিরিক্ত লবণ পাতা ও বাকলে জমা করে রাখে এবং পাতা ও বাকল মোচনের মাধ্যমে লবণ ত্যাগ করে।

১৪) জরায়ুজ অঙ্কুরোদগম কী?

উঃ সমুদ্র উপকূলবর্তী অতিরিক্ত লবণাক্ত মাটিতে অঙ্কুরোদগম বাধাপ্রাপ্ত হয়। এই অসুবিধা দূর করার জন্য লবণাম্বু উদ্ভিদ গাছে থাকাকালীন ফলের মধ্যে বীজের অঙ্কুরোদগম ঘটে। একে জরায়ুজ অঙ্কুরোদগম বলে। এক্ষেত্রে ফলত্বক ফাটিয়ে ভ্রূণমূল ও বীজপত্রাবকাণ্ডটি বাইরে বেরিয়ে আসে। বীজ পত্রাবকাণ্ড বৃদ্ধি পেয়ে গদার আকৃতি ধারণ করে এবং দীর্ঘ বীজপত্রাবকাণ্ড সহ অঙ্কুরিত বীজ মাটিতে পড়ে ও ভ্রূণমূলটি খাড়াভাবে নরম মাটিতে গেঁথে যায়। এর ফলে জোয়ারের জলে বীজটি ভেসে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না এবং ভ্রূণের বেশিরভাগ অংশ নোনা জলের উপরে থাকায় শিশু উদ্ভিদের বৃদ্ধি ব্যাহত হয় না। উদাহরণ- রাইজোফোরা (Rhizophora)।

১৫) মাছের পটকার কাজ কী?

উঃ পটকার সাহায্যে অস্থিযুক্ত মাছ জলের মধ্যে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন গভীরতায় বিচরণ করতে পারে। পটকা বায়ুর পরিমাণ হ্রাসবৃদ্ধির মাধ্যমে মাছের দেহের আপেক্ষিক গুরুত্ব কমিয়ে বা বাড়িয়ে মাছকে জলে ভাসতে ও জলে ডুবতে সাহায্য করে।

১৬) রেড গ্রন্থি কী?

উঃ অস্থিযুক্ত মাছের পটকার অগ্রপ্রকোষ্ঠে অবস্থিত গ্যাস উৎপাদনকারী গ্রন্থির নাম রেড গ্রন্থি। যেমন- রুই মাছ।

১৭) উটের কুঁজ-এর কাজ কী?

উঃ উট মরুভূমির প্রাণী। উটের কুঁজ জল সঞ্চয় করে রাখে না। এতে চর্বি জমা থাকে। এই চর্বি জারিত হলে বিপাকীয় জল উৎপন্ন হয় এবং এই জল তার শারীরবৃত্তীয় প্রয়োজন মেটায়। জারণ ক্রিয়ায় নির্গত শক্তি উটের নানাবিধ কাজ সম্পন্ন করে। ১০০ গ্রাম ফ্যাট জারিত হলে ১১০ গ্রাম জল উৎপন্ন হয়।

১৮) উটের RBC-এর বৈশিষ্ট্য লেখো।

উঃ উটের RBC নিউক্লিয়াসবিহীন, ক্ষুদ্র ও ডিম্বাকার হয়। এর জন্য এগুলি উটের দেহে জল কম থাকার সময় ঘন রক্তের মধ্যে দিয়ে সহজে যেতে পারে। RBC-র মধ্যে জল প্রবেশ করলেও হিমোলাইসিস ঘটে না কারণ উটের RBC অনেক বেশি (প্রায় ২৪০%) প্রসারিত হতে পারে। ফলে উট যখন অধিক মাত্রায় জল পান করে তখন তা বিদীর্ণ হয় না। উটের দেহে জলাভাব ঘটলে জল আবার RBC থেকে বেরিয়ে যায়।

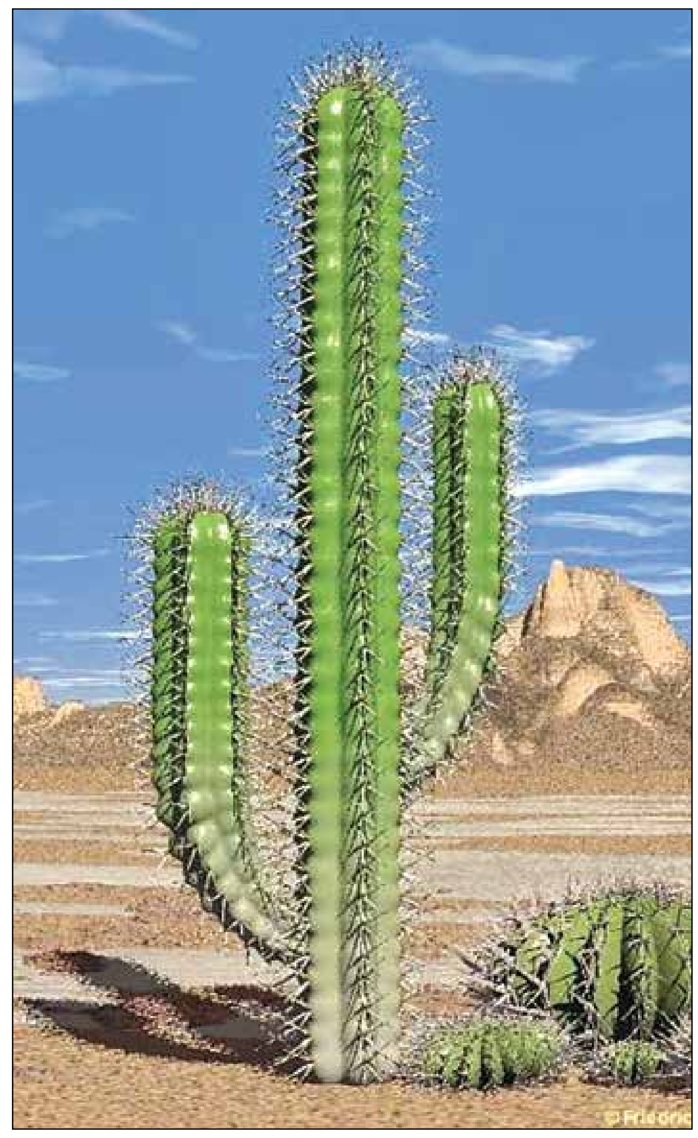

১৯) উটের দেহে জলের মাত্রা কে নিয়ন্ত্রণ করে?

উঃ রক্তে উপস্থিত বিশেষ একপ্রকার অ্যালবুমিন।

২০) জলথলি বা ওয়াটার স্যাক কী?

উঃ উটের পাকস্থলীতে জলথলি বা ওয়াটারস্যাক (Water sac) থাকে। এখানে উট অতিরিক্ত জল শোষণ করে রাখে, যা প্রয়োজনে জলের চাহিদা পূরণ করে।

২১) জাঙ্গল উদ্ভিদ কী?

উঃ যে সকল উদ্ভিদ শুষ্ক মরু অঞ্চলে বা শুষ্ক বালুকাময়, শিলাযুক্ত মাটিতে ও অল্প বৃষ্টিপাতযুক্ত উষ্ণ আবহাওয়ায় জন্মায় তাদের জাঙ্গল উদ্ভিদ বা জেরোফাইট বলে। যেমন ফণীমনসা, তেসিরা মনসা, বাবলা ইত্যাদি।

২২) পেকটেন কোথায় থাকে?

উঃ পায়রার চোখে।

২৩) লবণাম্বু উদ্ভিদ বা হ্যালোফাইট কাকে বলে?

উঃ সমুদ্র উপকূলবর্তী শারীরবৃত্তীয় শুষ্ক মাটিতে (অত্যন্ত বেশি লবণ ঘনত্বযুক্ত মাটি) যে সমস্ত উদ্ভিদ জন্মায় এবং বিশেষ অঙ্গসংস্থানিক ও শারীরবৃত্তীয় অভিযোজনের মাধ্যমে বেঁচে থাকে তাদের লবণাম্বু উদ্ভিদ বা হ্যালোফাইট (Halophyte) বলে। এদের ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদও বলা হয়। যেমন- সুন্দরী, গরান, গেঁওয়া প্রভৃতি উদ্ভিদ।

পর্দা নয়, পাতাই হোক শেষ কথা

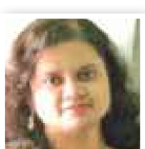

শ্রাবণী দত্ত, *প্রধান শিক্ষক*
কালীচন্দ্র প্রাথমিক বিদ্যালয়,
রাঙাপানি , শিলিগুড়ি

অভ্যাস হল এমন আচরণ যা নিয়মিতভাবে বা বারবার করার ফলে স্বয়ংক্রিয় বা স্বাভাবিক হয়ে যায় অজান্তেই। ছোটবেলা থেকে নিয়মিত বই পড়ার অভ্যাস একদিকে যেমন বুদ্ধি ও চিন্তার বিকাশ ঘটায়, অন্যদিকে কল্পনাশক্তি বিকাশের জন্যও খুব কার্যকর। বৃহৎ জগৎকে সম্পূর্ণ দেখার সুযোগ কম হলেও অধরা পৃথিবীকে হাতের মুঠোয় আনতে পারে একমাত্র বই। অনেকক্ষেত্রে এমন কিছু কথা যা লোকমুখে শুনে বিশ্বাস করা যায় না, সেই একই তথ্য বই থেকে পড়লে অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য হয়।

বই পড়ার অভ্যাস কেন প্রয়োজন

- নতুন শব্দ ও শব্দার্থ জানবে, শব্দভাণ্ডার বাড়বে।
- ভাষার প্রতি আগ্রহ বাড়বে।
- তোমাদের কল্পনাশক্তি ও সৃজনশীলতা বাড়বে।
- নিজের মনোযোগ বাড়বে।
- দেশীয় সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, সমাজকে চেনার আগ্রহ বাড়বে।
- বই পড়ার ব্যস্ততায় নেতিবাচক কাজ এড়াতে পারলে নিজেকে বিভিন্ন অসামাজিক কাজের কুপ্রভাব থেকে দূরে রাখতে পারবে।

তাই পাঠ্যবইয়ের পাশাপাশি অভ্যাস করো তোমার ভালোলাগা অন্যান্য বিষয়ের বই পড়ার।

* মেনে চলো কিছু সহজ কৌশল

১) আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলো, নিজের ওপর বিশ্বাস তৈরি করাটা সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ।

২) ছোটরা শুরুতে উজ্জ্বল রং, টেক্সচার, ছবিযুক্ত বই বেছে নাও।

৩) নিজস্ব পছন্দকে বুঝতে শেখো, যে বিষয় তোমার কাছে বেশি আকর্ষণীয়, সেই বই পড়তে শুরু করো।

৪) পড়ার জন্য আরামদায়ক কর্নার তৈরি করো। নিরিবিলি, আলোপূর্ণ স্থান যেখানে সময় কাটানো উপভোগ করবে।

৫) ছোট গল্প দিয়ে শুরু করো।

৬) সময় নিয়ে বই পড়ো। তাড়াহুড়ো করলে আগ্রহ হারাবে।

৭) প্রতিদিন অল্প করে পড়ার অভ্যাস করো। রাতে ঘুমানোর আগে বা নির্দিষ্ট একটি সময়ে কয়েক পাতা পড়ো।

৮) জোর করে নয়, আনন্দ নিয়ে জানার জন্য বই পড়বে।

৯) মনোযোগহীনতা হল বই এর প্রতি আগ্রহ হারানোর প্রধান কারণ। বই পড়ার সময় যে সমস্ত জিনিস মনোযোগ নষ্ট করে সেসব থেকে দূরে থাকো। যেমন টিভি, মোবাইল প্রভৃতি।

১০) যখন মনোযোগ সবচেয়ে বেশি থাকে তখন বই পড়ো।

১১) সক্রিয় থাকো। নিজের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের সঙ্গে ধারণাগুলো সংযুক্ত করে নিজেকে প্রশ্ন করো।

১২) পড়ার শেষে সারাংশ লেখো, তাতে মূল বিষয় সহজে মনে রাখতে পারবে।

১৩) রিডিং চ্যালেঞ্জ নিতে হবে। পড়ার লক্ষ্য নির্ধারণ করো। সপ্তাহে, মাসে অথবা বছরে নির্দিষ্ট সংখ্যক বই পড়ার লক্ষ্য নির্ধারণ করলে নিজের অগ্রগতি বুঝতে পারবে।

সবশেষে সবাইকে বলব, প্রযুক্তির উন্নতির যুগে বই বাক্সবন্দি উপন্যাস। আপডেটেড ডিজিটাল ডিভাইস বা গ্যাজেটের পরিবর্তে বই উপহার দেওয়া বর্তমানে ভীষণভাবে জরুরি ও অনস্বীকার্য, কারণ জ্ঞান আহরণ ও বিনোদনে বই-এর মতো সঙ্গী নেই।

উচ্চমাধ্যমিক পদার্থবিদ্যায় প্রস্তুতির পরামর্শ

পার্থপ্রতিম ঘোষ, *শিক্ষক*
আলিপুরদুয়ার ম্যাক উইলিয়াম হাইস্কুল, আলিপুরদুয়ার

একাদশ শ্রেণিতে সিমেস্টার-১ ও সিমেস্টার-২ এর পর এবার পালা দ্বাদশ শ্রেণির সিমেস্টার-৩ পরীক্ষা। পুরোদমে তৃতীয় সিমেস্টারে ফিজিক্স বিষয়ের জন্য প্রস্তুতি শুরু করে দাও। একাদশ শ্রেণিতে ফিজিক্সে সিমেস্টার-১ পরীক্ষায় যেরকম MCQ টাইপ প্রশ্ন ছিল দ্বাদশ শ্রেণিতে সেরকমই হবে সিমেস্টার-৩ পরীক্ষা। যেহেতু ইতিমধ্যেই একবার সিমেস্টার-১-এ ফিজিক্সে MCQ টাইপ প্রশ্নে পরীক্ষা দিয়েছ সেহেতু দ্বাদশ শ্রেণিতে সিমেস্টার-৩-এ MCQ টাইপ পরীক্ষায় খুব বেশি অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। তবে সিমেস্টার-৩ পরীক্ষায় ফিজিক্সে ভালো কিছু করতে হলে মানসিক চাপ কাটিয়ে উঠে এখনই লেগে পড়ো সঠিকভাবে প্রস্তুতি নিতে। সঠিকভাবে সিমেস্টার-৩ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিলে ফিজিক্স পরীক্ষায় অবশ্যই ভালো ফল করতে পারবে।

সিমেস্টার-৩-এ ফিজিক্স পরীক্ষায় মোট ৫টি ইউনিট আছে। প্রতিটি ইউনিটের বিভিন্ন অধ্যায় থেকে পরীক্ষায় প্রশ্ন আসবে। ৩৫ নম্বরের MCQ প্রশ্ন হবে। পশ্চিমবঙ্গ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ (WBCHSE) কর্তৃক প্রদত্ত সিলেবাস অনুযায়ী Question format অনেকটা এরকম হবে-

1) General MCQ ধরনের প্রশ্ন থাকবে ১৭টির মতো।

2) Conceptual প্রশ্ন থাকবে ৮টির মতো।

3) Standard প্রশ্ন থাকবে ১০টির মতো।

General MCQ টাইপে Open Ended, Fill in the blanks, True/False থাকবে। Conceptual টাইপে Close Ended, Numerical, Diagram ভিত্তিক প্রশ্ন থাকবে ও Standard টাইপে Column matching, Assertion/Reason, Case Based (Daily life Based) প্রশ্ন থাকবে।

WBCHSE দ্বাদশ শ্রেণির সিমেস্টার-৩-এ ফিজিক্সের যে পাঠ্যসূচি তৈরি করেছে তা সর্বভারতীয় পাঠ্যসূচির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে করা হয়েছে। খুবই বিজ্ঞানসম্মতভাবে তৈরি করা হয়েছে এই পাঠ্যসূচি। দ্বাদশ শ্রেণির পর বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় ভালো ফল করতেও এই পাঠ্যসূচি সুবিধাজনক হবে। দ্বাদশ শ্রেণিতে সিমেস্টার-৩-এ ফিজিক্স পরীক্ষায় প্রতিটি MCQ-এ ১ নম্বর করে থাকবে। সিমেস্টার-৩-এ ফিজিক্সে যে ইউনিটগুলো থাকবে সেগুলো হল -

ইউনিট-১ : স্থির তড়িৎ

ইউনিট-২ : প্রবাহী তড়িৎ

ইউনিট-৩ : তড়িৎপ্রবাহের চৌম্বক ক্রিয়া ও চৌম্বকত্ব

ইউনিট-৪ : তড়িৎচুম্বকীয় আবেশ ও পরিবর্তী প্রবাহ

ইউনিট-৫ : তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ

সিমেস্টার-৩ পরীক্ষায় ইউনিট-১ থেকে ইউনিট-৪ পর্যন্ত এই চারটি ইউনিটের প্রতিটি ইউনিট থেকে ৮টি করে MCQ থাকবে এবং ইউনিট-৫ থেকে ৩টি MCQ থাকবে। যেহেতু সিমেস্টার-৩ পরীক্ষা MCQ টাইপ হবে তাই ইউনিট ধরে ধরে পাঠ্যবই খুঁটিয়ে পড়তে হবে। ৫টি ইউনিট থেকে কোন কোন টপিক পড়বে ও কীভাবে প্রস্তুতি নেবে সে বিষয়ে আলোকপাত করলাম।

ইউনিট-১ এর অন্তর্গত অধ্যায়গুলো হল 'তড়িৎক্ষেত্র','তড়িৎবিভব' এবং 'ধারকত্ব ও ধারক'। 'তড়িৎক্ষেত্র' অধ্যায় থেকে কুলম্বের সূত্র, আধানের রৈখিক ঘনত্ব, আধানের তলমাত্রিক ঘনত্ব, আধানের আয়তন ঘনত্ব, বিন্দু আধানের জন্য তড়িৎক্ষেত্র, তড়িৎ বলরেখা, তড়িৎ-দ্বিমেরু, তড়িৎ ফ্লাক্স ও গাউসের উপপাদ্য ভালোমতো পড়তে হবে। 'তড়িৎবিভব' অধ্যায় থেকে যে টপিকগুলো পড়তেই হবে সেগুলি হল তড়িৎক্ষেত্র প্রাবল্য ও তড়িৎবিভবের মধ্যে সম্পর্ক, বিন্দু আধানের জন্য তড়িৎবিভব, সমবিভব তল ও তড়িৎ স্থিতিশক্তি। 'ধারকত্ব' অধ্যায় থেকে পরাবৈদ্যুতিক পদার্থ ও বৈদ্যুতিক মেরুবর্তিতা, ধারকের শ্রেণি ও সমান্তরাল সমবায়, সমান্তরাল পাত ধারকের ধারকত্ব, গোলীয় ধারকের ধারকত্ব এবং ধারকের মধ্যে সঞ্চিত শক্তি – এই টপিকগুলো ভালোভাবে বুঝে নিয়ে পড়ে ফেলবে।

(চলবে)

ভাবতে শেখো প্রকাশ করো

বিষয় : বিশ্ব উষ্ণায়নের গ্রাসে প্রশ্নচিহ্নের সামনে দাঁড়িয়ে আগামী প্রজন্মের অস্তিত্ব। রক্ষা পাওয়ার একটি অন্যতম উপায় বৃক্ষরোপণ। তোমার এলাকায় আগামী দিনে তুমি কীভাবে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করতে চাও লিখে জানাও।

গাছের রোপণ ও যত্ন দুটোই প্রয়োজন

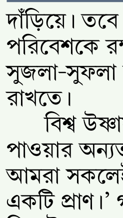

সেলিনা পারভিন
দ্বিতীয় বর্ষ
শিলিগুড়ি কলেজ

বর্তমান সময়ে বিশ্ব উষ্ণায়ন একটি বড় সমস্যা। বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে আগামী প্রজন্মের অস্তিত্ব এখন প্রশ্নচিহ্নের সামনে দাঁড়িয়ে। তবে আমরা মানুষরাই পারি পরিবেশকে রক্ষা করতে, নিজেদের সুজলা-সুফলা বসুন্ধরাকে বাঁচিয়ে রাখতে।

বিশ্ব উষ্ণায়নের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার অন্যতম উপায় হল বৃক্ষরোপণ। আমরা সকলেই জানি 'একটি গাছ, একটি প্রাণ।' গাছই পারে আমাদেরকে বিশ্ব উষ্ণায়ন থেকে রক্ষা করতে।

৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষ্যে প্রায় সারা বিশ্বে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করা হয়। কিন্তু বৃক্ষরোপণের জন্য সেই একটি দিনই কি যথেষ্ট? নিশ্চয় নয়।

একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে আমাদের প্রত্যেককে বৃক্ষরোপণ করা উচিত। কোনও বড় কিছুর শুরু প্রথমে ক্ষুদ্র পদক্ষেপেই হয়- 'ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালুকণা বিন্দু বিন্দু জল, গড়ে তোলে মহাদেশ সাগর অতল।' সেইজন্য নিজের এলাকা থেকে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন শুরু করা উচিত।

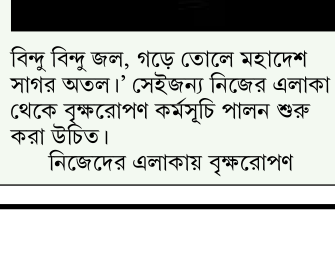

নিজেদের এলাকায় বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করার প্রথম পদক্ষেপ হল এলাকার মানুষদের বৃক্ষরোপণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন করা। এর জন্য সোশ্যাল মিডিয়াও ব্যবহার করা যেতে পারে।

আমার এলাকায় রাস্তার ধার, পুকুরপাড় এবং অন্যান্য ফাঁকা জায়গা চিহ্নিত করা হবে, যেখানে বৃক্ষরোপণ করা সম্ভব। কিন্তু শুধুমাত্র গাছ লাগালেই হবে না। গাছকে সঠিকভাবে যত্ন করতে হবে, বড় করতে হবে। গাছকেও প্রয়োজনীয় পরিবেশ দিতে হবে এবং এলাকাবাসীদের সচেতন করতে হবে।

বৃক্ষরোপণ সম্পর্কে মানুষদের এখনই সচেতন করে তুলতে হবে নাহলে হয়তো অনেক দেরি হয়ে যাবে, কারণ- 'প্রকৃতি রহস্যময়ী, নাই তার কুল, মানুষ তাহার হাতে খেলার পুতুল।'

আমার বিশ্বাস, সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি সফল হবে এবং আমাদের আগামী প্রজন্মের জন্য একটি সবুজ ও সুস্থ পরিবেশ গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

একটি গাছ, একটি প্রাণ

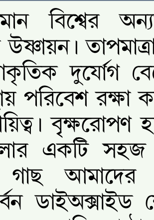

অরিজিৎ সরকার
দ্বিতীয় বর্ষ, যামিনী মজুমদার মেমোরিয়াল কলেজ

বর্তমান বিশ্বের অন্যতম সংকট হল বিশ্ব উষ্ণায়ন। তাপমাত্রা বৃদ্ধি, বরফ গলা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ বেড়ে চলেছে। এ অবস্থায় পরিবেশ রক্ষা করা আমাদের সবার দায়িত্ব। বৃক্ষরোপণ হল এ সংকট মোকাবিলার একটি সহজ ও কার্যকর উপায়। গাছ আমাদের জীবনদাতা। এটি কার্বন ডাইঅক্সাইড শোষণ করে, অক্সিজেন দেয়, পরিবেশ ঠান্ডা রাখে এবং মাটির ক্ষয় রোধ করে। তাই সকলের উচিত গাছ লাগানো ও রক্ষণাবেক্ষণের উদ্যোগ নেওয়া।

আমার এলাকায় একটি সংগঠিত বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির পরিকল্পনা নিয়েছি। প্রথমে স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধি করা হবে। আলোচনা সভা ও লিফলেট বিতরণ কর্মসূচির আয়োজন করা হবে।

এরপর রাস্তার ধারে, খালি জমি ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের আশপাশে উপযুক্ত স্থান নির্ধারণ করা হবে। স্থান ও পরিবেশ অনুযায়ী ফলজ, বনজ ও ঔষধি নির্বাচন করে স্থানীয় নার্সারি ও বন বিভাগ থেকে সংগ্রহ করা হবে।

একটি নির্দিষ্ট দিন 'বৃক্ষরোপণ দিবস' হিসেবে উদযাপন করে স্বেচ্ছাসেবীদের সহযোগিতায় গাছ লাগানো হবে। পরে গাছের যত্ন ও সংরক্ষণের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হবে এবং শিশু-কিশোরদের এতে সম্পৃক্ত করা হবে।

আমি বিশ্বাস করি, সক্রিয় অংশগ্রহণে আমরা একটি সবুজ, নির্মল ও বাসযোগ্য সমাজ গড়ে তুলতে পারি। একটি গাছ মানেই একটি প্রাণ- এই উপলব্ধি আমাদের পথ চলার প্রেরণা হোক।

ছোট্ট তারা

নবনীতা দাস কোচবিহারের মহারানি ইন্দিরাদেবী বালিকা বিদ্যালয়ের পড়ুয়া। যোগাসনে এবং নাচে পুরস্কার রয়েছে, পাশাপাশি আবৃত্তি করতেও ভালোবাসে।

আলোর সঙ্গে লড়াই শেষ

মধ্যবিত্তের ঘরকন্না

হাতে লণ্ঠন করে ঠনঠন জোনাকিরা দেয় আলো, সুকান্তের কবিতার সেই সময় থেকে কোচবিহারের রাসমেলা দেখে দূরান্তের গ্রামে গোরুর গাড়িতে লণ্ঠনের আলোয় পরিবার নিয়ে ফিরে যাচ্ছেন সম্পন্ন গৃহস্থ। আলোর সেই অন্ধকার যুগ পেরিয়ে ইনভার্টারের আলো এবং দুধসাদা এলইডি আলো পর্যন্ত গিন্নিদের লড়াইয়ে আলোকপাত করলেন তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস।

লণ্ঠন জ্বালিয়ে পড়া

আশির দশকের মানুষের মধ্যে এখনও বড় টাটকা লোডশেডিংয়ের রাত। আর সেই অন্ধকারের রাতগুলোতে বাড়ির ছেলেমেয়েদের লণ্ঠন জ্বালিয়ে পড়া। তখনও রান্নাঘরে কুপি ছিল। বাড়িতে নিয়ম করে আসত কেরোসিন তেল। বাড়ির মা-কাকিমারা বিকেলের আগেই নিয়ম করে সেই লণ্ঠনগুলোকে ঘষেমেজে পরিষ্কার করে তৈরি করে রাখতেন জ্বালানোর জন্য। আজকাল ইনভার্টারের দৌলতে সেই কাজগুলো কমেছে মেয়েদের। তবে ইনভার্টারের জল ঢালার দায়িত্ব গিয়ে পড়েছে পুরুষের ঘাড়ে।

ইনভার্টার বিক্রি

কোচবিহার শহরের বেশ কয়েকটি দোকানে খোঁজ নিয়ে জানা গেল, গত ১০-১২ বছর আগেও ইনভার্টারের যেমন চাহিদা ছিল সেটা আজকাল অনেকটাই কমে গিয়েছে। একমাত্র কারণ এখন আর তেমন লোডশেডিং হয় না, বললেন ব্যবসায়ী তপোময় পাল। তাঁর কথা অনুযায়ী একটা সময় লোডশেডিং-এর কারণে প্রচুর পরিমাণে ইনভার্টার বিক্রি হত। আজকাল প্রতি মাসে বড়জোর চার-পাঁচটা করে বিক্রি হয়। গরম পড়লে সেটা দশ-বারোটা হয়ে যায়। তবে যাঁরা নতুন ফ্ল্যাট বানাচ্ছেন তাঁরা একসেট ইনভার্টার কিনে নেন।

কাচ পরিষ্কার

বিকেলের আগেই হ্যারিকেনের কাচ পরিষ্কার করে রাখা, লণ্ঠন পরিষ্কার করে ঝকঝকে করে ফানেল দিয়ে তেল ঢেলে রাখা, এগুলো একটা বড় কাজ ছিল, বললেন বিশ্বাসপাড়ার শিপ্রা বিশ্বাস। তাঁর কথায়, 'লণ্ঠন পরিষ্কার করে উপরে ঝুলিয়ে রেখে দিতাম। লোডশেডিং তো হবেই তা জানা কথা ছিল। যাতে লোডশেডিং হলে কোনও অসুবিধা না হয় সেই কারণে সব তৈরি করে রাখতে হত।' স্মৃতির পাতা উলটে বললেন, 'কারেন্ট চলে গেলে বাড়ির সামনে সকলে মিলে হাত পাখা নিয়ে গল্প করতাম। লণ্ঠন জ্বালিয়ে বাচ্চারা পড়াশোনা করত। এখন অবশ্য আর সেসবের বালাই নেই। আমার মেয়েকে এই কাজটা কখনোই করতে হয়নি।'

ফিতে কাটা

দক্ষিণ খাগড়াবাড়ির আলপনা ঘোষ বলছিলেন, 'আমাদের সময় নিয়ম করে লোডশেডিং হত। কাঁচি দিয়ে হ্যারিকেনের ফিতে কেটে, ন্যাকড়াতে কেরোসিন তেল দিয়ে সবক'টা লণ্ঠন মুছে রাখতে হত। এই কাজ একদিনও বাদ দেওয়া যেত না।' তাঁর অভিজ্ঞতায়, 'হ্যারিকেনের ফিতে কাটা একটু গণ্ডগোল হলে এত কালি পড়ত যে প্রতিদিন না মুছলেই নয়। এখন অনেক শান্তি। এখন যতটুকু কাজ ইনভার্টারে জল ভরার জন্য সেটা আমার হাজব্যান্ডই করে দেন। আমার মেয়েরা এই কাজগুলো বুঝলই না।'

ইমার্জেন্সি লাইট

কোচবিহার নিউটাউন গার্লস হাইস্কুলের শিক্ষিকা ৮৫ বছর বয়সের জয়ন্তী ঘোষ স্মৃতি হাতড়ে বললেন, সন্ধের আগের থেকেই ঘরের লণ্ঠনগুলো ঝকঝকে করে রাখতাম। যাতে কারেন্ট চলে গেলে ছেলেমেয়ের পড়ার কোনও ক্ষতি না হয়।' আলোর সঙ্গে যুদ্ধের বিবর্তনের প্রসঙ্গ তুলে বললেন, 'এরপর এল চার্জার বা ইমার্জেন্সি লাইট। সেগুলোকেও দিনের বেলা চার্জে দিয়ে রাখতে হত। যাতে কারেন্ট চলে গেলে রাতে সঙ্গে সঙ্গে জ্বালানো যায়। এখন অনেক সুবিধা হয়েছে। এখন কারেন্ট তো সে রকম যায় না, তাই এগুলোর প্রয়োজন উঠে গিয়েছে। আমার বৌমাকে এইসব ঝামেলার কাজ করতে হয়নি। আজকাল তো ইনভার্টারের জল ভরার কাজটা বাড়ির ছেলেরাই করে দেয় দেখি।'

একটা গোল বলয়

এখনও মনে আছে তখন ক্লাস ফোর কি ফাইভ, বাড়িতে লোডশেডিং-এর সময় কুপি, লণ্ঠন এগুলো জ্বালিয়ে রাখা হত, বললেন শিক্ষক সুবীর সরকার। তাঁর কথায়, 'মা নিয়ম করে এগুলো পরিষ্কার করে রাখতেন দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার পর। লণ্ঠনের আলোয় পড়তে বসলে প্রচুর পোকা আশপাশে ঘুরে বেড়াত। রান্নাঘরে জ্বলত কুপি। সেই কুপির আলোর চারপাশে একটা গোল বলয় দেখা যেত সেটা দেখে খুব রহস্যময় লাগত।' তিনি বলেন, 'প্রতিটা ঘরেই বাড়ির মহিলাদেরকে এই লণ্ঠনের কালি পরিষ্কার করে রাখার কাজটা করতে হত। এখন শহরের বেশিরভাগ বাড়িতে ইনভার্টার চলে এসেছে, কারেন্ট তো আর আগের মতো যায় না। এখন বাড়ির ইনভার্টারের জল ভরার কাজটা আমাকেই করতে হয়।'

আধো রহস্যময়

কোচবিহারে লোডশেডিং কমে গিয়েছে। প্রায় সবার বাড়িতেই এখন ইনভার্টার। হ্যারিকেন লণ্ঠন কুপির যুগ শেষ হয়ে গিয়েছে। হারিয়ে গিয়েছে সেই আধো রহস্যময় ভৌতিক পরিবেশ। মেয়েদের অবশ্য কর্তব্য এই লণ্ঠন মোছার কাজ থেকে অব্যাহতি পেয়েছে এখনকার মহিলারা। কিছু দায়িত্ব গিয়ে পড়েছে পুরুষের কাঁধে। তবে সেই লোডশেডিং-এর রাতগুলোর সেই অনুভূতি আজও সতেজ একটা প্রজন্ম পর্যন্ত। বর্তমান শহুরে প্রজন্ম অবশ্য বিশ্বায়ন আর নগরায়ণের জন্য এই অনুভূতিগুলো থেকে বঞ্চিতই থেকে গেল।

কারেন্ট চলে গেলে বাড়ির সামনে সকলে মিলে হাতপাখা নিয়ে গল্প করতাম। লণ্ঠন জ্বালিয়ে বাচ্চারা পড়াশোনা করত।

-শিপ্রা বিশ্বাস

সন্ধের আগেই লণ্ঠনগুলো ঝকঝকে করে রাখতাম। যাতে কারেন্ট চলে গেলে ছেলেমেয়ের পড়ার কোনও ক্ষতি না হয়।

- জয়ন্তী ঘোষ

হ্যারিকেনের ফিতে কাটা একটু গণ্ডগোল হলে এত কালি পড়ত যে প্রতিদিন না মুছলেই নয়। এখন অনেক শান্তি।

- আলপনা ঘোষ

রানিরহাট বাজার রোডে রাস্তার ফুটপাথ আটকে সাজানো পসরা।

অস্থায়ী শেডে ব্যবসা, ভোগান্তি বাসিন্দাদের

বাবাই দাস

তুফানগঞ্জ, ২৫ জুন : দোকানের সামনে রাখা সারি সারি সাইকেল। পাশের দোকানে রাস্তার স্ল্যাবের ওপর হরেক রকমের জামাকাপড় টাঙিয়ে রাখা হয়েছে। আরেক দোকানে বাড়তি শেডের নীচে জামাকাপড় বিকিকিনিও চলছে। সবটাই হচ্ছে তুফানগঞ্জে রাস্তার ফুটপাথের ওপর। বেআইনিভাবে দোকানদাররা ফুটপাথ দখল করলেও প্রশাসনের কোনও হুঁশ নেই। ফুটপাথ দখল হয়ে পড়ায় রাস্তা সংকীর্ণ হয়ে পড়েছে। এর ফলে যানজট সমস্যা বাড়ছে। যখন-তখন দুর্ঘটনাও ঘটে যাচ্ছে।

স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, ফুটপাথ অবিলম্বে দখলমুক্ত করতে হবে। এবিষয়ে পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান তনু সেন বলেন, 'পুরসভার তরফে খুব শীঘ্রই প্রচার অভিযান চালানো হবে। ব্যবসায়ীদের সতর্ক করা হবে। না মানলে কঠোর পদক্ষেপ করা হবে।'

তুফানগঞ্জের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের রানিরহাট বাজারে নানা ধরনের জিনিসের দোকান রয়েছে। এখানে শুধু পোশাকেরই নয়, জুতো, প্রসাধনী সহ রকমারি দোকান রয়েছে। সাধারণত পুজোর মরশুমে ব্যবসা করার জন্য পুরসভার কাছ থেকে প্রতি বর্গফুট ২০ টাকার বিনিময়ে ব্যবসায়ীরা শেড লাগানোর অনুমতি নেন। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে, পুজো চুকেবুকে গেলেও অস্থায়ী শেড লাগিয়ে ব্যবসায়ীরা ফুটপাথ দখল করে দিব্যি বিকিকিনি চালিয়ে যাচ্ছেন।

ব্যবসায়ী সমিতির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জগবন্ধু সাহাকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি এড়িয়ে গিয়েছেন। তিনি বলেন, 'এটি পুরোপুরি প্রশাসনিক ব্যাপার। তাই সরাসরি আমরা কিছুই করতে পারি না। তারপরেও রেগুলেটেড মার্কেট কমিটি ও পুরসভাকেও বিষয়টি জানানো হয়েছে। সাধারণ মানুষের সুবিধার্থে ব্যবসায়ী সমিতি সবসময় তাঁদের পাশে রয়েছে।'

রানিরহাট বাজারে ফুটপাথ দখল করে ব্যবসা চলায় রাস্তা ক্রমশ সংকীর্ণ হয়ে পড়ছে। এরফলে দুর্ঘটনা ক্রমশ বাড়ছে। কাছারি চৌপথি এলাকা দিয়ে ব্যাংক থেকে ফিরছিলেন ৪ নম্বর ওয়ার্ড এলাকার প্রবীণ বাসিন্দা রেখা কুণ্ডু। অল্পের জন্য দুর্ঘটনার হাত তিনি রক্ষা পান। ব্যবসায়ীরা নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করতেই বাঁশ ও টিনের শেড লাগিয়ে ফুটপাথ দখল করে রেখেছে বলে তিনি অভিযোগ করেন।

> পুরসভার তরফে খুব শীঘ্রই প্রচার অভিযান চালানো হবে। ব্যবসায়ীদের সতর্ক করা হবে। না মানলে কঠোর পদক্ষেপ করা হবে।
>
> -তনু সেন
> *ভাইস চেয়ারম্যান, তুফানগঞ্জ পুরসভা*

দিঘার রথ

কোচবিহার, ২৫ জুন : কোচবিহারবাসীকে দিঘার জগন্নাথধামের রথযাত্রার সরাসরি সম্প্রচার দেখাতে পুরসভাকে দুটি বড় পর্দা বসানোর নির্দেশ দিলেন জেলা শাসক। একটি পর্দা বসবে বৈরাগীদিঘির পাশে পামতলা মোড়ের কাছে ও অন্যটি আনন্দময়ী ধর্মশালার সামনে। এ বিষয়ে সদর মহকুমা শাসক কুণাল বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'মদনমোহনের রথযাত্রা দেখতে যে পুণ্যার্থীরা আসবেন, তাঁরা পর্দায় দিঘার জগন্নাথের রথযাত্রার স্বাদও পাবেন।'

বসে আঁকো

হলদিবাড়ি, ২৫ জুন : কোচবিহার জেলা পুলিশের উদ্যোগে এবং হলদিবাড়ি থানার ব্যবস্থাপনায় বুধবার পূর্বপাড়া বাসস্ট্যান্ডের ভবনে অঙ্কন প্রতিযোগিতা আয়োজিত হল। উপস্থিত ছিলেন হলদিবাড়ি থানার আইসি কাশ্যপ রাই, ট্রাফিক ওসি মহম্মদ হাফিজুদ্দিন। প্রতিযোগিতায় তিনটি বিভাগে মোট ১০০ জন খুদে প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে। আইসি কাশ্যপ রাই বলেন, 'আগামী ২৬ জুন আন্তর্জাতিক মাদক অপব্যবহার এবং অবৈধ পাচার বিরোধী দিবস। সেই উপলক্ষ্যে এই আয়োজন।'

বিক্ষোভ

কোচবিহার, ২৫ জুন : যোগ্য শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের স্কুলে ফেরানো, একাদশ-দ্বাদশে সিমেস্টার প্রথা বাতিল, স্নাতক স্তরে চার বছরের ডিগ্রি কোর্স বাতিল, শিক্ষায় বেসরকারিকরণ বন্ধ ও পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগ সহ একাধিক দাবিতে কোচবিহার শহরে ডিআই অফিসের সামনে অবস্থান বিক্ষোভ ও সভা করল এআইডিএসও। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সম্পাদক আসিফ আলম ও অন্য নেতারা।

প্রকাশিত রুটিন

কোচবিহার, ২৫ জুন : আগামী ২ জুলাই থেকে কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ ডিগ্রি কলেজগুলিতে সিবিসিএস পদ্ধতিতে (চয়েস বেসড ক্রেডিট সিস্টেম) চূড়ান্ত বর্ষের পরীক্ষা শুরু হবে। লিখিত পরীক্ষা চলবে ৮ জুলাই পর্যন্ত। তারপর প্র্যাকটিকাল পরীক্ষা হবে ৯ জুলাই থেকে ১৬ জুলাই পর্যন্ত। দ্বিতীয় ও চতুর্থ সিমেস্টারের অকৃতকার্য পড়ুয়াদের লিখিত পরীক্ষা শুরু হবে ২৮ জুলাই থেকে। চলবে আগামী ৭ অগাস্ট পর্যন্ত। সেক্ষেত্রে প্র্যাকটিকাল পরীক্ষা শুরু হবে ১১ অগাস্ট থেকে।

বৈঠক

মেখলিগঞ্জ, ২৫ জুন : পুরসভার কনফারেন্স হলে বুধবার রাজ্য সরকারি কর্মচারী ফেডারেশনের মেখলিগঞ্জ মহকুমা শাখা ও মেখলিগঞ্জ পুর কর্মচারী ফেডারেশনের বৈঠক হল। রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের মেখলিগঞ্জ মহকুমা সভাপতি অমিতাভ বর্ধন চৌধুরী বলেন, 'একুশে জুলাই শহিদ দিবসের কর্মসূচিতে সংগঠনের কতজন কর্মী কলকাতা যাবেন, তা নিয়ে আলোচনা হল।'

আলোচনা সভা

কোচবিহার, ২৫ জুন : জরুরি অবস্থার পঞ্চাশতম বর্ষপূর্তিতে বুধবার একটি আলোচনা সভা করল বিজেপি। দলীয় কার্যালয়ে আয়োজিত 'কংগ্রেসের জারি করা জরুরি অবস্থার কালো অধ্যায়ের ৫০তম বছর' শীর্ষক ওই আলোচনা সভায় অংশ নেন সাংসদ মনোজ টিগ্গা, দলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ বর্মন।

ফুটপাথে বাঁশের বেড়ায় সমস্যা

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ২৫ জুন ঃ বাড়ি ও দোকানের সামনে নাকি বিভিন্ন রোগীর আত্মীয়স্বজন ও সাধারণ মানুষ এসে বসেন বা দাঁড়ান। আর সেজন্য রাস্তার ফুটপাথকেই বাঁশের বেড়া দিয়ে আটকে দিয়েছেন বাড়ির মালিক। দুই-চারদিন ধরে নয়, গত চার-পাঁচ বছর ধরে এভাবে আটকে রেখেছেন। ঘটনায় সমস্যায় পড়ছেন পথযাত্রী থেকে শুরু করে ছোট-বড় বিভিন্ন গাড়ির চালকরা। এই চিত্র কোচবিহার শহরের অন্যতম ব্যস্ত রাজরাজেন্দ্রনারায়ণ রোডের।

বুধবার বিকালে গিয়ে ওই বাড়িওয়ালার সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, করোনার সময় থেকে তাঁরা এভাবে আটকে রেখেছেন। বাড়ির মালিক শৈলেন ভৌমিক বলেন, 'আশপাশে প্রচুর ল্যাবরেটরি ও ওষুধের দোকান রয়েছে। এর ফলে রোগীর আত্মীয়স্বজন এসে বাড়ির সামনে দাঁড়ান ও বসেন। এছাড়া অনেকে আবার তাঁদের মোটর সাইকেলও রাখেন। অনেক বলার পরেও কেউ শুনতেন না। তাই আমরা এভাবে আটকে রেখেছি।'

এমনিতেই রাস্তাটিতে সারাদিন প্রায় যানজট লেগেই থাকে। এই রাস্তার একদিকে দ্বিতল একটি বাড়ি রয়েছে। বাড়ির নীচতলায় দোকান ও গ্যারাজ রয়েছে। তার সামনের ফুটপাথ পুরোপুরি বাঁশের বেড়া দিয়ে আটকে রাখা হয়েছে। এর ফলে রাস্তা দিয়ে চলাচলের সময় পাশে গাড়ি চলে এলে পথযাত্রীদের ওখানে আর সরার কোনও জায়গা থাকে না। এতে ঝুঁকির মধ্যে পড়তে হয় পথযাত্রীদের।

কোচবিহার সদর মহকুমা শাসক কুণাল বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'ব্যক্তিগত সুবিধায় শহরের ফুটপাথকে এভাবে আটকে রাখার অধিকার কারও নেই। বিষয়টি খতিয়ে দেখে আমরা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করব।'

রাজরাজেন্দ্রনারায়ণ রোডের ফুটপাথে বাঁশের বেড়া। ছবি : জয়দেব দাস

জরুরি তথ্য

ব্লাড ব্যাংক

(বুধবার সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত)

■ এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

এ পজিটিভ	০
এ নেগেটিভ	১
বি পজিটিভ	১
বি নেগেটিভ	০
এবি পজিটিভ	০
এবি নেগেটিভ	২
ও পজিটিভ	১
ও নেগেটিভ	০

■ মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতাল

এ পজিটিভ	৯
এ নেগেটিভ	১
বি পজিটিভ	১১
বি নেগেটিভ	১
এবি পজিটিভ	৫
এবি নেগেটিভ	২
ও পজিটিভ	২০
ও নেগেটিভ	১

■ দিনহাটা মহকুমা হাসপাতাল

এ পজিটিভ	৯
এ নেগেটিভ	২
বি পজিটিভ	৩
বি নেগেটিভ	০
এবি পজিটিভ	১৮
এবি নেগেটিভ	০
ও পজিটিভ	৩
ও নেগেটিভ	২

বৃষ্টিহীন দিনে নানা রংয়ের মেঘ। বুধবার কোচবিহারে অপর্ণা গুহ রায়ের তোলা ছবি।

সংস্কৃত কলেজ এখন পার্কিং প্লেস

তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস

কোচবিহার, ২৫ জুন : অলিখিত পার্কিং প্লেসে পরিণত হয়েছে কোচবিহার সংস্কৃত কলেজের জমি। কলেজটি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বেশ কিছু বছর যাবৎ কলেজের ভবন সহ গোটা চত্বর হয়ে উঠেছে দুষ্কৃতীদের নন্দনকানন। সন্ধ্যার পর থেকেই সেখানে মদ ও জুয়ার আসর বসে বলে অভিযোগ। এছাড়াও আশপাশের এলাকার গাড়ির দৌলতে কলেজ চত্বরটি হয়ে উঠেছে অলিখিত পার্কিং প্লেস। তবে এখন শুধু প্রাইভেট গাড়ি নয়, বাড়ি বানানোর জন্য ব্যবহৃত মশলা মাখার মিক্সিং মেশিন থেকে শুরু করে নোংরা ফেলার ছোট ট্রাকও রাখা রয়েছে সেখানে। কলেজের বাইরে আবর্জনার স্তূপ।

কলেজ চত্বরে কে বা কারা ওই গাড়িগুলো রাখছে কিংবা ওই মশলা মাখার মেশিন রেখে যাচ্ছে সে বিষয়ে মুখ খুলতে নারাজ এলাকার বাসিন্দারা। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন জানালেন, এখানে গেট সব সময় খোলা থাকে। সামনেই রয়েছে একটি বেসরকারি নার্সিংহোম, অনেক সময় তাদের অ্যাম্বুল্যান্স থেকে শুরু করে অনেক পেশেন্ট পার্টির গাড়িও এখানে রাখা থাকে। এক-এক করে তো অনেক কিছুই চুরি হয়ে গেল এখান থেকে। প্রশাসনের বিষয়টি দেখা উচিত। 'একসময় কলেজটি দেখভালের দায়িত্ব আমাদের ছিল কিন্তু বহু বছর ওটা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বর্তমানে ওটার দায়িত্ব সেই অর্থে আর আমাদের নেই।' 'তবুও ব্যাপারটি খোঁজ নিয়ে দেখব' বলে জানালেন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরিদর্শক মৃণালকান্তি রায়।

১৯৫৪ সালের ১৮ মে নিজের হাতে সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন মহারাজা জগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণ। নানান প্রাচীন পুঁথি ও গ্রন্থে কলেজের সংস্কৃত লাইব্রেরিটি ছিল এককথায় সমৃদ্ধশালী। পাকাপাকিভাবে বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরে বর্তমানে একেবারে হতশ্রী অবস্থা কোচবিহার মহারাজা জগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণ সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ের। দরজা-জানলা খুলে নেওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে উধাও হয়ে গিয়েছে সেইসব প্রাচীন পুঁথি।

২০১৪ সালের সংস্কৃত কলেজের সাড়ে ১১ কাঠা জমি হস্তান্তর করে দেওয়া হয়েছিল ঠাকুর পঞ্চানন মহিলা মহাবিদ্যালয়কে। ইতিমধ্যেই নিজেদের জমিকে দখল হওয়ার হাত থেকে বাঁচাতে সীমানা প্রাচীর দিয়ে নিয়েছে মহাবিদ্যালয়। বাকি যেটুকু জমি পড়ে আছে তা-ও বেহাত হয়ে যাবে এমনটাই আশঙ্কা করছেন এলাকাবাসীরা। গত ২৬ তারিখ বিশ্ব রাজবংশী উন্নয়ন মঞ্চ সংস্কৃত কলেজ চত্বরে এই দখলদারি এবং কলেজটিকে পুনরায় চালু করার ব্যাপার নিয়ে বিক্ষোভ দেখিয়েছিল। সংস্কৃত কলেজের ভবন সহ বাকি যে অংশটি অবহেলায় পড়ে রয়েছে সেটির যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ করা দরকার বলে মনে করেন লেখক প্রাবন্ধিক দেবব্রত চাকি।

কোচবিহার সংস্কৃত কলেজে রাখা হয়েছে গাড়ি ও ট্রলি। -অপর্ণা গুহ রায়

গাড়ালঝোরায় সভায় বক্তব্য রাখছেন উদয়ন গুহ।

সভা থেকে হুঁশিয়ারি উদয়নের

দিনহাটা, ২৫ জুন : সালিশির নাম করে টাকা তোলা বন্ধ করতে হবে। সেইসঙ্গে ফাঁকা জমিতে পতাকা লাগিয়ে জমি দখল করা যাবে না। বুধবার সন্ধ্যায় দিনহাটা-২ ব্লকের নাজিরহাট-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের ছোট গাড়ালঝোরায় এক সভায় স্থানীয় দলীয় কর্মীদের এভাবেই হুঁশিয়ারি দিলেন মন্ত্রী উদয়ন গুহ। আর তা নিয়েই নতুন করে চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে রাজনৈতিক মহলে।

দীর্ঘদিন থেকেই দিনহাটা-২ ব্লকের নাজিরহাট-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের ছোট গাড়ালঝোরা সীমান্তের বাসিন্দারা সীমান্তে গেটে বিএসএফের বিরুদ্ধে হয়রানির অভিযোগ তুলে আন্দোলনে করছেন। ইতিমধ্যে বাসিন্দারা এসডিও ও বিডিওকে একটি স্মারকলিপিও দিয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের সমস্যার কথা শুনতেই এদিন সেখানে গিয়েছিলেন মন্ত্রী। সভা থেকে সমস্যা সমাধানের আশ্বাসও দেন।

যদিও উদয়নের এই হুঁশিয়ারিকে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি বিরোধীরা। বিজেপির কোচবিহার জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিরাজ বসুর কথায়, 'দিনহাটার মানুষ সব জানে। তাই হুঁশিয়ারি দিয়ে দোষ ঢাকা যাবে না। আগামী বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলকে মানুষ তার জবাব দেবে।'

ডাকাতি কাণ্ডে ধৃত আরও ১

পরিচয় লুকোতে ভরসা বিশেষ অ্যাপ

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২৫ জুন : সোনা লুটের ঘটনার ৭২ ঘণ্টার মধ্যেই সাফল্যের মুখ দেখল শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ। আগেই যে দুজনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছিল সেই মহম্মদ সামসাদ ও সাফিক খানকে জিজ্ঞাসাবাদ করে বিহারে গিয়ে আরও একজনকে গ্রেপ্তার করেছে মেট্রোপলিটান পুলিশের বিশেষ একটি টিম। এদিকে, জিজ্ঞাসাবাদে পুলিশের হাতে আরও যেসব তথ্য উঠে এসেছে, তা চোখ কপালে তুলে দেওয়ার মতো। পুলিশ জানতে পেরেছে, ডাকাতির ঘটনায় জড়িত দুষ্কৃতীরা একটি বিশেষ ধরনের অ্যাপ ব্যবহার করত। ওই অ্যাপের মাধ্যমেই ফোনকল করা থেকে শুরু করে মেসেজ পাঠানো, সব করা হত।

এই পরিস্থিতিতে প্রশ্ন উঠছে, বিহারের বিখ্যাত 'গোল্ড থিফ' সুবোধ সিং-এর গ্যাংয়ের সঙ্গে এর কোনও যোগসূত্র রয়েছে কি না। এর আগে বিহারের আড়াতে সোনার দোকান লুট হওয়ার পর অভিযুক্তদের পাকড়াও করেছিল বিহার পুলিশ।

তখন তদন্তে উঠে এসেছিল বিহারের ঘটনার সঙ্গে ব্যারাকপুরে সংশোধানাগারে বন্দি সুবোধ সিংয়ের যোগসূত্রের কথা। সোশ্যাল মিডিয়া সহ বিশেষ ধরনের অ্যাপের মাধ্যমে গ্যাং সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখত সুবোধ। শিলিগুড়ির ঘটনার ক্ষেত্রেও মোডাস অপারেন্ডি অনেকটা একই রকমের। যদিও এক্ষেত্রে সুবোধ গ্যাংয়ের যোগ আছে কি না, এখনই সেব্যাপারে পরিষ্কার করে বলতে পারছেন না তদন্তকারীরা। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (পূর্ব) রাকেশ সিং বলছেন, 'সুবোধ গ্যাংয়ের সদস্য কারা ছিল, এই গ্যাংয়ের সদস্য কারা, এব্যাপারে আমাদের কাছে কোনও তথ্য নেই। তাই এব্যাপারে কিছু বলা যাবে না।'

তদন্তে পুলিশ আধিকারিকরা আরও একটা বিষয়ে নিশ্চিত হয়েছেন যে, সেই দলের সদস্যরা কেউই একে অপরের ভালো নাম জানে না। পুলিশের হাতে রবিবার গ্রেপ্তার হওয়া সাফিক ও সামসাদও কিন্তু একে অপরের নাম জানত না। তারা দলের অন্য সদস্যদের কাছে পরিচিত ছিল ডোডো ও বাবু নামে। একে তো অ্যাপের মাধ্যমে যোগাযোগ রাখা হত। তার ওপর আবার একে অপরের নামও জানত না। এই পরিস্থিতিতে ঘটনায় জড়িত সমস্ত গ্যাং সদস্যের ছবি পেলেও তাদের চিহ্নিত করতে রীতিমতো সমস্যায় পড়ছেন পুলিশকর্তারা।

এদিকে, বিহার থেকে ধৃত দুষ্কৃতীকে ট্রানজিট রিমান্ডে শিলিগুড়ি আনা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন ডিসিপি রাকেশ। পুলিশ সূত্রে খবর, গোটা ঘটনার পরিকল্পনা করা ও সেইমতো অপারেশন সাঙ্গ করার সঙ্গে ধৃত সেই দুষ্কৃতী পুরোপুরি জড়িয়ে ছিল। গ্যাংয়ের এক পান্ডা বিভিন্ন সময় বিহার থেকে শিলিগুড়ি শহরে এসে ওই দুষ্কৃতীদের সঙ্গে আলোচনা করেছে। পাশাপাশি টাকার জোগান দিয়েছে। এমনকি অপারেশনের নেতৃত্বও দিয়েছে। ধৃত ব্যক্তিই সেই পান্ডা বলে মনে করা হচ্ছে। ডিসিপি'র কথাতেও সেই ইঙ্গিতই মিলেছে। তাঁর বক্তব্য, 'যারা প্ল্যানিং করে তারাও ঘটনার সঙ্গে পুরোপুরি জড়িত। বিহার থেকে একজনকে ধরা হয়েছে। তাকে শহরে নিয়ে আসার পর এই গ্যাংয়ের ব্যাপারে আরও তথ্য মিলবে।'

রহস্য জটিল

- দুষ্কৃতীরা বিশেষ এক ধরনের অ্যাপ ব্যবহার করত
- সেই অ্যাপের মাধ্যমেই ফোনকল ও মেসেজ করত
- তারা একে-অপরের ভালো নামও জানত না
- বিহারের এক পান্ডা তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখত
- টাকার জোগানও দিত সেই ব্যক্তিই

পরিদর্শন

কোচবিহার, ২৫ জুন : স্বাস্থ্য ভবনের প্রতিনিধিদল বুধবার এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল পরিদর্শন করল। দলের সদস্যরা ওই হাসপাতালে তৈরি হওয়া ১৫ শয্যাবিশিষ্ট ডায়ালিসিস ইউনিট খতিয়ে দেখলেন। অধ্যক্ষ নির্মলকুমার মণ্ডল বলেন, 'প্রতিনিধিদল স্বাস্থ্য ভবনে রিপোর্ট জমা দেবে। সবুজ সংকেত পেলেই আমরা পরিষেবা দেওয়া শুরু করব।'

সম্মেলন

কোচবিহার, ২৫ জুন : কোচবিহার রবীন্দ্র ভবনে বুধবার লোকশিল্পীদের জেলাভিত্তিক সম্মেলন হল। উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা শাসক রবি রঞ্জন, কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, রাজবংশী ভাষা আকাদেমির চেয়ারম্যান হরিহর দাস প্রমুখ। সম্মেলনে লোকশিল্পীরা বিভিন্ন স্বাদের অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন।

সংকট স্কুলে

প্রথম পাতার পর

তাঁদের অভিযোগ, ছেলেমেয়েরা নিয়মিত স্কুলে গেলেও ঠিকমতো পড়াশোনা হচ্ছে না। প্রকাশ্যে কিছু না বললেও স্কুলের শিক্ষকরাও বিভ্রান্ত। নেতৃত্বহীন এই অবস্থার ভবিষ্যৎ কী হবে তা তাঁরা বুঝে উঠতে পারছেন না। অভিভাবক বরুণ সাহা বলেন, 'স্কুলে কোনও প্রশাসক নেই। এই অবস্থা চলতে পারে না। শুনেছি ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি ইস্তফা দিয়েছেন এবং টিআইসিও ইস্তফা দিয়েছেন। স্কুলে ক্লাসও ঠিকঠাক হচ্ছে না। আশা করব দ্রুত এই অচলাবস্থা দূর হবে।' আরেক অভিভাবক রাজু দে'র কথায়, 'এখন দু'একটি ক্লাস হওয়ায় ছেলে আর স্কুলে যেতে চায় না। কবে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে জানি না।'

তিস্তায় জল বাড়ায় লাল সতর্কতা

ভুট্টা ও সবজি চাষে ক্ষতি, চিন্তায় চাষিরা

দীপেন রায়

মেখলিগঞ্জ, ২৫ জুন : মাত্র কয়েকদিন আগে বৃষ্টির অভাবে মেখলিগঞ্জে ধান রোপণ শুরু করা যাচ্ছিল না। তবে বর্ষা নামতেই ছবিটা বদলে গেল। এর মধ্যেই গত কয়েকদিনে হঠাৎ জল বাড়ল তিস্তায়। তার জেরে এই বর্ষা মরশুমে প্রথমবারের মতো তিস্তার অসংরক্ষিত এলাকায় লাল সংকেত জারি করল সেচ দপ্তর।

বুধবার সকালে জলপাইগুড়ির কন্ট্রোল রুম থেকে এই সতর্কতা জারি হয়েছে। মঙ্গলবার রাতে পাহাড়ে ভারী বৃষ্টির ফলে উত্তরবঙ্গের নদীগুলিতে জলস্তর হঠাৎ বেড়ে যায়। মেখলিগঞ্জ এলাকার তিস্তা নদীতেও তার প্রভাব পড়েছে। ফলে বিভিন্ন এলাকার সবজি ও ভুট্টা চাষের ব্যাপক ক্ষতি হয়ে গিয়েছে বলে জানাচ্ছেন স্থানীয়রা। অন্যদিকে লাল সংকেত জারি হওয়ার পর প্রশাসনের তরফ থেকে সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। মেখলিগঞ্জের বিডিও অরিন্দম মণ্ডল এবিষয়ে বলেন, 'তিস্তার জল বাড়ার বিষয়টি নজরে রাখা হচ্ছে। যে কোনও রকমের বিপর্যয় মোকাবিলার জন্য প্রশাসনের সবরকম প্রস্তুতি রয়েছে।'

ফকতের চর, পানিয়ার চর ও নিজতরফের চর- মূলত এই তিনটি এলাকায় জল ঢুকে পড়ে। ভোররাতে বেশ কয়েকটি বাড়িও জলমগ্ন হয়ে গিয়েছিল। যদিও দিন যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জল নামতে শুরু করে। চর এলাকায় ব্যাপকভাবে সবজি ও ভুট্টা চাষ হয়ে থাকে। এবারে সেখানে লংকা, টমেটো সহ বিভিন্ন সবজির খেত জলের তলায় চলে গিয়েছে। ফকতের চরের এক কৃষক নজরুল ইসলাম জানান, এলাকায় লংকা, টমেটোর গাছ জলের তলায় গিয়েছে। এতে উৎপাদিত সবজির বড় ক্ষতি হল। একই সমস্যার ভুট্টার ক্ষেত্রেও দেখা দিয়েছে।

বেশিরভাগ খেত থেকে ভুট্টা আগেই ঘরে তোলা হয়েছিল। কিন্তু অনেকেই বাড়ির সামনে উৎপাদিত ভুট্টা স্তূপ করে রেখে শুকোতে দিয়েছিলেন। হঠাৎ বাড়িতে জল ঢুকে পড়ায় সেইসব ভুট্টা ভিজে গিয়েছে। এলাকার এক ভুট্টাচাষি সাত্তার আলি বলেন, 'ভুট্টাগুলি প্লাস্টিক দিয়ে ঢেকে রাখা ছিল। কিন্তু এত দ্রুত জল বেড়ে যাওয়ায় সব জলের তলায় চলে গিয়েছে। এখন আবার নতুন করে শুকোনো না হলে সেসব নষ্ট হয়ে যাবে।'

জল থইথই ফকতের চর।

সমস্যা যেখানে

- ফকতের চর, পানিয়ার চর ও নিজতরফের চর- মূলত এই তিনটি এলাকায় জল ঢুকে পড়ে
- বুধবার ভোররাতে বেশ কয়েকটি বাড়িও জলমগ্ন হয়ে গিয়েছিল
- যদিও দিন যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জল নামতে শুরু করে
- লংকা, টমেটো সহ বিভিন্ন সবজির খেত জলের তলায়

বিপ্লব ভুট্টার

প্রথম পাতার পর

পচনশীল ক্যারিব্যাগের প্রচার করছি। অনেকে সচেতন হয়ে আমাদের এই ক্যারিব্যাগ ব্যবহার করছেন।' ভুট্টার দানা থেকে তৈরি হওয়ায় ছয় মাস পরই এই ব্যাগে পচন ধরতে শুরু করে। পরবর্তীতে যা সম্পূর্ণ জৈবিক উপায়ে মাটির সঙ্গে মিশে যায়। ফলে দূষণ তো হবেই না, বরং এমন ক্যারিব্যাগ থেকে জৈব সার পাওয়া সম্ভব। তাঁদের উদ্যোগের পাশে দাঁড়িয়েছে ক্ষুদ্র, ছোট, মাঝারি শিল্প দপ্তর। দপ্তরের জেলার এক আধিকারিক বলছেন, 'পরিবেশ রক্ষার এই লড়াইকে আমরা ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছি। আরও তরুণ যাতে উৎসাহ হয়, তার জন্য প্রচার এবং কর্মশালার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।' গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (জিটিএ) জনসংযোগ আধিকারিক শক্তিপ্রসাদ শর্মা বলেন, 'ভুট্টার দানা থেকে তৈরি এই ক্যারিব্যাগ পরিবেশবান্ধব হওয়ায়, প্রতিটি বাজারে তা নিয়ে আমরা প্রচার শুরু করেছি। মানুষের মধ্যে সচেতনতাবোধ কাজ করতে শুরু করেছে।' পাহাড় তো বটেই, সমতল শিলিগুড়ির থেকেও তাঁরা অর্ডার পাচ্ছেন বলে জানান প্রমোদ। তাঁর দাবি, 'প্রচার এবং এই ব্যাগ ব্যবহার শুরু হওয়ায় প্রত্যেক মাসে অন্তত চার টন পলিব্যাগের ব্যবহার কমেছে পাহাড়ে। কমছে দূষণও।'

সমতল কি পাহাড়ের পথে হাঁটবে?

বোমাবাজি

প্রথম পাতার পর

আইপিএলের বেটিং নিয়েই যে দুই পক্ষের মধ্যে ঝামেলা চলছিল তা স্বীকার করে নিয়েছেন মনোজ। তাঁর কথা, 'আইপিএলের বেটিং নিয়ে প্রায় দুই লক্ষ টাকা দিয়েছি। ওরা আরও ১০ হাজার টাকা পেত। রাতে আমি বাড়িতে ছিলাম না। সেই সময় আমার বাড়িতে এসে বোমাবাজি করেছে। এখন নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছি। পুলিশকেও বিষয়টি জানিয়েছি।' পঞ্চায়েত সদস্য গোপাল বর্মনের কথা, 'টাকা নিয়ে ওদের মধ্যে ঝামেলা ছিল। এটা খুবই নিন্দনীয় ঘটনা। দোষীদের শাস্তি হওয়া উচিত।' তবে, এই ঘটনায় রাজনীতির রং লাগতে শুরু করেছে। বাসিন্দাদের দাবি, দুই পক্ষই তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে জড়িত। তৃণমূলের গোষ্ঠীকোন্দল বলে বিরোধীদের দাবি। হামলার শিকার হওয়া মনোজ দাবি করেছেন, 'আমি তৃণমূল কংগ্রেস করি। যারা হামলা করেছে তারাও তৃণমূলের সঙ্গেই যুক্ত।' তৃণমূলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক স্পষ্ট বলেছেন, 'বৃহস্পতিবার মনোজ মোদকের বাড়িতে দেখা করতে যাব। যতদূর শুনেছি হামলার পেছনে বিজেপির হাত রয়েছে। তবে সেখানে তৃণমূলের কেউ যুক্ত থাকার সম্ভাবনাও রয়েছে। সেটা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। যদি সেটা সত্যি হয় তাহলে তাকে দল থেকে বহিষ্কার করা হবে।' বিজেপির জেলা সাধারণ সম্পাদক বিরাজ বসুর কথা, 'এটি তৃণমূলের গোষ্ঠীকোন্দলের ফলাফল।'

এভাবেই জীবন।। শ্রীনগরের ডাল লেকে পদ্মের শিকড় নিয়ে মহিলা। ছবি : এএফপি

পালটা মার দেওয়ার নিদান সুকান্তর

রূপক সরকার

বালুরঘাট, ২৫ জুন : কিছুদিন আগেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারকে 'লাস্ট ওয়ার্নিং' দিয়েছিলেন তিনি। এবার পালটা মার দেওয়ার নিদান দিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতির। বুধবার বিজেপির প্রতিবাদ সভায় বিজেপির রাজ্য সভাপতি ও কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারকে বলতে শোনা যায়, 'এতদিন আপনারা মার খেয়ে এসেছেন। এবার সময় বদলাচ্ছে। এখন মার দেবার পালা এসেছে।' সিনেমার প্রসঙ্গ টেনে তিনি তৃণমূলকে ভিলেন হিসেব তুলে ধরে বলেন, 'প্রথমে নায়ককে মার খেতে হয়। পরবর্তীতে পালটা মার খায় ভিলেন। বিজেপির মার খাওয়ার দিন শেষ। এবার ভিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের মার খাওয়ার দিন আসছে।' স্বাভাবিকভাবে বালুরঘাটের সাংসদকে পালটা আক্রমণ শুরু করে দিয়েছে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল। তৃণমূলের দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা সভাপতি সুভাষ ভাওয়াল পালটা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে বলছেন, 'উনি মাঝে মাঝেই লাস্ট ওয়ার্নিংয়ের কথা বলেন। যদিও সাল বলেন না। আমরা সালটা জানতে চাই। উনি দিন, সময় এবং জায়গার কথা বলুন, আমরা সেখানে যাব।'

বঙ্গ রাজনীতিতে সুকান্তের আলাদা একটা পরিসর রয়েছে। সাধারণত তিনি কাউকে ব্যক্তিগত আক্রমণ করেন না। এমনকি নানান ঘটনা এবং রাজ্যের শাসকদলের সমালোচনা তাঁর মুখে শোনা গেলেও, সেই অর্থে হুমকি বা হুঁশিয়ারি দিতে তাঁকে সাধারণত দেখা যায় না। কিন্তু কিছুদিন ধরেই বিজেপির রাজ্য সভাপতি অন্যমাত্রায় ধরা দিচ্ছেন। যে কারণে এদিন তিনি যখন পালটা মারের কথা বলছেন, তখন বিজেপি কর্মীদের বড় একটা অংশের মধ্যে বাড়তি উন্মাদনা দেখা যায়।

বালুরঘাটে মেডিকেল কলেজ তৈরি, দক্ষিণ দিনাজপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী ক্যাম্পাস চালু সহ একাধিক দাবি এবং তৃণমূলের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ, পুলিশ প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তা, হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর নির্যাতনের অভিযোগে বুধবার বিকেলে বালুরঘাটে প্রতিবাদ মিছিল শেষে জেলা শাসকের কার্যালয় ঘেরাও কর্মসূচি পালন করে বিজেপি। ঘেরাও কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে এদিন দলীয় নেতৃত্ব ও কর্মীরা বসে পড়েন অবস্থান বিক্ষোভে। এমন কর্মসূচি থেকে তৃণমূল এবং প্রশাসনের বিরুদ্ধে বিস্তর অভিযোগ তোলা হয়। পরে দলীয় একটি প্রতিনিধিদল ১৫ দফা দাবি সংবলিত একটি স্মারকলিপি জেলা শাসকের কাছে জমা দেয়। এই কর্মসূচিতেই তোপ দাগেন সুকান্ত। এদিনের কর্মসূচিতে সুকান্ত ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন তপনের বিধায়ক বুধরাই টুডু, গঙ্গারামপুরের বিধায়ক সত্যেন্দ্রনাথ রায়, বিজেপির জেলা সভাপতি স্বরূপ চৌধুরী প্রমুখ। অন্যদিকে, জরুরি অবস্থার ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে দক্ষিণ দিনাজপুরে দিনটিকে কালা দিবস হিসেবে পালন করে বিজেপি। তৎকালীন ইন্দিরা গান্ধির সরকার জরুরি অবস্থা জারি করে সাধারণ মানুষ এবং বিরোধীদের ওপর দমনপীড়ন নীতি কার্যকর করেছিল বলে অভিযোগ তোলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত।

তৎকালীন ইন্দিরা গান্ধির সরকার জরুরি অবস্থা জারি করে সাধারণ মানুষ এবং বিরোধীদের ওপর দমনপীড়ন নীতি কার্যকর করেছিল বলে অভিযোগ তোলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত। সাংসদ কার্যালয়ে সাংবাদিক বৈঠকে সুকান্ত বলেন, 'আজকের পশ্চিমবঙ্গেও কার্যত এক অঘোষিত জরুরি অবস্থা জারি রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শাসনে বিরোধীদের কণ্ঠরোধ করা হচ্ছে। দুর্নীতিকে ঢাকতে প্রশাসনকে ব্যবহার করা হচ্ছে। রাজ্যে আইনের শাসনের নামে চলছে দলীয় সন্ত্রাস।'

একনজরে

- অঘোষিত জরুরি অবস্থা এরাজ্যেও, অভিযোগ বিজেপি রাজ্য সভাপতির
- বিজেপি কর্মীদের উদ্দেশে তৃণমূলকে পালটা মার দেওয়ার নিদান সুকান্তের
- পালটা চ্যালেঞ্জ জানিয়ে দিন, সময় এবং জায়গার নাম জানতে চাইল তৃণমূল

হেনস্তা, তবু রাজস্থানে ইটাহারের শ্রমিকরা

প্রথম পাতার পর

গ্রামে ফিরলে সেই টাকা পাব কোথায়?' মঙ্গলবার রাজস্থানে পুলিশ আটকে রাখায় বাংলার রাজ্য প্রশাসন ওই শ্রমিকদের পরিচয়পত্র ও বাড়ির ঠিকানা পাঠিয়ে দিয়েছিল। যা পাওয়ার পরেই রাজস্থান সরকার তড়িঘড়ি তাঁদের ছেড়ে দেয়।

রাজ্যের পরিষদীয়মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বুধবার বলেন, 'বিজেপি যে বাংলা বিরোধী, তা ফের প্রমাণ হয়ে গেল। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিধানসভায় সরব না হলে ওই শ্রমিকদের আটকে রাখা হত।' বিজেপি শাসিত রাজ্যে বাঙালি শ্রমিকদের হেনস্তার শিকার হতে হচ্ছে বলে তৃণমূল অভিযোগ তুললেও বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার ঘটনাটির দায় চাপিয়েছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর ঘাড়েই।

সুকান্ত বলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্যই বাঙালিদের হয়রানি। তিনি যদি জাল আধার কার্ড না দিলে এমন ঘটনা ঘটত না।' তাঁর কথায়, 'যে মুখ্যমন্ত্রী বাঙালির পেটে অন্ন দিতে পারেন না, তাঁর বাঙালির সম্মান নিয়ে মাথাব্যথা করার কী আছে?' বিজেপির পরিষদীয় দলের মুখ্য সচেতক শংকর ঘোষও প্রশ্ন তোলেন, 'বাংলার বাসিন্দাদের ভিনরাজ্যে কাজ করতে যেতে হবে কেন? রাজ্য সরকার কর্মসংস্থানের সুযোগ দিতে পারছে না বলেই লোকে ভিনরাজ্যে যাচ্ছে।'

তাঁর বক্তব্য, 'কেউ হেনস্তা হোক, আমরাও চাই না। আমরা চাই, বাংলার মানুষ বাংলাতেই কাজ পাক।'

ইটাহারের বিধায়ক মোশারফ হোসেন পালটা বলেন, 'আধার কার্ড তো দেয় কেন্দ্রীয় সরকার। তাহলে কেন্দ্র কি জাল আধার কার্ড দেয়? আমাদের মুখ্যমন্ত্রী কর্মসংস্থানমুখী অনেক প্রকল্প চালু করেছেন। ফলে কাজের জন্য বাইরে যাওয়া মানুষের সংখ্যা আগের তুলনায় অনেক কমেছে।'

সুকান্তকে কটাক্ষ করে মোশারফের বক্তব্য, 'বিজেপি শাসিত রাজ্যে বাঙালি শ্রমিকরা হেনস্তার শিকার হওয়ায় আশা করেছিলাম, বাঙালি হিসেবে সুকান্তবাবু ওই শ্রমিকদের পাশে দাঁড়াবেন। কিন্তু তিনি তাঁর রাজনৈতিক লাইনেই চলছেন।' তবে বাংলাভাষী শ্রমিকদের এই হেনস্তায় দুঃখিত বাংলায় বসবাসকারী রাজস্থানের আদি বাসিন্দা মাড়োয়ারিরা। তাঁদেরই একজন কালিয়াগঞ্জের রামগোপাল মন্ত্রী বলেন, 'বাংলাদেশিদের ধরা হোক। কিন্তু তা করতে গিয়ে কোনও রাজ্যে বাঙালিদের হেনস্তা করা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়।'

রায়গঞ্জ শহরে ৩০০ মাড়োয়ারি পরিবারের বাস। সুদর্শনপুর দ্বারিকা প্রসাদ উচ্চ বিদ্যাচক্রের পরিচালন কমিটির সভাপতি প্রদীপ আগরওয়ালার কথায়, 'রাজস্থানে যা হয়েছে, ভালো হয়নি। এখানে তো আমাদের সমস্যায় পড়তে হয়নি।'

হরিশ্চন্দ্রপুর মার্চেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক পবন কেডিয়া বলেন, 'রাজস্থানে ইটাহারের বাঙালি মানুষগুলোর সঙ্গে যা হয়েছে, তা আমরা মানতে পারছি না। আমার জন্ম বাংলায় হলেও রাজস্থান আমার পূর্বপুরুষের মাটি। তাই সেখানে বাঙালির অসম্মান হলে আমার মনেও ব্যথা লাগে।'

রাজস্থান থেকে মোবাইলে ইটাহারের আদি বাসিন্দা মোজাহার শেখ শোনালেন, 'আজ আর কোনও অসুবিধা হয়নি। যে যার কাজ করেছি।' ঘরে ফেরার প্রশ্নে মোজাহারের বক্তব্য, 'ফিরলে করব কী? রুটিরুজির জন্যই তো গ্রাম ছেড়ে এত দূরে এসে পড়ে আছি। আশা করছি, আর সমস্যা হবে না। ঘরে ফেরার কথা তাই ভাবছি না।'

তালাবন্ধ

প্রথম পাতার পর

কর্মী-সমর্থকদের কাউকেই গত এক বছর ধরে কার্যালয়ে ধারেকাছেও দেখা যাচ্ছে না। বক্সিরহাট পার্টি অফিস তালাবন্ধ ঘিরে দলের বিধায়ক-ঘনিষ্ঠদের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছেন দলের তুফানগঞ্জ-৪ প্রাক্তন মণ্ডল সভাপতি লক্ষ্মীনারায়ণ বর্মন। তিনি বলেন, 'বক্সিরহাটে দলের সাংগঠনিক অবস্থা খুবই খারাপ। দলে যথেষ্ট কর্মী-সমর্থক রয়েছেন। কিন্তু কর্মীদের ধরে রাখার চিন্তাভাবনাই নেই নেতাদের।' তাঁর সরাসরি অভিযোগ, 'বিধানসভার আহ্বায়ক তৃণমূলের সঙ্গে আপস করে রাজনীতি করছেন। দীর্ঘদিন ধরে বক্সিরহাট পার্টি অফিসে কোনও মিটিং, মিছিল দলীয় কর্মসূচি নেওয়ার সাহস দেখান না নেতারা।'

বিজেপির তুফানগঞ্জ বিধানসভার আহ্বায়ক বিমল পাল অবশ্য বলছেন, শুধু বক্সিরহাট নয়, রাজ্যজুড়ে দলে সাংগঠনিক ঘাটতি তৈরি হয়েছে। কিন্তু দলীয় কর্মসূচি থেমে নেই। লক্ষ্মীনারায়ণের প্রতি তাঁর আহ্বান, 'তিনি তো দলের পুরোনো কর্মী। তাহলে তিনি সামনে এসে দলের জন্য লড়াই করুন।'

তাহলে সেই কার্যালয় বন্ধ রয়েছে কেন? বিমল বলেন, 'ভাড়া বকেয়া থাকায় বক্সিরহাট কার্যালয়টি তালাবন্ধ রয়েছে। তাছাড়া ঘরটি সংস্কার করা প্রয়োজন।'

আর অন্তর্দ্বন্দ্বের অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন মালতী। তাঁর সাফ কথা, 'বক্সিরহাটে বিরোধীদের ভয় দেখিয়ে দমিয়ে রাখা হয়। কার্যালয় খুললেই কর্মীদের উপর আক্রমণ হচ্ছে। তাই কর্মীরা আতঙ্কে রয়েছে।' তাঁরও আশ্বাস, খুব তাড়াতাড়ি সেই পার্টি অফিস খোলা হবে।

সন্ত্রাসের অভিযোগ উড়িয়ে বিজেপিকে কটাক্ষ করেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের তুফানগঞ্জ-২ সহ সভাপতি নিরঞ্জন সরকার। তাঁর কথায়, 'পার্টি অফিসে বসার মতো কর্মী নেই বিজেপির। বিজেপির অন্দরে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব শুরু হয়েছে। বিধানসভা ভোটের আগে যে দলটিকে খুঁজে পাওয়া যাবে না।'

'ঘরবন্দি' মা, ছেলে যেন মৃত্যুপথযাত্রী

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ২৫ জুন : সুচিত্রা সেন অভিনীত কালজয়ী বাংলা সিনেমা 'দীপ জ্বেলে যাই' দেখেননি, এমন বাঙালি দর্শক পাওয়া দুষ্কর। সেখানে মানসিক হাসপাতালের নার্স রাধা তাঁর রোগীদের সঙ্গে এতটাই একাত্ম হয়ে পড়েছিলেন যে, শেষে নিজেই মনোরোগী হয়ে যান। কাহিনীতে সামান্য কিছু বদল থাকলেও নাগরাকাটার ভগৎপুর চা বাগানের অবসরপ্রাপ্ত নার্স শুক্লা চক্রবর্তীর জীবনে যেন তারই প্রতিচ্ছবি। মানসিক ভারসাম্যহীন একমাত্র ছেলেকে নিয়ে তিনি শুধু কোনওরকমে বেঁচে আছেন। সেটাও পাড়াপড়শির দয়াদাক্ষিণ্যে। এক বেলা খেলে বাকি দু'বেলা কী জুটবে তার কোনও নিশ্চয়তা নেই।

বাগানের যে কোয়ার্টারের একচিলতে ঘরে মা-ছেলে থাকেন সেটার পরিস্থিতি কার্যত নরককুণ্ড। আলো নেই। পাখা নেই। পানীয় জলটুকুও কেউ দিয়ে গেলে জোটে। ঝোপজঙ্গলে ঘেরা বাড়িতে ঘরের মেঝেতেই শুয়ে থাকেন দুজন। মৃত্যুপথযাত্রী কঙ্কালসার ওই নার্স ও তাঁর ছেলেকে কীভাবে বাঁচাবেন তা ভেবে কূলকিনারা পাচ্ছেন না স্থানীয়রা। তাঁরা প্রশাসনিক সহযোগিতার আর্জি জানাচ্ছেন।

ভগৎপুর চা বাগানের কোয়ার্টারে এভাবেই দিন কাটছে মা-ছেলের।

ভগৎপুর চা বাগানের সেন্ট্রাল হাসপাতালের ফার্মাসিস্ট সনাতন ঘোষের কথায়, 'দুজনেরই অর্ধাহার-অনাহারে দিন কাটছে। কোনও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন বা প্রশাসন যদি নিয়ে যেত তবে ওরা বেঁচে যেত বলে মনে করি।'

বিষয়টি নাগরাকাটার ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ মোল্লা ইরফান হোসেনের নজরে আনা হলে তিনি বলছেন, 'দ্রুত ওই বাড়িটিতে যাব। সবকিছু খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে।'

ডুয়ার্সের নিরিখে এককালের সেরা ভগৎপুর চা বাগানের ওই সেন্ট্রাল হাসপাতালে টানা ত্রিশ বছর নার্স ছিলেন শুক্লা। বছর তিনেক আগে অবসর নেন। তাঁর দুই সন্তান। মেয়ের বিয়ে হয়ে গিয়েছে। ছেলে বিক্রমকে নিয়েই সংসার। সেই ছেলে ধীরে ধীরে মনোরোগীতে পরিণত হন। নিজের উদ্যোগে চিকিৎসা চালালেও একটা সময় শুক্লাদেবী অসুস্থ হয়ে পড়েন। তারপর থেকেই তাঁদের জীবনে নেমে আসে বিপর্যয়। একদিকে নিজের অসুস্থতা ও অন্যদিকে ছেলের জটিল সমস্যা। দুজনেই ঘরবন্দি হয়ে পড়েন। টাকার অভাবে দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ হয়ে রয়েছে বিক্রমের চিকিৎসা।

এরপরের কাহিনী শুধু করুণই নয়। মর্মান্তিকও বটে। শুক্লা ও তাঁর ছেলের পরিস্থিতি দেখে স্থানীয়রা নিজেদের সাধ্যমতো পাশে থাকার চেষ্টা চালিয়ে গেলেও তা যথেষ্ট নয়। বিক্রম মাঝে মাঝেই বেপরোয়া হয়ে ওঠে। কী বলছেন শুক্লা? জড়ানো কণ্ঠে তাঁর বক্তব্য, 'আমরা তো বাঁচতেই চাই। প্রতিবেশীরা আর কতদিন দেখবে।' শুক্লাদেবীও তো এককালে পরম মমতায় হাজার হাজার রোগীকে বাঁচার পথ বাতলে দিতেন। কিন্তু তাঁর বেলা? বাঁচার এই আর্তি কেউ শুনবেন কি?

ভারতের শুভাংশু

প্রথম পাতার পর

মোদি টুইটে লেখেন, '১৪০ কোটির স্বপ্ন, আশা ও আকাঙ্ক্ষাকে বয়ে নিয়ে যাচ্ছেন শুভাংশু। এটা আমাদের দেশের গর্বের মুহূর্ত।' অন্যদিকে, আগাগোড়া উদ্বেগ ছিল লখনউয়ের ত্রিবেণিনগরের বাসিন্দা শুভাংশুর বাবা শম্ভুদয়াল শুক্লার।

যদিও ছেলের সফল যাত্রায় আবেগে গলা জড়িয়ে এল তাঁর। তিনি বলেন, 'আমার ছেলে দেশের মুখ উজ্জ্বল করেছে। তরুণ প্রজন্মকে দেখিয়েছে, চেষ্টা করলে কোনও স্বপ্ন অধরা থাকে না।' শুভাংশুর বোন গুঞ্জন বলেন, 'ভালোয় ভালোয় উড়েছেন দাদারা। এখন ভারমুক্ত লাগছে।' দাদার মঙ্গলকামনায় এই ক'টা দিন পূজার্চনা করে কাটাবেন বলে জানিয়েছেন বোন।

শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রথম ভারতীয় মহাকাশচারী রাকেশ শর্মাও। এক ভিডিওবার্তায় তিনি বলেন, 'জানলার বাইরে তাকাতে ভুলো না। সময়টা উপভোগ করো।' ১৯৮৪ সালে প্রথম রাশিয়ার মহাকাশযানে চেপে মহাকাশে গিয়েছিলেন রাকেশ। তারপর আর কোনও ভারতীয় মহাকাশে যাননি। সেই খরা কাটল পাক্কা চার দশক পর। আপাতত এই মহাকাশযান প্রায় ২০০ কিলোমিটার দূর দিয়ে প্রতি সেকেন্ডে ৭.৫ কিলোমিটার বেগে পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে। সেখান থেকেই দেশবাসীকে নমস্কার জানিয়ে শুভাংশু বলেন, 'আমার কাঁধে তেরঙা, যেন গোটা ভারত আমার সঙ্গে। এই অভিযান শুধু আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনের জন্য নয়, এটা ভারতের মানব মহাকাশ কর্মসূচির সূচনাও বটে। আমি চাই, আপনারাও এই যাত্রার অংশ হন। গর্বে আপনার বুকও ফুলে উঠুক।'

প্রথমে নাসা ও ইসরোর যৌথ উদ্যোগে এই অভিযান হওয়ার কথা ছিল গত ২৯ মে। কিন্তু আবহাওয়া, প্রযুক্তিগত ত্রুটি সহ নানা কারণে বারবার অভিযান পিছিয়ে যায়। বুধবার সকালে উৎক্ষেপণের ঘণ্টাখানেক আগেও যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দিয়েছিল মহাকাশযানে। আবহাওয়া সংক্রান্ত তথ্য মহাকাশযানে আপলোড হচ্ছিল না। কিন্তু কিছুক্ষণের চেষ্টায় সেই ত্রুটি সংশোধন করেন বিজ্ঞানীরা। তারপর নির্ধারিত সময়ে মহাকাশযানে ওঠেন শুভাংশু সহ চার নভশ্চর।

নাসার এই অভিযানে ইসরোর তরফে প্রাথমিকভাবে বেছে নেওয়া হয়েছিল শুভাংশুর সঙ্গে প্রশান্ত বালকৃষ্ণান নায়ারকে। উত্তরপ্রদেশের লখনউয়ের ছেলে শুভাংশু ভারতীয় বায়ুসেনার গ্রুপ ক্যাপ্টেন। শেষমেশ শিকে ছেঁড়ে তাঁর। মূল মহাকাশচারী হিসাবে বেছে নেওয়া হয় ৩৯ বছরের এই তরুণকে। বিকল্প হিসাবে রাখা হয় প্রশান্তকে। প্রশান্ত বুধবার বলেন, 'শুভাংশুর মতো আত্মবিশ্বাসী আর একজনকেও দেখিনি।'

বোলিং শীর্ষে বুমরাহ, ব্যাটিংয়ে রুট

কেরিয়ারের সেরা টেস্ট র‍্যাংকিংয়ে ঋষভ

দুবাই, ২৫ জুন : উত্তেজক ম্যাচ।

দুরন্ত পরিণতি। ভারতের তরুণ ব্রিগেডকে হারিয়ে শেষ হাসি বাজবলের। জয়ের সম্ভাবনা তৈরি করেও ইংল্যান্ডের কাছে হারের ধাক্কা কাটিয়ে উঠতে দ্বিতীয় টেস্টে পাখির চোখ। ভারতীয় দল ফিনিশিং লাইন পার করতে না পারলেও ম্যাচের দুই ইনিংসে শতরান করে নজির গড়েছেন ঋষভ পন্থ।

হেডিংলে টেস্টে জোড়া শতরানের (১৩৪ ও ১১৮) পুরস্কার, আইসিসি টেস্ট ব্যাটিং ক্রমতালিকায় কেরিয়ারের নিজের সেরা র‍্যাংকিংয়ে পা রাখলেন ভারতের উইকেটকিপার-ব্যাটার। বুধবার প্রকাশিত আইসিসি ক্রমতালিকায় ব্যাটারদের মধ্যে সাত নম্বরে রয়েছেন ঋষভ।

ঋষভ ক্রিকেট ইতিহাসের দ্বিতীয় উইকেটকিপার যিনি টেস্টের দুই ইনিংসে শতরান করার নজির গড়েছেন। ভারতীয় বাঁহাতি ব্যাটার ছাড়া যে রেকর্ড শুধুমাত্র রয়েছে জিম্বাবোয়ের কিংবদন্তি অ্যান্ডি ফ্লাওয়ারের। যার সুবাদে ভারতের প্রথম উইকেটকিপার হিসেবে টেস্টে ৮০০ রেটিং পয়েন্টের গণ্ডি পেরোনোর নজিরও ঋষভের দখলে।

ভারতীয় ব্যাটারদের মধ্যে সেরা র‍্যাংকিংয়ে হেডিংলি টেস্টে চার ক্যাচ ফেলে 'খলনায়ক' বনে যাওয়া যশস্বী জয়সওয়াল (চতুর্থ)। প্রথম ইনিংসে ১৪৭ রানের সুবাদে ৫ ধাপ এগিয়েছেন শুভমান গিলও। ২৫ থেকে ২০ নম্বরে উঠে এসেছেন টেস্ট অধিনায়ক। অপরদিকে, ওডিআই ফরম্যাটে শীর্ষস্থান দখলে রেখেছেন শুভমান। প্রথম পাঁচে রয়েছেন রোহিত শর্মা (৩) ও বিরাট কোহলিও (৪)।

টেস্ট বোলারদের ক্রমতালিকায় শীর্ষস্থানে রয়েছেন জসপ্রীত বুমরাহ। দ্বিতীয় স্থানে থাকা দক্ষিণ আফ্রিকার কাগিসো রাবাদার (৮৬৮ পয়েন্ট) থেকে ৩৯ পয়েন্টে এগিয়ে নিজের জায়গা আরও মজবুত করে নিয়েছেন ভারতীয় স্পিডস্টার। প্রথম পাঁচে অস্ট্রেলিয়ার দুজন প্যাট কামিন্স (৩) ও জোশ হ্যাজেলউড (৫)।

ভারতীয় দলের থেকে জয় ছিনিয়ে নেওয়ার অন্যতম কারিগর বেন ডাকেটও এগিয়েছেন। ১৪৯ রানের ম্যাচ জেতানো ইনিংসের সুবাদে সেরা প্লেয়ারের সম্মান পাওয়া ডাকেট (৮) পাঁচ ধাপ উন্নতি করে প্রথম দশে ঢুকে পড়েছেন। সতীর্থ ওলি পোপ (১৯) ও জেমি স্মিথও (২৭) সাফল্যের সুবাদে লাভ তুলেছেন আইসিসি ক্রমতালিকায়।

টেস্ট ব্যাটারদের মগডালে জো রুট। দ্বিতীয় স্থানে হ্যারি ব্রুক। দ্বিতীয় ইনিংসে অপরাজিত হাফ সেঞ্চুরি করেন রুট। ব্রুক (৮৭৪) অপরদিকে প্রথম ইনিংসে ৯৯ করার সুবাদে রুটের (৮৮৯) ঘাড়ের ওপর নিঃশ্বাস ফেলছেন। বেন স্টোকস অপরদিকে টেস্ট অলরাউন্ডারদের তালিকায় পাঁচ নম্বরে রয়েছেন। শীর্ষে রবীন্দ্র জাদেজা।

লিডসে জোড়া শতরান টেস্ট র‍্যাংকিংয়ে ঋষভ পন্থকে সাত নম্বরে তুলে আনল।

'টেস্টের অনুপযুক্ত ভারতীয় ফিল্ডিং'

যশস্বী-জাদেজাদের নিয়ে ক্ষোভ গাভাসকারের

লিডস, ২৫ জুন : দুই ইনিংস মিলিয়ে পাঁচ-পাঁচটা শতরান।

ম্যাচে ভারতের মোট সংগ্রহ ৮৩৫ রান (৪৭১ ও ৩৬৪)। তার পরও হার! রাশ নিজেদের হাতে রেখেও স্বভাবতই এভাবে ম্যাচ ফসকে যাওয়া মানতে পারছেন না প্রাক্তনরা। হারের জন্য মূলত কাঠগড়ায় তোলা হচ্ছে ফিল্ডিং, ক্যাচ মিসের বহরকে। সঙ্গে ভালো অবস্থায় থেকে ব্যাটিং ধস।

প্রথম ইনিংসে গোটা চারেক ক্যাচ পড়েছে। যার সুযোগ নিয়ে ওলি পোপ, বেন ডাকেট, হ্যারি ব্রুকরা বড় স্কোর করেন। ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় ইনিসেও ছবিটা বদলায়নি। আউটফিল্ডে হাত-পায়ের ফাঁক দিয়ে বিসাদৃশ্যভাবে বল গলেছে। সুনীল গাভাসকারের কথায়, শুভমান গিল ব্রিগেডের ফিল্ডিং টেস্টের জন্য একেবারে উপযুক্ত নয়।

হেডিংলি ম্যাচের পর্যালোচনায় ভারতীয় কিংবদন্তি বলেছেন, 'ইংল্যান্ড দলকে জয়ের পুরো কৃতিত্ব দেব। ভারতীয় ব্যাটাররা ম্যাচে পাঁচটা শতরান করার পরও আত্মবিশ্বাসী ছিল ওরা। ফলে দুই ইনিংসেই ভারতকে অলআউট করতে পেরেছে। এখানেই ব্যর্থ ভারত। আসলে দুই ইনিংসেই আরও কিছু রান করার সুযোগ ছিল। ভারত যা কাজে লাগাতে পারলে ম্যাচের ফলাফল অন্যরকম হত। শুধু ক্যাচ মিস নয়, ফিল্ডিংয়ের মান অত্যন্ত সাধারণ। একেবারেই টেস্ট মানের নয়। আশা করি ভুল থেকে শিক্ষা নেবে ওরা।'

বোলাররা দ্বিতীয় ইনিংসে দাগ কাটতে না পারলেও গাভাসকার বোলিংকে দুষতে নারাজ। হেডিংলের পিচ ব্যাটিংয়ের জন্য দারুণ ছিল। বোলারদের সমালোচনা করা অনুচিত। তবে জসপ্রীত বুমরাহর যোগ্য সঙ্গীর অভাবের কথা মনে করিয়ে দিলেন। দাবি, বুমরাহর সঙ্গে বাকিরা যোগ্য সংগত দিতে পারলে ম্যাচের রং বদলে যেতেও পারত। লম্বা সিরিজ। সবে প্রথম টেস্ট। দ্বিতীয় টেস্টের আগে দিন আটেক হাতে রয়েছে। গাভাসকারের বিশ্বাস, ভুলগুলি শুধরে নিতে পারবে ভারতীয় দল।

কড়া দাওয়াইয়ের পরামর্শ শাস্ত্রীর

রবি শাস্ত্রী আবার তরুণ ব্রিগেডের জন্য কড়া দাওয়ায় দরকার বলে মনে করছেন। গৌতম গম্ভীরের উদ্দেশ্যে প্রাক্তন হেডকোচের বার্তা, 'কোচিং স্টাফদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ঘুরে দাঁড়াতে ওদের বড় দায়িত্ব থাকছে। অধিনায়ক হিসেবে প্রথম ম্যাচে শুভমান গিল চেষ্টা করেছে। শতরানও এসেছে ওর ব্যাট থেকে। আর সবকিছু অধিনায়কের হাতে থাকেও না। তবে বেসিক বিষয়গুলিতে নজর দেওয়া প্রয়োজন।'

ভুলভ্রান্তিগুলি নিজেই দেখিয়ে দিলেন শাস্ত্রী। প্রাক্তন হেডকোচের মতে, ফিল্ডিং নিয়ে প্রচুর পরিশ্রম করতে হবে। এত ক্যাচ মিস করলে ম্যাচ জেতা সম্ভব নয়। সুযোগ হাতছাড়া করলে চলবে না। ৫৫০-৬০০ রান তোলার সম্ভাবনা থাকবে তা কাজে লাগাতে হবে। এভাবে আলটপকা শটে উইকেট খুইয়ে দলকে ডোবানো মানা যায় না। এক্ষেত্রে কোচের দায়িত্ব কড়া হাতে বিষয়টি সামলান। সাজঘরে কড়া বার্তা দেওয়া।

বুমরাহকে ওয়ার্কলোড, ফিটনেস নিয়ে টানাপোড়েনের প্রসঙ্গ টেনে বার্মিংহ্যাম টেস্টেও হারের আশঙ্কা দেখছেন। রবি শাস্ত্রীর যুক্তি, 'বুমরাহ বলেছে পাঁচের মধ্যে তিনটিতে খেলবে। প্রশ্ন কোন তিনটি টেস্ট। আমার ধারণা হয়তো পরের ম্যাচেই ব্রেক নেবে। কারণ ও নিজেও লর্ডসে খেলতে চাইবে। সেক্ষেত্রে পরের টেস্টে বুমরাহ না থাকলে স্কোরলাইন ০-২ হওয়ার আশঙ্কা বাড়বে।'

হরভজন সিং আবার প্রথম একাদশ নির্বাচনেই ভুল দেখছেন। ২ জুলাই শুরু এজবাস্টন টেস্টে যা শুধরে নেওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন। প্রাক্তন অফস্পিনার বলেছেন, 'দ্বিতীয় টেস্টে নামার আগে চাপে ভারত। কারণ ওরা পিছিয়ে রয়েছে। হারা ম্যাচ থেকেই শিক্ষা নতে হবে। পরের ম্যাচে কুলদীপকে খেলানো উচিত। ও থাকলে উইকেট নেওয়ার ক্ষমতা বাড়বে ভারতীয় বোলিংয়ের। পাশাপাশি ইংল্যান্ডের মাটিতে সুযোগ হাতছাড়া করলে চলবে না। তবে তরুণ ভারতীয় দল সাহসী ক্রিকেট উপহার দিয়েছে। ভুলভ্রান্তি শুধরে নিলে এই দলটা আগামীতে সাফল্য আনবে।'

হেডিংলে টেস্টে গুরুত্বপূর্ণ সময়ে বেন ডাকেটের সহজ ক্যাচ ফেলেন রবীন্দ্র জাদেজা।

বার্মিংহামে দ্বিতীয় টেস্টে অর্শদীপ সিং ও কুলদীপ যাদবকে প্রথম একাদশে চাইছেন ইংল্যান্ডের প্রাক্তন স্পিনার মন্টি পানেসার।

দ্বিতীয় টেস্টের জন্য বার্মিংহাম পৌঁছে গেল টিম ইন্ডিয়া

বুমরাহ নিয়ে 'ছক' বদলাচ্ছে না : গম্ভীর

বার্মিংহাম, ২৫ জুন : প্রথম ইনিংসে পাঁচ উইকেট। দ্বিতীয় ইনিংসে শূন্য।

হেডিংলে টেস্টে টিম ইন্ডিয়া পাঁচ উইকেটে হেরে গিয়েছে। সিরিজে ১-০ ব্যবধানে পিছিয়ে পড়েছেন শুভমান গিলরা। জঘন্য ফিল্ডিংয়ের পাশে লজ্জার বোলিংয়ের মধ্যে আগামীর অশনিসংকেত নিয়ে আজ ভারতীয় সময় সন্ধ্যার দিকে লিডস থেকে বার্মিংহামে পৌঁছে গেল ভারতীয় দল। আগামীকাল বার্মিংহামে পুরো দিন বিশ্রাম রয়েছে ভারতীয় দলের। ২ জুলাই থেকে বার্মিংহামের এজবাস্টনের মাঠে দ্বিতীয় টেস্ট শুরু হচ্ছে।

তবে ভারতীয় স্কোয়াড থেকে ছেড়ে দেওয়া হল পেসার হর্ষিত রানাকে। লিডসে প্রথমে টেস্টের আগে শেষ মুহূর্তে তিনি দলে ঢুকেছিলেন। এদিন শুভমান গিলরা ইংল্যান্ডের স্থানীয় সময় সকাল ১১.৩০ মিনিট নাগাদ বাসে করে বার্মিংহামের উদ্দেশে রওনা হন। কিন্তু সেই বাসে হর্ষিতকে দেখা যায়নি।

দ্বিতীয় টেস্ট শুরুর আগে টিম ইন্ডিয়াকে নতুনভাবে শুরু করতে হবে সব কিছু। দলের ফিল্ডিং ও বোলিংয়ের বেহাল দশার দিশা খুঁজে পেতে হবে। সঙ্গে পাঁচটি শতরান করার পরও কীভাবে ম্যাচ জিততে হয়, সেই স্ট্র্যাটেজিও বার করতে হবে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টকে। সেই স্ট্র্যাটেজি চূড়ান্ত করার পথে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হল, বুমরাহ কি খেলবেন? গতরাতে হেডিংলে টেস্ট হারের পর অধিনায়ক শুভমান জানিয়েছিলেন, দ্বিতীয় টেস্টের আগে তাঁরা সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করবেন।

রাতের দিকে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে কোচ গৌতম গম্ভীরও অনেকটাই একই পথে হেঁটেছেন। অধিনায়ক শুভমানের উপর ভরসা ও ধৈর্য রাখার আবেদন জানানোর পাশে বুমরাহ নিয়ে আগের অবস্থান বদলাচ্ছে না ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট, স্পষ্ট করে দিয়েছেন তিনি। ভারতীয় কোচ গম্ভীরের কথায়, 'বুমরাহ নিয়ে পরিকল্পনা বদলাচ্ছি না আমরা। ওর জন্য ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্ট খুব জরুরি। আমরা সবাই জানি ও দলের জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ। তাই বুমরাহকে নিয়ে সবসময় ভেবে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আপাতত এটাই বলব, বুমরাহকে নিয়ে আগের অবস্থান থেকে সরছি না আমরা।'

ভারতীয় কোচের কথায় স্পষ্ট, বাকি থাকা ভারত বনাম ইংল্যান্ডের সিরিজে আর দুইটি টেস্ট খেলবেন বুমরাহ। বর্তমান ক্রিকেট দুনিয়ার সেরা জোরে বোলার না খেললে ভারতীয় বোলিংয়ের হাল আরও বেহাল হওয়ার সম্ভাবনা। গম্ভীর নিজেও সেটা জানেন। শুধু বুমরাহ নয়, তাঁকে এখন দলের অনেক কিছু নিয়েই ভাবতে হচ্ছে। গম্ভীরের কথায়, 'আমাদের এই দলটা অনভিজ্ঞ। সময়ের সঙ্গে উন্নতি করবে। যারা স্কোয়াডে রয়েছে, তারা যোগ্য বলেই ভারতীয় দলে সুযোগ পেয়েছে। লিডস টেস্টের প্রথম চারদিনের পাশে পঞ্চম দিনও আমরা জেতার জায়গায় ছিলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ফল হয়েছে ভিন্ন। আগামীদিনে আমাদের আরও সতর্ক থাকতে হবে।' হেডিংলে টেস্টে টিম ইন্ডিয়ার তরফে পাঁচটি শতরান হয়েছে। যার মধ্যে দলের সহ অধিনায়ক ঋষভ পন্থ করেছেন জোড়া শতরান। ঋষভের পারফরমেন্স টিম ইন্ডিয়ার জন্য কতটা পজিটিভ? সাংবাদিক সম্মেলনে এমন প্রশ্ন ওঠার পর কৌশলে তা এড়িয়ে গিয়েছেন গম্ভীর। বদলে লোকেশ রাহুল, যশস্বী জয়সওয়াল, শুভমানদের শতরানের প্রসঙ্গ টেনে এনে টিম ইন্ডিয়ার কোচ বলেছেন, 'আরও তিনটি শতরান হয়েছে ভারতীয় ইনিংসে। সেই শতরানগুলোও আমাদের দলের জন্য পজিটিভ দিক।' হেডিংলে টেস্টের দুই ইনিংসেই ভারতীয় দলের লোয়ার অর্ডার ব্যর্থ হয়েছে। প্রথম ইনিংসে ৪১ রানে সাত উইকেট। দ্বিতীয় ইনিংসে ৩১ রানে ছয় উইকেট। কেন এভাবে ব্যর্থ হল ভারতীয় দলের লোয়ারঅর্ডার ব্যাটিং? জবাবে কোচ গম্ভীর বলছেন, 'এমন পারফরমেন্স অবশ্যই হতাশার। কিন্তু অনেক সময় এমন হয়। সুযোগ কাজে লাগাতে পারলে হয়তো প্রথম ইনিংসে আমাদের স্কোরটা ৫০০ বা তার বেশি হত। কিন্তু হয়নি।'

বেন ডাকেটের সামনে অসহায় দেখাল মহম্মদ সিরাজদের।

৫টি শতরানের পরেও প্রথম টেস্টে হার। হতাশ শুভমান গিল, রবীন্দ্র জাদেজা, ঋষভ পন্থরা।

অর্শদীপ, কুলদীপের পক্ষে মন্টি

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৫ জুন : দুর্দান্ত শুরু। জঘন্য হার!

হেডিংলের মাঠে ভারতীয় ব্যাটাররা রান পেয়েছেন। দুই ইনিংস মিলিয়ে মোট পাঁচটি শতরান হয়েছে। শেষ পর্যন্ত পাঁচ উইকেটে ম্যাচ হারতে হয়েছে শুভমান গিলের ভারতকে।

কেন এমন অবস্থা হল টিম ইন্ডিয়ার? ভারতের হার পর্যালোচনা করতে গিয়ে সামনে আসছে জঘন্য ফিল্ডিংয়ের পাশে দলের লোয়ার অর্ডার ব্যাটিং। ইংল্যান্ডের প্রাক্তন ক্রিকেটার মন্টি পানেসারের মতে, শুভমানদের ব্যর্থতার পিছনে রয়েছে আরও কারণ। সৌজন্যে টিম ইন্ডিয়ার উদ্দেশ্যহীন, এলোমেলো বোলিং। মন্টি আপাতত কলকাতায়। চলতি বেঙ্গল প্রো টি২০ লিগে ধারাভাষ্য দিচ্ছেন। তার মাঝেই আজ বিকেলে উত্তরবঙ্গ সংবাদকে ভারতের 'অবাক' হার নিয়ে মন্টি বলছিলেন, 'লিডসে ভারতের টেস্ট হার আমায় অবাক করেছে। ভাবতেই পারিনি শুভমানরা এই ম্যাচ হেরে যাবে।' ভারতের হারের পিছনে স্পিনার রবীন্দ্র জাদেজার পারফরমেন্স হতাশ করেছে মন্টিকে। তাঁর কথায়, 'জাদেজা মাত্র একটি উইকেট নিয়েছে। ওর বোলিং খুব সাধারণ লেগেছে। হয়তো ওর সঙ্গে রবিচন্দ্রন অশ্বীন থাকলে জুটি হিসেবে সুবিধা হত। কিন্তু সেটা হয়নি। ভারতের মাটিতে জাদেজা দুর্দান্ত বোলার। কিন্তু বিলেতে খেলার অভিজ্ঞতা থাকার পরও কেন ওকে এত সাধারণ মনে হল, পিচের রাফ ব্যবহার করতে পারল না, বুঝলাম না।'

> কুলদীপ আগ্রাসী বোলার। ও ব্যাটারকে আক্রমণ করতে জানে। হয়তো ও থাকলে সুবিধা হত ভারতের। আমার মনে হয়, কুলদীপকে খেলানোর সিদ্ধান্ত নিক গৌতম গম্ভীররা।
>
> **মন্টি পানেসার**

অশ্বীন এখন প্রাক্তনদের দলে। তাঁকে টিম ইন্ডিয়ার প্রথম একাদশে পাওয়ার সম্ভাবনা শূন্য। কিন্তু কুলদীপ যাদব বিলেতে ভারতীয় স্কোয়াডেই রয়েছেন। তাঁকে কি বার্মিংহামে ব্যবহার করা যেতে পারে? প্রশ্ন শুনেই লুফে নিলেন মন্টি। ইংল্যান্ডের প্রাক্তন স্পিনার বলে দিলেন, 'কুলদীপ আগ্রাসী বোলার। ও ব্যাটারকে আক্রমণ করতে জানে। হয়তো ও থাকলে সুবিধা হত ভারতের। আমার মনে হয়, কুলদীপকে খেলানোর সিদ্ধান্ত নিক গৌতম গম্ভীররা।' কুলদীপকে খেলানোর প্রস্তাবের পাশে মন্টি শুভমান-গম্ভীরদের আরও একটি প্রস্তাব দিয়েছেন। বাঁহাতি পেসার অর্শদীপ সিংকে খেলানোর দাবি তুলেছেন তিনি। অর্শদীপ খেললে ভারতীয় বোলিংয়ের বৈচিত্র্য বাড়বে, এমন কথা শুনিয়ে মন্টি বলেছেন, 'মহম্মদ সিরাজ-প্রসিধ কৃষ্ণারা হতাশ করেছে। আমার মনে হয় দ্বিতীয় টেস্টে অর্শদীপকে খেলানোর কথা ভাবুক ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট। অর্শদীপ খেললে ভারতীয় বোলিংয়ের বৈচিত্র্য বাড়বে।'

আগ্রাসী ডাকেটে মজে স্টোকস

লিডস, ২৫ জুন : পাঁচদিনের সেয়ানে-সেয়ানে টক্কর।

হেডিংলের আবহাওয়ার মতো ম্যাচের রং বারবার বদলেছে। কখনও মেঘ, কখনও রোদ্দুর তো কখনও বৃষ্টি। বাইশ গজের দ্বৈরথেও তারই প্রতিফলন। পেন্ডুলামের মতো ম্যাচ ঘোরাফেরা করল।

প্রথম দেড়দিন একান্তভাবেই ভারতীয় ব্যাটারদের। যার পালটা জবাব বাজবলে। দ্বিতীয় ইনিংসে ঋষভ পন্থ, লোকেশ রাহুলের শতরানে কড়া চ্যালেঞ্জের সামনে দাঁড়িয়ে জয় ছিনিয়ে নেয় ইংল্যান্ডই। থ্রি লায়ন্সের হেডিংলের টেস্ট কাহিনীতে আরও স্মরণীয় অধ্যায় যোগ।

৩৭১ রান তাড়া করে ম্যাচ জিতে যে উচ্ছ্বাসই ধরা পড়ল অধিনায়ক বেন স্টোকসের গলায়। বলেন, 'হেডিংলেতে বেশ কিছু ভালো স্মৃতি রয়েছে। আরও একটা যোগ হল সেই তালিকায়। দারুণ একটা টেস্টে খেললাম। শেষ দিনে বড় রান তাড়ার চ্যালেঞ্জ। কেউ জানে না কী ঘটবে। শুধু জানা, নিজেদের সেরাটা দিতে হবে। দল সেটাই করে দেখিয়েছে।'

টস বিতর্কে প্রাক্তনদের পালটা জবাব

টসে জিতে ফিল্ডিং নেওয়া নিয়ে প্রবল সমালোচনার মুখে পড়েছিলেন। মাইকেল ভন, নাসের হুসেনদের দাবি, সহজ ব্যাটিং পরিস্থিতিতে আগে বোলিং নিয়ে নিজেদের পায়ে কুড়ুল মেরেছে ইংল্যান্ড। যার ফায়দা তুলে যশস্বী জয়সওয়াল, শুভমান গিল, ঋষভরা সেঞ্চুরি করেছে। ম্যাচ জিতে নিন্দুকদের জবাব দেওয়ার সুযোগ হাতছাড়া করেননি স্টোকস।

ইংল্যান্ড অধিনায়কের পালটা দাবি, 'আমরা মনে করেছিলাম, ম্যাচ জিততে আগে বোলিং আমাদের জন্য সঠিক পদক্ষেপ হবে। ম্যাচের প্রথম সেশনে আমরা যথেষ্ট ভালো বলও করেছিলাম। ভারত অত্যন্ত ব্যাটিং করেছিল প্রথম দিন। তবে ম্যাচের গতিপ্রকৃতি যেভাবেই এগোক, কখনও টস সিদ্ধান্ত নিয়ে দোটানা ছিল না।'

ম্যাচের নায়ক বেন ডাকেটকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিলেন। প্রথম ইনিংসে ৬২ করেছিলেন ডাকেট। সেরাটা বেরিয়ে আসে চতুর্থ ইনিংসে রানতাড়ার চ্যালেঞ্জে। ডাকেটের ১৪৯-র আগ্রাসী ব্যাটিংয়ের সামনে দাঁড়াতে পারেনি ভারতীয় বোলিং। স্টোকসের কথায়, 'অবিশ্বাস্য ক্রিকেট। ওপেনিংয়ে নেমে বড় রান তাড়া করা সবসময় কঠিন। জ্যাক ক্রলির সঙ্গে ডাকেটের জুটি ম্যাচের ভাগ্য গড়ে দেয়। ওরা দুজনের পরিপূরক।'

> প্রথম ইনিংসে দুরন্ত বোলিং করেছে। বুমরাহর প্রভাব মারাত্মক। এদিন কিন্তু ওকে দারুণভাবে আমরা সামলেছি। আর জাদেজাকে সোজা ব্যাটে খেলা সহজ নয়। তাই রিভার্স সুইপ, সুইপকে বেছে নিয়েছিলাম।
>
> **বেন ডাকেট**

দুই দলের মধ্যে ব্যবধান গড়ে দেওয়া ব্যাটিংয়ে ম্যাচের সেরা ডাকেট। সেরার পুরস্কার হাতে ইংল্যান্ড ওপেনার বলেছেন, 'দুর্দান্ত একটা ম্যাচ। দুর্দান্ত খেলল ভারতও। পঞ্চম দিনে এভাবে ম্যাচ ফিনিশ করা অসাধারণ অনুভূতি। চতুর্থ দিনে মাথায় ছিল, উইকেট দেব না। শেষদিনে মনে হয়েছিল, ক্রিজে টিকে থাকলে জয় সম্ভব। সম্ভব ২০২২ সালের (বার্মিংহামে ৩৭৮ করে ভারতকে হারিয়েছিল) পুনরাবৃত্তি ঘটানো।'

ডাকেটের মতে, পঞ্চম দিনে প্রত্যেকে পরিণতি ক্রিকেট উপহার দিয়েছে। বুঝিয়েছে, এই জয়টা দলের কাছে কতটা গুরুত্বপূর্ণ। সেরার পুরস্কার নিজে পেলেও কৃতিত্ব ভাগ করে নিচ্ছেন বোলারদের সঙ্গে। যুক্তি, ভারতের প্রথম ইনিংসে একসময় তাঁরা ব্যাকফুটে চলে গিয়েছিলেন। বোলাররাই ম্যাচে ফেরায়। দ্বিতীয় ইনিংসেও একই ছবি। ৩৭১-এর বদলে টার্গেট আরও ৫০-৬০ রান বেশি হলে ম্যাচ অন্যরকম হত।

বুমরাহকে ফের প্রশংসায় ভরিয়ে দিলেন। ডাকেট বলেছেন, 'প্রথম ইনিংসে দুরন্ত বোলিং করেছে। বুমরাহর প্রভাব মারাত্মক। এদিন কিন্তু ওকে দারুণভাবে আমরা সামলেছি। আর রবীন্দ্র জাদেজাকে সোজা ব্যাটে খেলা সহজ নয়। তাই রিভার্স সুইপ, সুইপকে বেছে নিয়েছিলাম।'

ম্যাচের পর জসপ্রীত বুমরাহকে সান্ত্বনা বেন স্টোকসের।

স্ত্রী রীতিকার সঙ্গে খেলায় মজে রোহিত শর্মা। সেই ছবি পোস্ট করলেন সামাজিক মাধ্যমে।

বাজবলের সঙ্গে মস্তিষ্কের মিশেল বলছেন ভন

লিডস, ২৫ জুন : বাজবলের আস্ফালন। সঙ্গে হিসেব কষা ব্যাটিং। মাইকেল ভনের কথায় শেষদিনে রান তাড়ায় বাজবলের সঙ্গে মস্তিষ্কের মিশেল ঘটেছে ইংল্যান্ডের ব্যাটিংয়ে। ফলাফল সবার চোখের সামনে। নিখুঁত ব্যাটিং, দুরন্ত ফিনিশ। অসাধারণ জয়।

স্টোকসদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ মঞ্জরেকার

টসে জিতে বেন স্টোকসের ফিল্ডিং নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রথম দিনে ক্ষোভে ফেটে পড়েছিলেন। দুরন্ত জয়ে সেই ভনের মুখে স্টোকস ব্রিগেডের বুদ্ধিদীপ্ত ক্রিকেটের কথা। প্রাক্তন ইংল্যান্ড অধিনায়ক দলের যে ব্যাটিংকে আখ্যা দিয়েছেন 'বাজবল উইথ ব্রেনস' বলে।

ম্যাচের পর স্টোকস জানান, দলের প্রত্যেকে ম্যাচ পরিস্থিতি বুঝে ব্যাট করেছে। ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করেছে, কখন ম্যাচের মোড় ঘোরানোর সুযোগ আসবে। পালটা চাপে ফেলা যাবে ভারতকে। তারই প্রতিফলন এই জয়। স্টোকসের যে দাবির সঙ্গে সহমত ভনের কথা, একবল্গা বাজবল নয়, মাথাটাও দারুণভাবে কাজে লাগিয়েছে ইংল্যান্ড। চাপের মুখে, প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও ইতিবাচক থেকেছে।

> যতটা কৃতিত্ব পাওয়া উচিত, তা পায় না ডাকেট। আমার মতে, এই মুহূর্তে শুধু ইংল্যান্ড নয়, বিশ্ব ক্রিকেটে তিন ফরম্যাট মিলিয়ে সেরা ব্যাটার ও। আলাদা আলাদা ফরম্যাট ধরলে অনেকে এগিয়ে থাকবে। কিন্তু সব মিলিয়ে ডাকেটই সেরা আমার কাছে। কাছাকাছি রাখব ট্রাভিস হেড, আইডেন মার্করামকে।
>
> **মাইকেল ভন**

জোফ্রা আর্চারকে ২ জুলাই শুরু দ্বিতীয় টেস্টে ফেরানো তাড়াহুড়ো নিয়ে অবশ্য আশঙ্কা প্রকাশ করলেন। ভনের মতে, দীর্ঘদিন পর লাল বলের ফরম্যাটে সবে ফিরেছে। আরও কিছুটা সময় দেওয়া উচিত আর্চারকে। ভনের ধারণা, দ্বিতীয় টেস্টে আর্চারকে ছাড়াই দল গড়বে ইংল্যান্ড। বলেন, 'চার বছর লাল বলের ফরম্যাটের বাইরে ছিল। তাড়াহুড়োর কিছু দেখছি না। সাসেক্সের হয়ে গোটা দুয়েক অন্তত ম্যাচ খেলুক। তারপর লর্ডসে তৃতীয় টেস্টে ওকে ভাবা যেতে পারে। হেডিংলিতে জয় এনে দেওয়া বোলিং ব্রিগেডের ওপরই ভরসা রাখতে চাই দ্বিতীয় টেস্টেও।'

হেডিংলি জয়ে ডাকেটের পারফরমেন্সে মজে ভন। প্রাক্তনে মতে, ইংল্যান্ড জয়ের মধ্যমণি বাঁহাতি ওপেনার। 'যতটা কৃতিত্ব পাওয়া উচিত, তা পায় না ডাকেট। আমার মতে, এই মুহূর্তে শুধু ইংল্যান্ড নয়, বিশ্ব ক্রিকেটে তিন ফরম্যাট মিলিয়ে সেরা ব্যাটার ও। আলাদা আলাদা ফরম্যাট ধরলে অনেকে এগিয়ে থাকবে। কিন্তু সব মিলিয়ে ডাকেটই সেরা আমার কাছে। কাছাকাছি রাখব ট্রাভিস হেড, আইডেন মার্করামকে,' দাবি ভনের।

সঞ্জয় মঞ্জরেকার আবার প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন টিম ইংল্যান্ডকে। প্রাক্তন ভারতীয় ব্যাটারের মতে, চতুর্থ ইনিংসে ২৫০-৩০০ রান তাড়া করাও কঠিন। সেখানে ৩৭১ রান করে দাপটের সঙ্গে জয়। কুর্নিশ জানাতেই হচ্ছে বেন স্টোকস ব্রিগেডকে। পিচ কন্ডিশন, পরিস্থিতি বারবার বদলালেও ইংল্যান্ড ব্যাটারদের শরীরিভাষাতে আত্মবিশ্বাসের অভাব ছিল না। বিশ্বাস ছিল ৩৭১ করে জেতা সম্ভব।

পরিবর্ত ক্লাবের খোঁজে আয়োজকরা

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৫ জুন : আইএসএল-আই লিগ মিলিয়ে একাধিক না খেলতে চাওয়া ক্লাবের পরিবর্ত খুঁজতে এখন হিমসিম অবস্থা ডুরান্ড কাপ আয়োজকদের।

মঙ্গলবার হঠাৎই মোহনবাগানের তরফে জানানো হয়, তারা দল নামাবে না এই শতাব্দীপ্রাচীন টুর্নামেন্টে। আগে একই কথা জানায় এফসি গোয়া, চেন্নাইয়ান এফসি, বেঙ্গালুরু এফসি ও হায়দরাবাদ এফসি। আই লিগের ক্লাবগুলির মধ্যে না খেলার কথা জানিয়েছে চার্চিল ব্রাদার্স ও ডেম্পো স্পোর্টস ক্লাব। ইন্টার কাশী সরকারিভাবে ঘোষণা না করলেও সম্ভবত দল নামাতে পারছে না, এমন কথা মৌখিকভাবে জানিয়ে দিয়েছে। এই আট দলের পরিবর্তে এখনও পর্যন্ত মাত্র দুই ক্লাব নিশ্চিত করেছে। ওয়ান লাদাখ ও নামধারী এফসিকে দেখা যাবে ডুরান্ডে। ডায়মন্ড হারবার এফসি-র কথা শোনা গেলেও এখনও সরকারিভাবে তাদের কাছে কোনও চিঠি যায়নি। আরও মজার বিষয় হল, বেঙ্গালুরু এফসি-র কর্তা শ্রীনিবাসন দল না নামানোর কথা বললেও দিনদুয়েক আগে ডুরান্ডের দল সুনীল ছেত্রীকে নিয়ে টুর্নামেন্টের শুটিং করে এসেছে।

সমস্যা আরও গভীর হয়েছে, মঙ্গলবার হঠাৎই মোহনবাগান টুর্নামেন্ট থেকে নাম তোলার কথা বলায়। কলকাতায় ডুরান্ড করার কারণই ছিল, তিন প্রধানকে দিয়ে দর্শক টেনে টুর্নামেন্টের জৌলুস বাড়ানো। যা গত কয়েক বছরে হয়েছেও। কিন্তু এবার অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন ডামাডোলের জেরে হঠাৎই থমকে যায় ক্লাবগুলির দল গঠন ও প্রাক মরশুম প্রস্তুতি। মোহনবাগানের সেপ্টেম্বরে এএফসি-র টুর্নামেন্ট। তাই তার পাঁচ সপ্তাহ আগেই তারা প্রস্তুতি শুরু করবে।

আগে ঠিক ছিল, কলকাতা লিগের রিজার্ভ দলকেই ডুরান্ডে নামানো হবে। কিন্তু প্রতিবারের মতো এবারও দুই প্রধানকে একই গ্রুপে রাখা হচ্ছে ডার্বি করানোর জন্য। আর গোল বেঁধেছে এখানেই। রিজার্ভ দল নিয়ে পূর্ণশক্তির ইস্টবেঙ্গলের মোকাবিলা করে ডুরান্ডে হারতে নারাজ তারা। তাছাড়া গতবার কিছু অতিরিক্ত টিকিট চেয়ে অপমানিত হতে হয় সবুজ-মেরুন কর্তৃপক্ষকে। আর এসবের জেরেই এই নাম তুলে নেওয়ার সিদ্ধান্ত।

যা খবর, তাতে ফের নতুন করে সূচি তৈরি করে দুই প্রধানকে আলাদা গ্রুপে রেখে একটা শেষ চেষ্টা আয়োজকরা হয়তো করার কথা ভাবছেন। অনুরোধ করানো হবে রাজ্য সরকারকে দিয়েও। কিন্তু সমস্যা হল, মোহনবাগান ক্লাব কর্তারা হলে হয়তো শুধু নির্দেশেই কাজ হয়ে যেত কিন্তু সুপার জায়ান্ট কর্তৃপক্ষ আদৌ অনুরোধও রাখবে কিনা তা নিয়ে সন্দিহান সকলেই।

সিএবি-তে আর্থিক কেলেঙ্কারির অভিযোগ

আঙুল কোষাধ্যক্ষের দিকে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৫ জুন : বেনজির ঘটনা! সাংঘাতিক অভিযোগ। আর সেই অভিযোগে বিদ্ধ খোদ বাংলা ক্রিকেট সংস্থার কোষাধ্যক্ষ প্রবীর চক্রবর্তী!

বঙ্গ ক্রিকেট সংসারে বিতর্ক আগেও বিস্তর হয়েছে। খাবারের প্যাকেট, পানীয় জল, গাড়ি- অতীতে নানা সময় বাংলা ক্রিকেট সংস্থা নানা অভিযোগে বিদ্ধ হয়েছে। তবে খোদ কোষাধ্যক্ষের বিরুদ্ধে আর্থিক তছরুপের অভিযোগ অতীতে কখনও এসেছে কিনা, কারোর জানা নেই। এমন ঘটনা সামনে আসতেই হইচই পড়ে গিয়েছে বাংলা ক্রিকেটের অন্দরমহলে। ডামেজ কন্ট্রোলে আসরে নেমেছেন আপাতত মুম্বইয়ে থাকা সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ও। শেষ পর্যন্ত মহারাজ কতটা সফল হবেন, তা নিয়েও রয়েছে প্রশ্ন।

কারণ, এমন চাঞ্চল্যকর অভিযোগ সিএবি-র ওয়াডসম্মান পর্যন্ত গড়িয়েছে। আগামী ১৯ জুলাই বিষয়টির শুনানি করতে চলেছেন তিনি। যেখানে সব পক্ষের বক্তব্য শোনা হবে। তার আগে আগামী শনিবার দুপুরে সিএবি-তে এথিক্স অফিসারের কাছে হাজিরার নির্দেশ গিয়েছে সিএবি কোষাধ্যক্ষের কাছে।

ঘটনার সূত্রপাত মাসখানেক আগে। সিএবি কোষাধ্যক্ষের ক্লাব শতাব্দীপ্রাচীন উয়াড়ির তরফে তাঁর বিরুদ্ধে আর্থিক বেনিয়মের অভিযোগ তুলে দক্ষিণ কলকাতার লেক থানা ও আলিপুর আদালতের দ্বারস্থ হন ক্লাবের ছয় প্রতিনিধি। তাঁরাই ঘটনার কথা জানান সিএবি সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়কেও। কোষাধ্যক্ষের বিরুদ্ধে পাঁচ পাতার অভিযোগ জমা পড়ে সিএবি-তে। যেখানে স্পষ্টভাবে অভিযোগ করা হয়েছে, সিএবি থেকে উয়াড়ি ক্লাব প্রতিবছর যে অনুদান পায়, সেই অর্থ কোষাধ্যক্ষ প্রবীর ব্যক্তিগত স্বার্থে ব্যবহার করেছেন। পালটা যুক্তিও রয়েছে। সিএবি কোষাধ্যক্ষ তাঁর ঘনিষ্ঠমহলে জানিয়েছেন, অতীতে উয়াড়ি ক্লাব পরিচালনা করতে গিয়ে ব্যক্তিগতভাবে কিছু অর্থ খরচ করেছিলেন তিনি। সেই টাকাই সিএবি থেকে ক্লাবের নামে তুলেছেন তিনি। কিন্তু বাস্তবে কি এমনটা করা যায়? সিএবি কোষাধ্যক্ষের বিরুদ্ধে এক ব্যক্তি, একাধিক পদের অভিযোগও রয়েছে। সিএবি কোষাধ্যক্ষের দায়িত্ব পালনের পাশে প্রবীর কীভাবে উয়াড়ির সচিব পদে থাকেন, তা নিয়েও রয়েছে অভিযোগ।

এদিকে, আগামীকাল সন্ধ্যার ইডেন গার্ডেন্সে বেঙ্গল প্রো টি২০ লিগের আসরে সারা আলি খান ও আদিত্য রয় কাপুর হাজির হতে চলেছেন। আগামীকাল রাতে বেহালায় সৌরভের বাড়িতে নৈশভোজেও যাবেন তাঁরা।

বুধবার ছিল তিরাশির বিশ্বজয়ের ৪২তম বর্ষ। বিশ্বকাপ জয়ী দলের সদস্য সন্দীপ পাতিলকে এদিন সিএবি-র তরফে সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

হারের পর হতাশ হয়ে মাঠ ছাড়ছেন বায়ার্ন মিউনিখের হ্যারি কেন, টমাস মুলার, সার্জ গ্যানাব্রিরা। বুধবার ফিলাডেলফিয়ায়।

জিতেও গ্রুপে দ্বিতীয় চেলসি

বেনফিকার কাছে হার বায়ার্নের

ফিলাডেলফিয়া ও শার্লট, ২৫ জুন : সহজ জয়। ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপে গ্রুপের শেষ ম্যাচে ইএস তিউনিসকে ৩-০ গোলে হারাল চেলসি। তবুও শীর্ষস্থান অধরা। ব্লু ব্রিগেডকে পিছনে ফেলে গ্রুপ সেরা ব্রাজিলের ফ্ল্যামেঙ্গো।

গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচ লস অ্যাঞ্জেলেস এফসি-র সঙ্গে ১-১ গোলে ড্র করায় ব্রাজিলিয়ান ক্লাবটির ঝুলিতে ৭ পয়েন্ট। চেলসির পয়েন্ট ৬। অর্থাৎ গ্রুপে দ্বিতীয় দল হিসাবে প্রি-কোয়ার্টার ফাইনাল খেলবে ইংলিশ ক্লাবটি। এদিন তিউনিশিয়ার ক্লাবটির বিরুদ্ধে চেলসির প্রথমবার গোল করেন লিয়াম ডেলাপ (৪৫+৫)। বাকি দুইটি গোল টোসিন আদারাবিও (৪৫+৩) ও টাইরিক জর্জের (৯০+৭)। দুইটি গোলেই অবদান রয়েছে এনজো ফার্নান্ডেজের।

অন্যদিকে, বেনফিকার কাছে ১-০ গোলে হেরে গেল বায়ার্ন মিউনিখ। জয়সূচক গোলটি ১৩ মিনিটে আন্দ্রেয়াস শেলদেরুপের করা। আসলে তীব্র গরমে নিজেদের খেলাটা খেলতেই পারেননি সার্জ গ্যানাব্রি, লেরয় সানেরা। পরিবর্ত হিসাবে নামা হ্যারি কেন, জোশুয়া কিমিচরা। শার্লটের মাঠে ৩৬ ডিগ্রি তাপমাত্রায় কার্যত কাহিল হয়ে পড়েন দুই দলের ফুটবলাররাই। একাধিকবার খেলা থামিয়ে জল পানের বিরতি দেওয়া হয়। অসুস্থ হয়ে মাঠ ছাড়েন বেনফিকার ফুটবলার জিয়ানলুকা প্রেসতিয়ানি। হেরে যাওয়ায় ৬ পয়েন্ট নিয়ে 'সি' গ্রুপের দ্বিতীয় দল হিসাবে নক আউটে নামবে বায়ার্ন। শেষ ষোলোয় জার্মান জায়েন্টদের প্রতিপক্ষ ফ্ল্যামেঙ্গো। ৭ পয়েন্ট নিয়ে এই গ্রুপে শীর্ষে থাকা বেনফিকার বিরুদ্ধে খেলবে চেলসি।

ড্র করল 'অপেশাদার' অকল্যান্ড সিটি

অন্যদিকে, আর্জেন্টাইন ক্লাব বোকা জুনিয়ার্সকে রুখে দিল অপেশাদার অকল্যান্ড সিটি। ১-১ গোলে ম্যাচ ড্র করল নিউজিল্যান্ডের ক্লাবটি। অকল্যান্ড সিটির হয়ে গোল করা ক্রিশ্চিয়ান গ্রে পেশায় স্কুল শিক্ষক। ৫২ মিনিটে তাঁর গোল হয়তো ম্যাচ জেতাতে পারেনি। তবুও এই সাফল্য তাদের কাছে একরকমের স্বপ্নপূরণ।

কলকাতা লিগের জমকালো উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৫ জুন : বিনোদনে ভরপুর কলকাতা ফুটবল লিগের বোধন।

রঙিন আলো আর আতশবাজির রোশনাইয়ের সঙ্গে সুরের মূর্ছনায় প্রিমিয়ারের জমকালো উদ্বোধন। ক্রীড়াপ্রেমী সাংসদ পার্থ ভৌমিক, বিধায়ক সনৎ দে, উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা ক্রীড়া সংস্থার সচিব নবাব ভট্টাচার্য থেকে প্রাক্তন ফুটবলার দীপেন্দু বিশ্বাস, অমিত ভদ্রদের উপস্থিতিতে নৈহাটির বঙ্কিমাঞ্জলি স্টেডিয়ামে চাঁদের হাট। ছিলেন আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্ত, সভাপতি অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় সহ রাজ্য ফুটবল সংস্থার অন্য পদাধিকারীরা। প্রত্যেককে সংবর্ধিত করা হয় আইএফএ-র তরফে। বঙ্গ ফুটবল নিয়ামক সংস্থার ভূয়সী প্রশংসা করেন পার্থ ভৌমিক।

এরপর ধামসা মাদল ও নাচের অনুষ্ঠান। গান গাইলেন প্রখ্যাত লোকসংগীতশিল্পী পৌষালি বন্দ্যোপাধ্যায়। ম্যাচ শুরুর আগে কলকাতা লিগের থিম মিউজিকের সঙ্গে লেজার শো। সবমিলিয়ে মায়াবী পরিবেশ তৈরি হল নৈহাটির মাঠে। ম্যাচ শুরুর আগে ফুটবল উপহার দেওয়া হয় উপস্থিত দর্শকদের। উদ্বোধনী ম্যাচে মুখোমুখি হল বেহালা এসএস ও কালীঘাট এমএস। ১-০ গোলে জিতল বেহালা। কিক অফের আগে ফুটবলারদের সঙ্গে পরিচয় পর্ব সারলেন বিধায়ক সনৎ দে ও আইএফএ-র পদাধিকারীরা। দুই দলের অধিনায়কের হাতে তুলে দেওয়া হয় প্রদীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামাঙ্কিত কলকাতা ফুটবল লিগের বিশেষ স্মারক।

প্রস্তুতি ম্যাচে চার গোল বাগানের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৫ জুন : কলকাতা লিগের আগে দ্বিতীয় প্রস্তুতি ম্যাচেও জয় পেল মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। বুধবার তারা বিধাননগর মিউনিসিপ্যালিটি স্পোর্টস অ্যাকাডেমিকে ৪-০ গোলে হারিয়েছে। জোড়া গোল করেছেন শিলিগুড়ির তুষার বিশ্বকর্মা। একটি গোল করেন সন্দীপ মালিক। অপর গোলটি আত্মঘাতী। এদিন কোচ ডেগি কার্ডোজো সব খেলোয়াড়কে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে নেন। ৩০ জুন কলকাতা লিগে অভিযান শুরু করছে মোহনবাগান।

খেতাব জিতেও খুশি নন নীরজ

অস্ট্রাভা, ২৫ জুন : মুকুটে আরও একটা পালক। প্যারিস ডায়মন্ড লিগের পর অস্ট্রাভা স্পাইকেও সেরার শিরোপা ছিনিয়ে নিয়েছেন নীরজ চোপড়া। তবুও নিজের পারফরমেন্সে সন্তুষ্ট হতে পারছেন না ভারতের তারকা জ্যাভলিন থ্রোয়ার।

অস্ট্রাভায় তৃতীয় প্রয়াসে ৮৫.২৯ মিটার জ্যাভলিন ছোড়েন নীরজ। সব মিলিয়ে ছয়বারের মধ্যে সফল থ্রো চারটি। কিন্তু কোনওবারেই নিজের সেরা পারফরমেন্সের ধারেকাছে পৌঁছোতে পারেননি। তাই সেরা হয়েও হতাশ দেখাল নীরজকে। ভারতীয় জ্যাভলিন থ্রোয়ার বলেছেন, 'ট্রফি জিততে পেরে ভালো লাগছে। তবে নিজের পারফরমেন্সে সন্তুষ্ট হতে পারলাম না।' তাঁর সংযোজন, 'চেক প্রজাতন্ত্রে জ্যাভলিন খুবই জনপ্রিয়। এখানে দর্শকদের থেকে যে সমর্থন পেয়েছি তা সত্যিই অসাধারণ। ওদের জন্যই আরও ভালো পারফর্ম করতে চেয়েছিলাম।' অলিম্পিকে জোড়া পদকজয়ী নীরজের কাছে এই সাফল্য আবার একরকম স্বপ্নপূরণও। তিনি বলেছেন, 'ছোট থেকে এই প্রতিযোগিতা দেখছি। উসেইন বোল্ট, জ্যান জেলেনজিদের এখানে চ্যাম্পিয়ন হতে দেখেছি। ওদের মতো আমিও এই অস্ট্রাভায় খেতাব জেতার স্বপ্ন দেখতাম। সেদিক থেকে বলাই যায়, আমার স্বপ্নপূরণ হল।'

> ট্রফি জিততে পেরে ভালো লাগছে। তবে নিজের পারফরমেন্সে সন্তুষ্ট হতে পারলাম না। এখানে দর্শকদের থেকে যে সমর্থন পেয়েছি তা সত্যিই অসাধারণ। ওদের জন্যই আরও ভালো পারফর্ম করতে চেয়েছিলাম। -নীরজ চোপড়া

চুক্তি বাড়ল নেইমারের

ব্রাসিলিয়া, ২৫ জুন : ছোটবেলার ক্লাব স্যান্টোসের সঙ্গে চুক্তি বাড়ালেন ব্রাজিলিয়ান তারকা নেইমার। চলতি বছরের জানুয়ারি মাসে সৌদি প্রো লিগ থেকে ছয়মাসের চুক্তিতে ব্রাজিলের ক্লাবটিতে যোগ দিয়েছিলেন তিনি।

৩৩ বছরের এই তারকার সঙ্গে ডিসেম্বর পর্যন্ত চুক্তি বাড়ানো হয়েছে। অবশ্য তার আগে বেশ কিছুদিন ধরে জল্পনা চলছিল, ইউরোপে প্রত্যাবর্তন করতে পারেন নেইমার। নয়া চুক্তিতে স্বাক্ষর করে ব্রাজিলিয়ান তারকা বলেছেন, 'আমি হৃদয়ের কথা শুনে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি। স্যান্টোস শুধু আমার ছোটবেলার ক্লাব নয়, এটা আমার বাড়ি। এখানে থাকতে পেরে আমি খুশি।' তিনি আরও যোগ করেন, 'আমার কেরিয়ারের অপূর্ণ স্বপ্নগুলো এখানে পূরণ করতে চাই। এখন আমাকে আর কোনও কিছুই আটকাতে পারবে না।'

নেইমারের সঙ্গে লামিনে ইয়ামাল।

ভারতীয় খুদের সঙ্গে ড্র কার্লসেনের

তিবিলিসি, ২৫ জুন : বয়স মাত্র ৯ বছর। কিন্তু তাতেই গোটা বিশ্ব দাবাকে চমকে দিয়েছে। মঙ্গলবার আর্লি টাইটেল টুইসডে নামক এক অনলাইন দাবা প্রতিযোগিতায় দিল্লির ৯ বছরের খুদে দাবাড়ু আরিত কপিল কিংবদন্তি ম্যাগনাস কার্লসেনের সঙ্গে খেলায় ড্র করেছে। একটা সময় বিশ্বের একনম্বর তারকাকে প্রায় হারিয়েই দিয়েছিল এই ভারতীয় দাবাড়ু। সেখান থেকে শেষ মুহূর্তে ম্যাচ বাঁচান কার্লসেন। চলতি বছরের এপ্রিল মাসে অনূর্ধ্ব-৯ জাতীয় দাবায় রানার্স হয়েছিল আরিত। এই মুহূর্তে অনূর্ধ্ব-১০ বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ খেলার জন্য জর্জিয়ায় রয়েছে দিল্লির এই ছেলেটি। সেখানে প্রথম দুই রাউন্ডে জিতেও গিয়েছে। বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের ফাঁকেই অনলাইন দাবা প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিল আরিত।

শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে চাপে বাংলাদেশ

কলম্বো, ২৫ জুন : শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচের প্রথম দিনের পর চাপে বাংলাদেশ। বুধবার দিনের শেষে তাদের স্কোর ২২০/৮।

বৃষ্টিবিঘ্নিত প্রথমদিনে বাংলাদেশের কোনও ব্যাটারই অর্ধশতরান করতে পারেননি। সর্বাধিক ৪৬ রান পেয়েছেন ওপেনার শাদমান ইসলাম। মিডল অর্ডারে মুশফিকুর রহিম ৩৫ এবং লিটন দাস ৩৪ রান করেছেন।

গলে প্রথম ম্যাচে টসে জিতে শুরুতে ব্যাট করে বাংলাদেশ ৪৯৫ রান তুলেছিল। কলম্বোতেও একই পরিকল্পনা ছিল বাংলাদেশের। কিন্তু বাস্তবে তা করে দেখাতে পারেননি নাজমুল হোসেন শান্তরা (৮)। পঞ্চম উইকেটে মুশফিকুর ও লিটনের ৬৭ রানে জুটিতে কিছুটা মুখরক্ষা হয় বাংলাদেশের।

নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট তুলে বিপক্ষকে সারাদিনই চাপে রেখেছিলেন শ্রীলঙ্কান বোলাররা। অভিষেককারী বাঁ হাতি স্পিনার সোনাল দিনুশা (২২/২) দুই উইকেট নিয়েছেন। দুটি করে উইকেট পেয়েছেন দুই পেসার আসিথা ফার্নান্ডো (৪৩/২) ও বিশ্ব ফার্নান্ডো (৩৫/২)।

অভিষেক টেস্টে প্রথম ইনিংসে দুই উইকেট পেলেন সোনাল দিনুশা।

চ্যাম্পিয়ন বিবেকানন্দ, আদর্শ

কোচবিহার, ২৫ জুন : সুব্রত কাপ ফুটবলের ফাইনাল ম্যাচকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়াল এমজেএন স্টেডিয়ামে। বুধবার কোচবিহার সদর মহকুমা স্তরের অনূর্ধ্ব-১৭ ছেলেদের ফুটবলের ফাইনালে বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠ ১-০ গোলে সদর কোচবিহার সদর গভর্নমেন্ট হাইস্কুলকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়। ফাইনালের সেরা হয় বিজয়ীদের রাজু হোসেন। সদর গভর্নমেন্টের তরফে অভিযোগ তোলা হয় বিবেকানন্দের একজন ১৭ উর্ধ্ব প্লেয়ার খেলেছে। যদিও বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠ সেই অভিযোগ মানতে নারাজ। একটি লিখিত অভিযোগ কোচবিহার সদর মহকুমা ক্রীড়া সংসদে জমা পড়ে। কোচবিহার সদর মহকুমা ক্রীড়া সংসদের সচিব কুন্তল সমাজদার বলেছেন, 'লিখিত অভিযোগ পেয়েছি। খতিয়ে দেখা হবে।'

এদিকে, অনূর্ধ্ব-১৭ মেয়েদের ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে আদর্শ হাইস্কুল। তারা ৩-১ গোলে উচ্চবালিকা বিদ্যালয়কে হারিয়েছে। ফাইনালের সেরা আদর্শের পিয়ালি দাস। অনূর্ধ্ব-১৫ ছেলেদের ফুটবলে পশ্চিম ঘুঘুমারী হাইস্কুল ৪-২ গোলে কোচবিহার রামভোলা হাইস্কুলের বিরুদ্ধে জয় পায়। ফাইনালের সেরা বিজয়ীদের শাহজান আলম। বিজয়ীদের এদিন পুরস্কার তুলে দেন জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যান রজত বর্মা সহ অন্যরা।

NOTICE INVITING TENDER

Chief Medical Officer of Health, Darjeeling & Secretary, DH&FWS Siliguri invites Notice Inviting E-Tender vide No: DH&FWS/12 Dated 20.06.2025 in connection with the laboratory equipment supply at Regional Food Testing Laboratory, Siliguri. The last date of submission of Bid is 17.07.2025 upto 04.00 p.m. For details please communicate office of the undersigned at 2nd Floor, Siliguri Mahakuma Parishad Building, Hakimpara, Siliguri or visit https://wbtenders.gov.in.

Sd/- Dr. T. Pramanik
Chief Medical Officer of Health, Darjeeling & Secretary DH & FWS, SMP

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন কোচবিহার-এর এক বাসিন্দা

সাপ্তাহিক লটারির 62B 56017 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বলেন "আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই, শুধু পুরস্কারের জন্যই নয়, বরং আমাকে নতুন করে শুরু করার সুযোগ দেওয়ার জন্য এবং আত্মবিশ্বাসের সাথে আমার ভবিষ্যত পরিকল্পনা করার ক্ষমতা দেওয়ার জন্য। এখন আমি আমার পরিবারকে আরও ভালোভাবে সমর্থন করতে পারবো।" ডিয়ার লটারির পশ্চিমবঙ্গ, কোচবিহার - এর একজন বাসিন্দা হরিপদ বর্মণ - কে প্রতিটি সরাসরি দেখানো হয়।

01.04.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

ম্যাচের সেরার ট্রফি নিচ্ছেন স্বপ্নদীপ সাংমা। ছবি : শিবশংকর সূত্রধর

গারোপাড়ার বড় জয়

কোচবিহার, ২৫ জুন : জেলা ক্রীড়া সংস্থার মরু ঘোষ ও হরেন্দ্রচন্দ্র রক্ষিত ট্রফি ফুটবল লিগে বুধবার গারোপাড়া ক্লাব ১০-২ গোলে প্রভাত ক্লাবকে হারিয়েছে। কোচবিহার স্টেডিয়ামে গারোপাড়ার স্বপ্নদীপ সাংমা হ্যাটট্রিক সহ ছয়টি গোল করেন। অনিকেত সাংমাও জোড়া গোল করেন। তাদের বাকি স্কোরার পূর্ণ মালি ও সৌভিক মারাক। প্রভাতের গোল করেন ধনঞ্জয় বর্মন ও রাজীব বর্মন। ম্যাচের সেরা স্বপ্নদীপ। তিনি নীলমণি হাজরা ও প্রতিমা হাজরা ট্রফি পেয়েছেন।

৪ গোল অলোকের

তুফানগঞ্জ, ২৫ জুন : বুধবার মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার ফুটবল লিগে বুধবার ধলপল সিনিয়ার ফুটবল একাদশ ৬-০ গোলে বলরামপুর একাদশকে হারিয়েছে। সংস্থার মাঠে হ্যাটট্রিক সহ চার গোল করেন ম্যাচের সেরা অলোক মোদক। জোড়া গোল সত্যজিৎ হাঁসদার। বৃহস্পতিবার খেলবে মর্নিং স্ট্রাইকার্স ফুটবল ক্লাব ও কামাতফুলবাড়ি যুব সংঘ।

জয়ী গোপালপুর

জামালদহ, ২৫ জুন : জামালদহ স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের

উত্তরের খেলা

প্রদীপকুমার ঘোষ, তপনকুমার মিত্র ও নগেন্দ্রনাথ সরকার ট্রফি ফুটবলে বুধবার গোপালপুর নবীন সংঘ ৩-২ গোলে রানিরহাট প্লেয়ার্স ইউনিটকে হারিয়েছে। ম্যাচের সেরা প্রীতম রায়বসুনিয়া জোড়া গোল করেন। তাদের অন্য গোলটি বিকাশ বর্মনের। রানিরহাটের গোলস্কোরার দীপঙ্কর বর্মন ও পাপাই বর্মন। বৃহস্পতিবার খেলবে জামালদহ স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন জুনিয়র ও সাকাতির হাট।

ম্যাচের সেরা প্রীতম রায়বসুনিয়া। ছবি : প্রতাপ ঝা

চ্যাম্পিয়ন কামাখ্যাগুড়ি

কামাখ্যাগুড়ি, ২৫ জুন : প্রি-সুব্রত কাপ ফুটবলে অনূর্ধ্ব-১৭ ছেলেদের বিভাগে আলিপুরদুয়ার ইস্ট জোনে চ্যাম্পিয়ন হল কামাখ্যাগুড়ি মিশন হাইস্কুল। বুধবার ফাইনালে তারা টাইব্রেকারে ৪-২ গোলে খোয়ারডাঙ্গা জলেশ্বরী হাইস্কুলকে হারিয়েছে। মাঝেরডাবরি হাইস্কুলে নির্ধারিত সময়ে ম্যাচ ২-২ ছিল।

জয়ী ইয়েলমো

জলপাইগুড়ি, ২৫ জুন : জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগের বুধবার ইয়েলমো এফএ ২-০ গোলে জেএফএ-কে হারিয়েছে। গোল করেন বিশ্বরূপ দে ও ম্যাচের সেরা সুশান্ত রায়।